চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 45 Saturday, 14 January, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা ✱ ২৯ পৌষ, ১৪২৯, শনিবার, ১৪ জানুয়ারি, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

আদালতকে এসএসসি জানাল

সাদা খাতা জমা দিয়েই ১২৫ জনের চাকরি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারিঃ সাদা খাতা জমা দিয়েই এসএসসি গ্রুপ ডি-তে চাকরি পেয়েছেন ১২৫ জন। ব্ল্যাঙ্ক ওএমআর শিট নিয়ে হাইকোর্টে জানালেন এসএসসি-র আইনজীবী। যদিও সিবিআইয়ের দাবি, সংখ্যাটা শ'য়ের কোটায় থেমে নেই, তা অন্তত হাজার দুই ছাড়িয়েছে। এদিন কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে মামলা চলাকালীন সিবিআই দাবি করে, গ্রুপ ডি তে নিয়োগে 'সীমাহীন' দুর্নীতি হয়েছে। তাদের দাবি, গ্রুপ-ডি কর্মী নিয়োগে মোট শূন্যপদ ছিল ৪ হাজার ৪৮৭। তার মধ্যে বেআইনি ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে ২ হাজার ৮২৩ জনকে। এঁদের সবার উত্তরপত্রেই (ওএমআর শিট) কারচুপি করা হয়েছে বলে অভিযোগ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। যদিও সিবিআইয়ের দেওয়া এই পরিসংখ্যানের সঙ্গে একমত হয়নি এসএসসি। আদালতে স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনজীবী জানান, তাঁদের তথ্য অনুযায়ী ১২৫ জন সাদা খাদা অর্থাৎ, ব্ল্যাঙ্ক ওএমআর শিট জমা দিয়ে গ্রুপ ডি-র চাকরি পেয়েছেন। সিবিআই রিপোর্টে বিকৃত ওএমআর শিট সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে এই কচ্ছা জানিয়েছে এসএসসি। এরপরেই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এসএসসি-কে নির্দেশ দেন, আগামী ১০ দিনের মধ্যে গ্রুপ ডি-র বিকৃত ওএমআর শিট সংক্রান্ত বিশদ রিপোর্ট হলফনামার মাধ্যমে আদালতকে জানাতে হবে এসএসসি ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে। গ্রুপ-ডি পদে কত শূন্যপদ ছিল? শূন্যপদের নিরিখে কত সুপারিশপত্র দেওয়া হয়েছে? সুপারিশ করা চাকরির কতজনের ওএমআর শিট বিকৃত করা হয়েছে? সুপারিশ করা চাকরিতে কতজন যোগ দেয়নি?- এ সবই মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে হলফনামা দিয়ে আদালতকে জানাতে হবে। এছাড়া, কতজনের সুপারিশ তারা পায়, কতজনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল, নিযুক্তদের নাম, বাবার নাম, স্কুলের নাম ঠিকানা সহ পরিচয় জানাতে হবে এই হলফনামায়। এই মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য, আপনাদের এখনই কোনও নির্দেশ দিচ্ছি না। প্রাথমিক মামলা ভাল করে তদন্ত করুন। ১০ দিন পর আপনাদের কোনও নির্দেশ দিতে পারি। আগামী ৩১ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

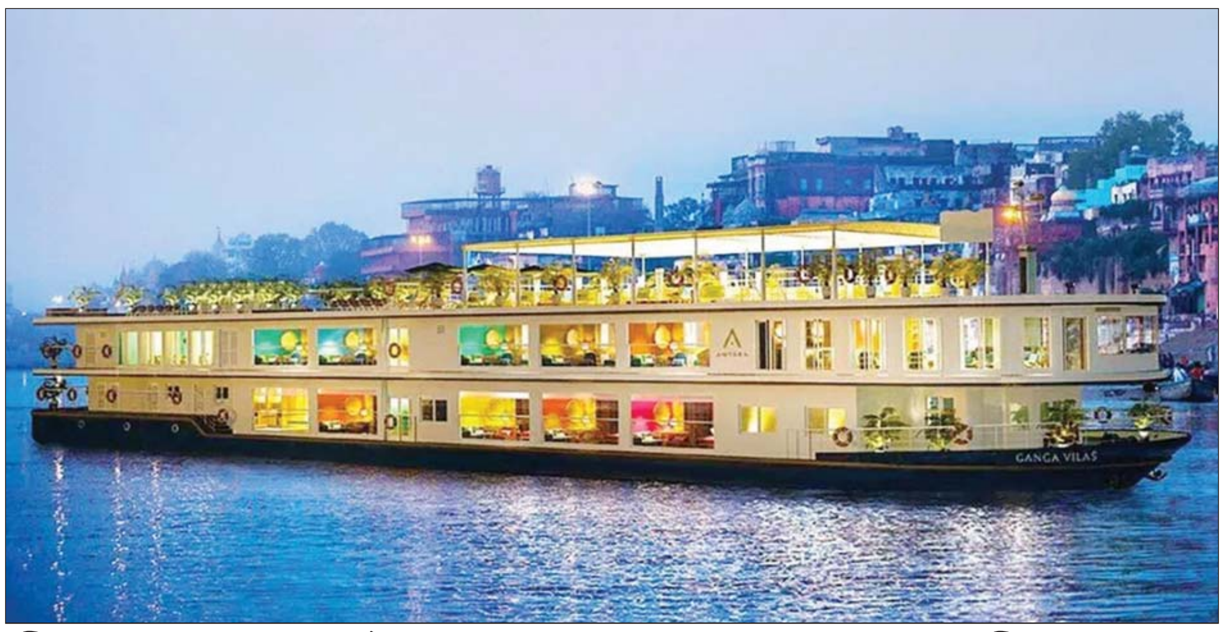

বিশ্বের দীর্ঘতম নদী ক্রুজ 'গঙ্গাবিলাস'

বারাণসী, ১৩ জানুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে এদিন উদ্বোধন হল গঙ্গাবিলাস ভেসেলের। ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে প্রায় ৩২০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবে এই অত্যাধুনিক ক্রুজটি। দুই দেশের মধ্যে থাকা ২৭টি নদীও অতিক্রম করবে এই যাত্রা। এই ৫১দিনের যাত্রাপথে কিছু ঐতিহ্যশালী জায়গা, জাতীয় উদ্যান সহ প্রায় ৫০টি পর্যটন কেন্দ্র ঘুরিয়ে দেখানো যাবে। এদিন এই পরিষেবা উদ্বোধনের সময়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''এই ক্রুজটি ২৫টি বিভিন্ন নদীর মধ্য দিয়ে যাবে। যাঁরা ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতা নিতে চান, তাঁদের জন্য এটি দুর্দান্ত সুযোগ। এই যাত্রায় আমরা ভারতের ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক অপূর্ব ছবি দেখতে পাব।'' এই ক্রুজে ৫ স্টার রেস্টুরেন্টের মতো সুবিধা রয়েছে। গঙ্গা বিলাস ক্রুজে রেস্তোরাঁ, সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জিম, স্পা, ওপেন-এয়ার অবজারভেশন ডেকের মতো পরিষেবা রয়েছে। ক্রুজে ১৮টি স্যুট থাকবে। এই স্যুটগুলি খুবই বিলাসবহুল। রেস্তোরাঁটিতে কয়েকটি বুফে কাউন্টার রয়েছে, যেখানে কন্টিনেন্টাল এবং ভারতীয় খাবার পরিবেশন করা হবে। এটিই হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় রিভার ক্রুজ। একজন অফিসার জানিয়েছেন, এই ক্রুজে পর্যটকদের জন্য সব বিলাসবহুল সুবিধা থাকবে। পর্যটকদের কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। বিশ্বের দীর্ঘতম নদী ক্রুজের টিকিটের দাম কত হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। মানিকন্ট্রোলের এক প্রতিবেদনে ভ্রমণ সংস্থা আনতারা লাক্সারি রিভার ক্রুজেসের ভারতে সেলস এবং মার্কেটিং ডিরেক্টর কাশিফ সিদ্দিকী প্যাকেজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন। তাঁদের তরফে থেকে বলা হয়েছে, দর্শনীয় স্থান এবং বিনোদন পরিষেবার জন্য দিতে হবে ৪২ হাজার টাকা। প্রতি রাতের মাথাপিছু খরচ ৮৫ হাজার টাকা। প্যাকেজের মোট খরচ ৪০ লাখ টাকা। গত বছর আগেই ৩৮ লাখ টাকায় টিকিট বিক্রি হয়েছিল।

সাসপেন্ড হতে পারেন আইনজীবীরা

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারিঃ বিচারপতি রাজশেখর মান্থার এজলাস বয়কট ও পোস্টার বিতর্কে কোন আইনজীবীর বিরুদ্ধে দোষ প্রমাণিত হলে তাকে সাসপেন্ড করতে পারে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া। দিল্লিতে এমনটাই জানিয়েছেন বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান মনোনয় কুমার মিশ্র। এদিকে, রবিবার রাজ্যে যাচ্ছে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার ৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল। গতকালই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করেছে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মনন কুমার মিশ্র যেদিন জানিয়েছেন ৩ সদস্যের এই কমিটিতে রয়েছেন বার কাউন্সিলের সদস্য রবীন্দ্র কুমার রাইজাদা, অশোক মেহতা এবং বন্দনা কৌর গ্রোভর। এ ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্টার জেনারেলকে লেখা চিঠিতে বার কাউন্সিলের যুগ্ম সম্পাদক অবনীশ কুমার পান্ডে জানিয়েছেন, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থার এজলাস বয়কট এবং শহরের বিভিন্ন জায়গা সহ তাঁর বাড়ির সামনে পোস্টার দেওয়ার ঘটনা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ভিডিও এবং ছবি। সেই সব বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে সত্যতা যাচাই করবে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির সদস্যরা। এই বিষয়ে তারা সিসিটিভি ফুটেজ এবং অন্যান্য ভিডিওগ্রাফি সংগ্রহ করবেন। আগামী ১৭ জানুয়ারির মধ্যে রিপোর্ট পেশ করবে এই কমিটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ল'ইয়ারস ফর জাস্টিস' নামক আইনজীবীদের একটি সংগঠন গতকাল বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিচারপতি রাজশেখর মান্থার উপর আক্রমণ এবং বিচার ব্যবস্থা অবমাননার অভিযোগে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আরজি জানায়। এই সংগঠনের নেতা তথা বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সদস্য আইনজীবী কবীর শংকর বসু জানান, বিচারপতি রাজশেখর মান্থার সঙ্গে যা হয়েছে সেটা পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক পরিস্থিতি বোঝার জন্য যথেষ্ট। হাইকোর্টের একজন বিচারপতি সঙ্গে যদি এই ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? তাছাড়া এই ঘটনা শুধু কোন একজন বিচারপতির উপর আক্রমণ হিসেবে দেখা উচিত নয়। আদালতে দাঁড়িয়ে গায়ের জোরে বিচারপতির এজলাস অবরুদ্ধ করা এবং তাঁকে হুমকি দিয়ে পোস্টার সাঁটানো সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থার উপর আক্রমণ। বার কাউন্সিল এর কাছে আমরা এর প্রতিকার চেয়েছি।

পঞ্চায়েতের আগেই কি রাজ্যে ছাত্র ভোট?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারিঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগেই কি রাজ্যে ছাত্র ভোট হতে চলছে? এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। কারণ, দ্রুত ছাত্র ভোট চাইছে শিক্ষা দফতর। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলবেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এর জন্য সময় চাইলেন ব্রাত্য বসু। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ''ছাত্রভোট হওয়ার বিষয়ে আশাবাদী। ছাত্রভোট হবেই। বেশ কিছু প্রোটোকল রয়েছে। অতিমারীর প্রভাব এখনও পুরোটা কাটিয়ে উঠতে পারিনি আমরা। এগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করে না। কবে নির্বাচন হবে, সেটি শিক্ষা দফতর ও স্বাস্থ্য দফতর যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। সেই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক চেয়েছি।'' কিন্তু কবে হতে পারে এই ছাত্রভোট? পঞ্চায়েত ভোটের আগে কি ছাত্রভোটের কোনও সম্ভাবনা রয়েছে? ব্রাত্য বসুকে এই নিয়ে প্রশ্ন করায়, তিনি নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানালেও, পঞ্চায়েতের আগে ছাত্রভোটের সম্ভাবনা আছে বলেই জানান তিনি। যদিও এটি শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ব্যক্তিগত মতামত বলেই জানান। স্পষ্ট করে দেন, বিষয়টি তাঁর একার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে না। প্রসঙ্গত, সঠিকভাবে কোনও দিনক্ষণ জানা গেলেও, ব্রাত্য বসুর এই মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

আবাস দুর্নীতির তদন্তে রাজ্যে ফের আসছে আরও ৫ কেন্দ্রীয় দল, উত্তর-দক্ষিণ মিলিয়ে সফর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারিঃ আবাস কেলেঙ্কারির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ফের রাজ্যে আসছে কেন্দ্রের ৫টি তথ্যানুসন্ধানী দল। সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলাতেও আবাস দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখবেন তাঁরা। কেন্দ্রীয় সরকার সূত্রে খবর, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আবাস যোজনায় বাড়ি পাওয়া নিয়ে প্রচুর অভিযোগ জমা পড়েছে। সেই অভিযোগেরই তদন্ত করতে রাজ্যে আসবেন কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা। সম্প্রতি এই কথা জানিয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের সচিব পি উল্লানাথনকে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় অভিযোগ, পরিকাঠামো, ব্যবস্থা ইত্যাদি তাঁরা খতিয়ে দেখবেন। যদিও রাজ্যের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় বাড়ি তৈরির সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলেও বকেয়া টাকা এখনও এসে পৌঁছয়নি নবান্নের হাতে। এই অবস্থায় সময়মতো প্রকল্পের বাস্তবায়ন কী ভাবে করা হবে, তা নিয়ে চিন্তিত প্রশাসন। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার গরিব মানুষের জন্য ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৮৮টি বাড়ি নির্মাণ হবে এই আবাস প্রকল্পের মাধ্যমে। দীর্ঘ টানাপোড়নের পর নিয়ম মেনে কেন্দ্রীয় গ্রামান্নোয়ন মন্ত্রক এই প্রকল্প রূপায়ণে ২০ হাজার কোটি টাকা দেওয়ার কথা

গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। কেন্দ্রের পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যেরা জেলা পরিষদ এবং জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠক করবেন। তারপর বিভিন্ন ব্লক বা প্রয়োজনে তাঁরা আঞ্চলিক স্তরেও যাবেন। এবারের সফরে উত্তরবঙ্গের কালিম্পং, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার এবং মালদহ যাবে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। দক্ষিণবঙ্গের সফরসূচিতে রয়েছে বর্ধমান। এছাড়াও, মুর্শিদাবাদ, দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়াতেও যাওয়ার কথা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের। এই সমস্ত জেলায় আবাস সংক্রান্ত চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরকে। নবান্ন সূত্রের খবর, গত ২৪ নভেম্বর কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক এই প্রকল্পের অনুমোদনের কথা রাজ্যকে চিঠি দিয়ে জানায়। চিঠিতে প্রকল্প খরচের ৬০ শতাংশ অর্থ অর্থাৎ, ৮ হাজার ২০০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছিল বলে সূত্রের খবর। সেই মতো বাকি ৪০ শতাংশ অর্থ দিতে হবে রাজ্যকে। কিন্তু গত বছরের শেষ দিনের মধ্যে এই টাকা রাজ্যের জন্য বরাদ্দ হওয়ার কথা থাকলেও শুক্রবার পর্যন্ত নবান্ন সে টাকা পায়নি।

এখনও টাকাই আসেনি কেন্দ্রের! কীভাবে সম্ভব আবাস যোজনার ঘর?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারিঃ কেন্দ্রের অনুমোদন পেলেও বরাদ্দ মেলেনি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় রাজ্যে গ্রামীণ এলাকার গরীব মানুষের জন্য ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৮৮টি বাড়ি নির্মাণ কীভাবে হবে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। দীর্ঘ টানাপোড়নের পর কেন্দ্রীয় গ্রামান্নোয়ন মন্ত্রক এই প্রকল্প রূপায়ণে নিয়ম মেনে, হাজার ২০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা চিঠি দিয়ে রাজ্য পঞ্চায়েত দফতরকে জানিয়েছিল। গত বছরের শেষ দিনের মধ্যেই এই টাকা রাজ্যের জন্য বরাদ্দ হওয়ার কথা। কিন্তু শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্য সে টাকা পায়নি। নবান্ন সূত্রের খবর, গত ২৪ নভেম্বর কেন্দ্রীয় গ্রামান্নোয়ন মন্ত্রক এই প্রকল্পের অনুমোদনের কথা রাজ্যকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল। এই চিঠিতে প্রকল্প খরচের ৬০ শতাংশ অর্থ হিসেবে ৮ হাজার ২০০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছিল। সেই মতো বাকি ৪০ শতাংশ অর্থ রাজ্যকে দিতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার টাকা বরাদ্দ না করলে রাজ্য তার অংশ দিতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় প্রতিটি বাড়ি তৈরিতে খরচ ধরা হয়েছে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা খরচ হবে। এছাড়া নির্মাণ খরচ হিসেবে একশো দিনের গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু শ্রম দিবস দেওয়া হয়। এছাড়াও বাড়িগুলিতে শৌচলয় তৈরি করে দিতে হবে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকায়। রাজ্য পঞ্চায়েত দফতরের হিসেবে ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৮৮টি বাড়ি তৈরি করতে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা খরচ হওয়ার কথা। সেই মতো রাজ্যকে প্রায় ৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকা দিতে হবে। এই টাকার সংস্থান আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেও রাজ্য সরকার করে রেখেছে। কিন্তু কেন্দ্রের টাকাই এখনও এসে পৌঁছায়নি। এই প্রকল্প রূপায়ণ নিয়ে যাতে গড়িমসি না হয়, তাই প্রথম থেকেই রাজ্যকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়, উপভোক্তাদের চূড়ান্ত তালিকা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই কেন্দ্রীয় পোর্টালে তুলতে হবে। না পারলে 'কোটা' অন্য রাজ্যে চলে যাবে। উপভোক্তাদের নামের সঙ্গে আধার সংযোগ ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে। কারণ তিন দফায় আধার বেস পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে বাড়ি নির্মাণের টাকা দেওয়া হবে। রাজনৈতিক উত্তেজনা, বিতর্কের মধ্যে রাজ্য সরকার ত্রিস্তরীয় যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বচ্ছতার সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ে উপভোক্তাদের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করে ফেলে। ৯০ দিন অর্থাৎ ৩১ মার্চের মধ্যে বাড়ি নির্মাণ শেষ করার জন্য রূপরেখা তৈরি করে দেয় রাজ্য সরকার। তাতে নির্মাণ কাজে ইঁট, সিমেন্ট সহ নির্মাণ সামগ্রী কীভাবে সংগ্রহ করা হবে, রাজমিস্ত্রিদের প্রশিক্ষণ,এবং তদারকির কাজ আধিকারিকরা কীভাবে করবে তা বিস্তারিত বলা হয়। এমনকী ভালো গুনগতমানের কাজের জন্য প্রশাসনের নীচুতলায় ইনসেনটিভ দেওয়ার কথাও বলা হয়। নতুন বছরের প্রথম বারো দিন কেটে গেলেও টাকার অভাবে প্রকল্প রূপায়ণের কাজই শুরু করা যাচ্ছে না।

উত্তর খুঁজছে নবান্ন

দক্ষিণেশ্বরে দিনেদুপুরে শ্যুটআউট! গুলিবিদ্ধ সিভিক ভলান্টিয়ার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারিঃ দক্ষিণেশ্বরে দিনে দুপুরে শ্যুটআউট। দুষ্কৃতীদের গুলিতে আহত এক সিভিক ভলান্টিয়ার। তাঁকে চিকিৎসার জন্য দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, গত কয়েকদিন আগে ব্যারাকপুর কমিশনারেট এলাকার রহড়ার একটি কারখানায় দুঃসাহসিক ডাকাতি করে দুষ্কৃতীদের একটি দল। কারখানার কর্মীদের একটি ঘরে আটকে রেখে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ লক্ষ টাকা লুট করা হয়। ঘটনার পরেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন কারখানার মালিক। তারপর থেকেই ডাকাতির তদন্ত শুরু করে রহড়া থানার পুলিশ। এদিন গোপন সূত্রে পুলিশ জানতে পারে, রহড়ার ডাকাতির ঘটনায় যুক্ত ৩ দুষ্কৃতী আদ্যাপীঠের কাছে একটি গেস্ট হাউসে লুকিয়ে রয়েছে। অভিযুক্তদের মোবাইলের টাওয়ার লোকেশনও ট্র্যাক করা হয়। খবর পাওয়া মাত্রই পরিকল্পনা করে দক্ষিণেশ্বরের ওই হোটেলে অভিযান চালানো হয়। বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় গোটা হোটেল। এরপরে ধৃতদের পাকড়াও করতে তিল তিল করে তাদের ঘরের দিকে এগোতে থাকেন পুলিশকর্মীরা। এর মধ্যেই হঠাৎ পাল্টা আক্রমণ! পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে হোটেলের ঘরের ভিতরে লুকিয়ে থাকা দুষ্কৃতী। আর সেই গুলি লাগে পুলিশের সঙ্গে থাকা এক সিভিক ভলান্টিয়ারের পায়ে। একটুও সময় নষ্ট না করে তাঁকে দ্রুত সেখান থেকে সরিয়ে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

মমতার সঙ্গে প্রাক্তন' জুড়ে দিলেন শুভেন্দু! 'ডিসেম্বর-চ্যালেঞ্জের' পর নতুন হুঁশিয়ারি

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ১৩ জানুয়ারিঃ পূর্ব মেদিনীপুরে গিয়ে জেলার পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ডাক দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২০১১ সালে ৩৪ বছর পর রাজ্য থেকে বিদায় নিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। আর এই পালাবদলের পিছনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম ভূমিকা ছিল বলে মনে করেন রাজনীতির কারবারিরা। বর্তমান সরকারকে সরাতে এবার সেই জেলাকেই সামনের সারিতে আসার আহ্বান জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জেলার চন্ডীপুরে বিজেপির সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি জানান, ''এই জেলা থেকে পরিবর্তনের আওয়াজ ওঠাতে হবে। এই জেলাতেই বামপন্থীদের খাদ্য আন্দোলন হয়েছিল। নন্দীগ্রামের আন্দোলনও এই জেলা থেকে হয়েছিল। প্রথমে তৃণমূলকেই বিশ্বাস করে এখানকার মানুষ জেলা পরিষদ তুলে দিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা সেই বিশ্বাস রাখতে পারেনি। কাঁথি শপথ নিয়েছে তমলুকও শপথ নিক। এক লক্ষ ভোটের ব্যবধানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এই লোকসভার আসনটি তুলে দেবে। মিথ্যা মামলা করে মুখ্যমন্ত্রী কিছু করতে পারবে না। মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা হারিয়েছি। আমরাই তাঁকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করব।'' একই সঙ্গে তিনি বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী আপনাদের জন্য কাজ করেছেন। মানুষের জন্য শৌচালয় করেছেন। তৃণমূল খেয়ে ফেলেছে।

আবাস যোজনায় ৪০ লক্ষ বাড়ি হওয়ার কথা। একটা অঞ্চলে ৮৪টা বাড়ি নিয়েছে তোলামূল। আমরা ছেড়ে দেব না। কেন্দ্রীয় টিম এসেছে। আমাদের গিরিরাজ সিং কথা দিয়েছেন। তিনি গরিবের বাড়ি পাওয়ানোর চেষ্টা করবেন। বড়লোক টাকা পেলে সেই টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করব। পঞ্চায়েতে আওয়াজ তুলুন। কৃষক পরিবারের নাম পাঠান। বেছে বেছে পাওয়া চলবে না। ২৩ সালে আরও পাঁচ কেজি করে কেন্দ্র রেশন পাঠাবে।'' তাঁর বক্তব্য, ''এখানে ২২০ কোটি ভ্যাকসিন দিয়েছেন। এই কথাগুলো মানুষের বাড়িতে গিয়ে বলুন। ৫০০ টাকা লক্ষ্মীর ভান্ডার দিয়ে হবে না। বাড়ির ছেলেটার বাড়ির মেয়েটার কাজের কী হবে। ডিয়ার লটারি আর মদের বোতল? বাড়ির লোকেরা টাকা নষ্ট করছে আর প্রাইজ পাচ্ছে কেষ্ট মন্ডলরা। মদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ভয় পাবেন না মামলা হামলাকে। পঞ্চায়েত ভোট হবে। ভোট দিতে না দিলে ব্যালট ধরব আর পুকুরে ফেলা হবে।'' বক্তব্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আক্রমনাত্মক ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই সঙ্গে দলের নেতা কর্মী সমর্থকদের কাছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সুর বেঁধে দিলেন তিনি। একই সঙ্গে তাঁর নিজের জেলা নেতৃত্বের কাছে ভোটের জন্য অলআউট নামার।

মাত্র ১২ দিনেই মাটি ধসেছে সাড়ে ৫ সেন্টিমিটার! জোশীমঠ নিয়ে ভয়ের ছবি দেখাল ইসরো

জোশীমঠ, ১৩ জানুয়ারিঃ ভয়ঙ্কর অবস্থা জোশীমঠের। দ্রুতগতিতে বসে যাচ্ছে সেখানের মাটি। ইসরোর রিপোর্টে এমনটাই জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, বিগত ১২ দিনে জোশীমঠে ৫.৪ সেন্টিমিটার মাটি বসে গিয়েছে। ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টারের তরফে প্রকাশিক উপগ্রহ চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে, তাতেই দেখা গিয়েছে দ্রুতগতিতে বসে যাচ্ছে জোশীমঠের মাটি। জানা গিয়েছে, গত ২৭ ডিসেম্বর থেকে গত ৮ জানুয়ারির মধ্যে জোশীমঠের মাটি ৫.৪ সেন্টিমিটার বসে গিয়েছে। ইসরোর তরফে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, একাধিক কারণে জোশীমঠের মাটি বসে যাচ্ছে। ২০২২ সালের ২ জানুয়ারিতে ভূমিধসের বিষয়টি বাড়তে থাকে। দেখা গিয়েছে, দ্রুতগতিতে মধ্য জোশীমঠের মাটি সরে যাচ্ছে। সেনা হেলিপ্যাড ও মন্দিরের আশেপাশে ব্যাপক পরিমাণে মাটির ধস নামছে। জোশীমঠ-আউলি রোডের কাছে ২১৮০ মিটার উচ্চতা থেকে মাটিতে ফাটল ধরা শুরু হয়েছে। ইসরোর রিপোর্টে আরও জানা গিয়েছে যে গত কয়েক মাসে জোশীমঠের ভাঙনের হার তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম ছিল। গত বছরের এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাস অবধি মাটিতে ৯ সেন্টিমিটার ধস নেমেছিল। সেই তুলনায় গত এক মাসেই ৫.৪ সেন্টিমিটার ধস নেমেছে। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই জোশীমঠের মাটি আলগা হতে শুরু করেছিল। একের পর এক ভূমিকম্প, ভূমিধস, হড়পা বানের কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে জোশীমঠ। সম্প্রতিই জোশীমঠের বাড়ি ও হোটেলগুলিতে ফাটল দেখা যায়। উপগ্রহ চিত্রে ভূমিধসের চিত্র ধরা পড়ার পরই ৪ হাজারেরও বেশি পরিবারকে ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ড সরকারের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, জোশীমঠের ৬৭৮টি বাড়ি ও হোটেল ভাঙনের মুখে। জোশীমঠের বাসিন্দা এই ভাঙনের জন্য নির্বিচারে পাহাড় কাটা ও অপরিকল্পিত পরিকাঠামো নির্মাণকেই দায়ী করেছেন। বিশেষ করে তপোবনের হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্টের কাজের জন্য পাহাড়ে ডিনামাইট দিয়ে বিস্ফোরণ ও ড্রিলিংকে দোষারোপ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিশেষজ্ঞরাও অবৈধ নির্মাণকাজকেই হিসাব করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী জোশীমঠে যান। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দা ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য একটি কমিটি তৈরি করার কথাও ঘোষণা করেন।

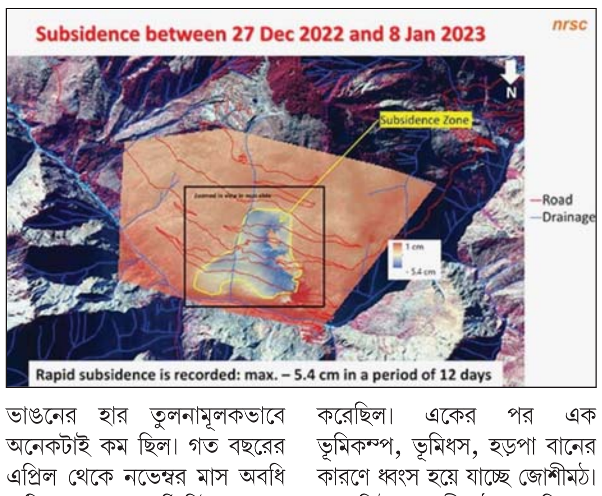

১৯ জানুয়ারি রাজ্যে আসছেন নাড্ডা, নদীয়ায় করবেন সভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারিঃ ১৯ জানুয়ারি রাজ্য সফরে আসছেন জেপি নাড্ডা। প্রথমে একই দিনে দুই জেলা হুগলি এবং নদীয়াতে সভা করার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ১৯ তারিখ রাজ্য সফরে এসে একটিই সভা করবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। সেই সভাটি হবে নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরি জুনিয়র ইস্টবেঙ্গল মাঠে। ইতিমধ্যেই জেপি নাড্ডার সভাকে কেন্দ্র করে বিজেপির নদীয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। রাজনৈতিক সভা করার পাশাপাশি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ অন্যান্য রাজ্য কমিটির পদ্ম শিবিরের নেতৃত্বের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠকও করতে পারেন জেপি নাড্ডা বলে বিজেপি সূত্রের খবর। দলের সর্বভারতীয় সভাপতিকে দিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচার শুরু করতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি। প্রথমে ঠিক ছিল জেপি নাড্ডাকে দিয়ে নদীয়ার পাশাপাশি একই দিনে হুগলির আরামবাগেও রাজনৈতিক সভা করানোর প্রস্তুতি নিয়েছিল বঙ্গ বিজেপি। তবে চলতি মাসে জেপি নাড্ডার রাজনৈতিক সফরে আপাতত নদীয়ার বেথুয়াডহরিতে একটি জনসভা করার বিষয়টিই চূড়ান্ত হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘণ্ট এখনও চূড়ান্ত না হলেও সমস্ত রাজনৈতিক দলই পঞ্চায়েত ভোট প্রস্তুতিতে শুরু করে দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি। সে ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই গেরুয়া শিবিরও। তবে গেরুয়া শিবিরকে যেটা ভাবছে তা হল বুথ স্তরে সাংগঠনিক শক্তি। পাশাপাশি ঘরোয়া কোন্দলও। পঞ্চায়েত স্তরে এখনও পর্যন্ত অনেক জায়গাতেই বুথ কমিটিই তৈরি করে উঠতে পারেনি পদ্ম শিবির। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বঙ্গ সফরে এসে বঙ্গ পদ্ম শিবিরকে কড়া বার্তা দিতে পারেন জেপি নাড্ডা বলেও মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

শরদ যাদবের প্রয়াণ দেশ ও দেশের রাজনীতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতিঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রবীণ রাজনৈতিক শরদ যাদবের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শোকবার্তায় অমিত শাহ জানিয়েছেন, শরদ যাদবের প্রয়াণ দেশ ও দেশের রাজনীতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। গত বৃহস্পতিবার রাতে হরিয়ানার গুরুগ্রামের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শরদ যাদব। শুক্রবার সকালে তাঁর মরদেহে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পরে তিনি জানিয়েছেন, শরদ যাদবজির মৃত্যু দেশ ও দেশের রাজনীতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। সারা জীবন তিনি অনগ্রসর ও সাধারণ মানুষের সমস্যা তুলে ধরেছেন। ঈশ্বর তাঁর পরিবারের সদস্যদের এবং অনুরাগীদের এই দু ঃখ সহ্য করার শক্তি প্রদান করুক।

রাহুল বললেন তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃপ্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রবীণ আরজেডি নেতা শরদ যাদবের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। শোকব্যক্ত করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীও। বৃহস্পতিবার রাতে হরিয়ানার গুরুগ্রামের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন শরদ যাদব। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।শরদ যাদবের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে মল্লিকার্জুন খাড়গে এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং কয়েক দশক ধরে একজন সাংসদ হিসাবে দেশের সেবা করে তিনি সাম্যের রাজনীতিকে শক্তিঃশালী করেছিলেন। শরদ যাদবকে শুক্রবার সকালে শেষশ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী। রাহুল শোকপ্রকাশ করে বলেছেন, আমি শারদ যাদবজির কাছ থেকে রাজনীতি সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। তাঁর মৃত্যু আমাকে শোকাহত করেছে।

কাবুল বিস্ফোরণের দায় নিল আইসিস

কাবুল, ১৩ জানুয়ারিঃ আফ গানিস্তানে আত্মঘাতী বিস্ফোরণের দায় নিল জেহাদি সংগঠন ইসলামিক স্টেট। আইসিসের পক্ষ থেকে এর দায় স্বীকার করা হয়েছে। একটি স্থানীয় ওয়েবসাইটে তারা দাবি করেছে, এই কাজ তাদেরই। যে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তার নামও প্রকাশ করেছেন বলে গত বৃহস্পতিবার জানা গিয়েছে।গত বুধবার বিকেলে আফ গানিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের সামনে বিস্ফোরণ হয়। তাতে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে । যদিও আরেকটি সূত্র বলছে, ২০ জনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। আহত হয়েছেন অন্তত ৪০ জন। সম্প্রতি সেখানে বারবার বিদেশিদের টার্গেট করে আক্রমণ করা হচ্ছে। সম্প্রতি রাশিয়ার দুজন কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। পাকিস্তানের এমব্যাসিতে হামলা হয়েছে। একটি হোটেলে বন্দুককবাজের হামলায় ৪ জন চিনের নাগরিক আহত হয়েছেন। বুধবার কাবুলে বিগত স্ফোরণের ঘটনায় ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় সর্বত্র। সেখানে সেসময় একটি আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থার ইন্টারভিউ চলছিল। আমেরিকার প্রতিনিধি জানিয়েছেন, ঘটনায় অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর মিলেছে। এই হিংসার কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। এবছরে কাবুলে দুবার এধরনের বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল।এমনিতে মেয়েয়েদর শিক্ষা, খেলাধূলোতে নিষেধাজ্ঞা নেমে আসায় আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচিত হচ্ছেন আফগান শাসকরা। ২০২১ সালে তালিবান ক্ষমতায় আসায় পর থেকে একের পর হিংসার ঘটনা সেখানে সামনে আসছে। তারা দাবি করেছিল, এটা নতুন তালিবান হবে। কিন্তু, আদপে তা হয়নি। বরং বারবার দেখা গিয়েছে এধরনের হিংসার ঘটনা। যা মোকাবিলা করতে সেখানকার সরকার ব্যর্থ।

ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিট ২০২৩-এ উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

নয়াদিল্লি,১৩জানুয়ারিঃগ্লোবাল সাউথ-এর নেতাদের আমার নমস্কার। এই শিখর সম্মেলনে আপনাদের স্বাগত জানাতে পেরে আমি আনন্দিত। সারা বিশ্ব থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমরা এমন সময় মিলিত হয়েছি যখন নতুন বছর এসেছে, সঙ্গে এনেছে নতুন আশা, নতুন প্রাণশক্তি। ১৩০ কোটি ভারতীয়র পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের দেশকে ২০২৩-এর জন্য আমার শুভেচ্ছা জানাই।আমরা আরও একটি সঙ্কটপূর্ণ বছরের পাতা ওল্টালাম যেখানে আমরা দেখেছি যুদ্ধ, সংঘর্ষ, সন্ত্রাসবাদ এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা খাদ্য, সার এবং জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এবং কোভিড অতিমারীর দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক প্রভাব। এটা স্পষ্ট যে বিশ্ব এরকম সঙ্কটের মধ্যে। এটাও বলা খুব মুশকিল যে অস্থিরতা কতদিন চলবে।মহোদয়গণ,আমরা এই দক্ষিণ গোলার্ধ ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে অংশীদার। সারা বিশ্বের জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ বাস করে আমাদের দেশগুলিতে। আমাদের সমান বক্তব্য থাকা উচিত। সেজন্য আট দশকের পুরনো আন্তর্জাতিক প্রশাসনের মডেল ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। আমাদের উচি আগামী দিনগুলিকে রূপ দেওয়ার।মহোদয়গণ,বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক সমস্যা গ্লোবাল সাউথ তৈরি করেনি। কিন্তু সেগুলি আমাদের অনেক বেশি প্রভাবিত করেছে। আমরা এটা দেখতে পেয়েছি কোভিড অতিমারী, জলবায়ু পরিবর্তন, সন্ত্রাসবাদ এবং এমনকি ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবের মধ্য দিয়ে এবং এর সমাধান খুঁজতে আমাদের ভূমিকা অথবা আমাদের কন্ঠস্বরের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।মহোদয়গণ,ভারত চিরকাল তার উন্নয়নের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছে দক্ষিণ গোলার্ধের আমাদের ভাইদের সঙ্গে। আমাদের উন্নয়নের অংশীদারিত্ব ছড়িয়ে আছে ভূগোলের সর্বত্র এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে। অতিমারীর সময় আমরা ১০০-র বেশি দেশকে ওষুধ এবং টিকা সরবরাহ করেছি। আমাদের অভিন্ন ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে উন্নয়নশীল দেশগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ভারত সব সময় এগিয়ে এসেছে।মহোদয়গণ,এ বছর যখন ভারত জি-২০-র সভাপতিত্ব শুরু করছে, এটা স্বাভাবিক যে আমাদের লক্ষ্য হবে দক্ষিণ গোলার্ধের কন্ঠস্বরকে বাড়িয়ে তোলা। আমাদের এই জি-২০ সভাপতিত্ব আমরা বেছে নেওয়া থিম হল - ' আর্থ, ওয়ান ফ্যামিলি, ওয়ান ফিউচার।' এটি আমাদের সভ্যতার মূল সুরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমাদের বিশ্বাস, ঐক্য অর্জন করা যাবে মানব-কেন্দ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে। উন্নয়নের ফল থেকে দক্ষিণ গোলার্ধের মানুষকে বেশিদিন বঞ্চিত রাখা যাবে না। আমাদের একসঙ্গে চেষ্টা করতে হবে আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রশাসনের খোলনলচে বদলে দেওয়া। এতে অসাম্য দূর হবে, সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, উন্নয়নকে সহায়তা করা যাবে এবং প্রগতি ও উন্নতি ছড়িয়ে পড়বে। মহোদয়গণ,বিশ্বকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে আমাদের একসঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক কর্মসূচি ডাক দিতে হবে। সেটি হল - ' রেকগনাইজ, রেসপেক্ট অ্যান্ড রিফর্ম।'একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভারসাম্যের আন্তর্জাতিক কর্মসূচি তৈরি করে দক্ষিণ গোলার্ধের অগ্রাধিকারকে প্রাধান্য দেওয়া। সমস্ত আন্তর্জাতিক সমস্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অভিন্ন কিন্তু বিভিন্ন ধারার দায়দায়িত্বকে চিহ্নিতকরণ। সমস্ত দেশের সার্বভৌমত্ব, আইনের শাসন এবং মতভেদের শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্মান জানানো ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংস্কার করা যাতে সেটি আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।মহোদয়গণ,বিকাশশীল বিশ্ব নানা সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও আমি আশাবাদী যে আমাদের সময় এসে গেছে। এখন সময়ের দাবি একটি সরল, উচ্চ ধরনের এবং দীর্ঘস্থায়ী সমাধান খোঁজা যা আমাদের সমাজ এবং অর্থনীতিকে রূপান্তর করতে পারে। এই মনোভাব নিয়ে আমরা কঠিন সমস্যাগুলি - সে দারিদ্রই হোক, বিশ্বের স্বাস্থ্য পরিষেবাই হোক অথবা মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধিই হোক, তা অতিক্রম করতে পারি। গত শতাব্দীতে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে আমরা একে অপরকে সাহায্য করেছিলাম। এই শতাব্দীতেও তা আমরা করতে পারি যাতে একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা সৃষ্টি হয় যা আমাদের নাগরিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করবে। ভারত যেখানে সংযুক্ত সেখানে আপনাদের কন্ঠস্বরই ভারতের কন্ঠস্বর। আপনাদের অগ্রাধিকারই আমাদের অগ্রাধিকার। আগামী দু'দিনে এই ' অফ গ্লোবাল সাউথ সামিট' আটটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। আমার বিশ্বাস, দক্ষিণ গোলার্ধের আমরা সবাই একসঙ্গে নতুন এবং সৃজনশীল ভাবনা দিতে পারি। এই ভাবনা জি-২০ বা অন্য মঞ্চে আমাদের কন্ঠস্বরের ভিত্তি হতে পারে। ভারতে আমরা প্রার্থনা বলে থাকি - এর অর্থ হল বিশ্বের সমস্ত প্রান্ত থেকে মহান ধারণা যেন আমাদের কাছে আসে। ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিট আমাদের সংযুক্ত ভবিষ্যতের জন্য মহান ধারণা পাওয়ার একটি সম্মিলিত প্রয়াস। মহোদয়গণ,আমি আপনাদের ভাবনা-চিন্তা শোনার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। আপনাদের অংশগ্রহণের জন্য আমি আপনাদের আরও একবার ধন্যবাদ জানাই।

বন সহায়ক নিয়োগে দুর্নীতি, আদালতে ধাক্কা রাজ্য সরকারের

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ প্রাথমিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী, অশিক্ষক কর্মচারী, নবম থেকে দশম পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি অভিযোগ ছিলই। সেই তালিকায় জু।ল বন সহায়ক পদে নিয়োগ। শিক্ষকের পর বন সহায়ক, ফের কাঠগড়ায় 'নিয়োগ'।এর জেরে বন সহায়ক নিয়োগের 'নম্বর সহ মেধাতালিকার' রিপোর্ট তলব করল হাইকোর্ট। নম্বর বিভাজন-সহ মেধাতালিকা পেশের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি লপিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পর্যবেক্ষণ, রাজ্যের দুইরকম তথ্যেই স্পষ্ট নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অসঙ্গতি। ২০ জানুয়ারি হলফনামা আকারে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মেধাতালিকার কারচুপি করে নিয়োগের অভিযোগে মামলা দায়ের করেন অনেক পরীক্ষার্থী। বিভ্রান্তিকর তথ্যে অসন্তুষ্ট বিচারপতি লপিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।২০২০ সালে ২২ জুলাই মাসে বনসহায়ক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য দেওয়া হয় বিজ্ঞপ্তি। ২০০০ নিয়োগের কথা জানানো হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলাকে ৯ জোনে ভাগ করে জোন ভিত্তিক হয় নিয়োগ প্রক্রিয়া।রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন ডিভিশনে প্রায় ২০০০ জন বনসহায়ক নিয়োগ হয়। জুলাই ২০২২-এ রাজ্য রিপোর্ট দিয়ে জানায়, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম বর্ধমান এই জোনে ১৭০ শূন্যপদে চুক্তিঃভিত্তিক নিয়োগ। ১৫ ডিসেম্বর ২০২২, রাজ্য আবারও রিপোর্ট দিয়ে জানায়, মোট শূন্যপদ ১৬১ টি । অথচ এই শূন্যপদের জন্য ১৭০ জনের মেধাতালিকা হয়েছে। স্থানীয় স্তরে মেধাতালিকা প্রকাশিত হয়েছে ২৪ নভেম্বর ২০২০, রিপোর্টে জানায় রাজ্য। ২ বছর ধরে চলা মামলায় অস্বস্তিতে রাজ্য বন দফতরও। আপাতত অভিযোগ বীরভূম ও বর্ধমান জোনকে ঘিরে।

লিডার নই, আমি ক্যাডার, ত্রিপুরায় জনবিশ্বাস যাত্রায় আবেগে ভাসালেন মিঠুন

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ঃ লিডার নই, আমি তোমাদের মতোই একজন সাধারণ ক্যাডার। তোমাদের মাঝেই থাকতে চাই। গত বুধবার খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়ায় জনবিশ্বাস যাত্রা উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় অংশ এভাবেই মিঠুন চক্রবর্তীর গলায় আবেগের সুর ভেসে উঠেছে। তাঁর কথায়, অনেকদিন বাদে ত্রিপুরায় এসেছি। উন্নয়ন দেখে সত্যিই স্তম্ভিত আমি। অবশ্য বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে বলেই এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। ঐদিকে, সম্প্রতি তিনি মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রেও জনবিশ্বাস যাত্রায় অংশ নিয়েছেন। মিঠুনের দাবি, বিজেপি শাসিত সমস্ত রাজ্যে উন্নয়নের ধারা বইছে। কারণ ওই রাজ্যগুলির সাথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রয়েছেন। মিঠুনের কথায়, প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাধারা মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেকে শুধু বলে থাকেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কাজ করে দেখান। মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, আপনাদের আশ্বাস দিতে হবে, পুনরায় ত্রিপুরায় যখন আসব তখন বিজেপি সরকার দেখতেপাব। তাঁর দাবি, বিজেপি পুনরায় ক্ষমতায় আসলে আগামী পাঁচ বছরে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত হবে। ঐদিন তিনি জনসভায় মানুষের অনুরোধে তাঁর একাধিক চলচ্চিত্রের ডায়ালগ শুনিয়েছেন।

বুদবুদে দিদির দূতকে কাছে পেয়ে বঞ্চনার ক্ষোভ উগরে দিলেন বাসিন্দারা

দুর্গাপুর, ১৩ জানুয়ারি ঃপ্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্প নিয়ে তপ্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি। বঞ্চনা, দ্বিচারিতার অভিযোগে জেলায় জেলায় ঘরে বাইরে ক্রমশ ক্ষোভের পারদ চড়তে শুরু করেছে।আবাস পেতে হতাশায় ফুঁসছে গোটা বাংলা। আর ওই অস্বস্তি থেকে বাঁচতে এবার 'দিদিকে বলো'র পর 'দিদির সুরক্ষা কবচ্' প্রকল্প চালু করেছে তৃণমূল নেত্রী। গত বৃহস্পতিবার পুর্ব বর্ধমানের বুদবুদে ওই কর্মসূচীর সূচনায় এসে গ্রামবাসীদের বঞ্চনার ক্ষোভের মুখে প।লেন আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। দিদির দূতকে কাছে পেয়ে বঞ্চনার ক্ষোভ উগরে দিলেন পানাগ। সেনাছাউনি লাগোয়া ডাঙাপা।ার বাসিন্দারা। প্রসঙ্গত, কয়লা, বালি, টেট এসএসসি কেলেঙ্কারীর পর রাজ্যজুড়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে গেরুয়া শিবির। সামনেই কড়া নাড়ছে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর ওই নির্বাচনে এই মুহুর্তে ব। ইস্যু কেন্দ্রের আবাস যোজনার প্রকল্প। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ওই ইস্যুতে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। তেমনই পঞ্চায়েত থেকে ব্লক অফিস ঘেরাও কর্মসূচী নিয়ে আসার কাঁপাচ্ছে বিজেপি।তার ওপর ওই একই ইস্যুতে শাসকদলের অন্তরদ্বন্দ্ব চরমে। সাম্প্রতিক কালে জঙ্গল মহল সহ জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিতরা ক্ষোভে গর্জে উঠেছেন।কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী (রাষ্ট্র) ডাঃ সুভাষ সরকার বলেন, রাজ্যে টেট কেলেঙ্কারীর পর সবচেয়ে বড়সড় দুর্নীতি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে বাড়ী বন্টনে। আবাস যোজনা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় কার্যত লেজে গোবরে অবস্থা রাজ্যের শাসক দলের নেতাদের। এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সরাসরি গ্রামের সাধারণ মানুষ ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। অস্বস্তিতে পড়া সংগঠনকে ঘুরে দাঁড়াতে 'দিদিকে বলোর' পর এবার জনসম্পর্কে নতুন হাতিয়ার 'সুরক্ষা কবচ্' প্রকল্প। পঞ্চায়েত ভোটকে পাখির চোখ করেই গত ১১ জানুয়ারি থেকে দিদি সুরক্ষা কবচ্ প্রকল্পের সূচনা করে তৃণমূল। দিদির দুত হিসেবে সাড়ে তিন লাখ স্বেচ্ছাসেবক পৌছাবেন প্রায় ১০ কোটি মানুষের বাড়িতে। 'দিদির দুত' নামে একটা অ্যাপ হয়েছে। তাতে আলাদা আলাদা প্যারামিটারে সরকারের স্কিম নিয়ে ম্যাপিং হবে। তাতে পনেরোটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প আছে। সেগুলোর পরিষেবা পাওযা যাচ্ছে কিনা তা জানানো হবে। ৩৬০ জন নেতা সমস্ত অঞ্চলে রাত্রি যাপন করবেন। মানুষের অভাব অভিযোগ শুনবেন। তারা চলে আসার পরে দিদির দূত যাবে, সমস্ত সুযোগ-সুবিধা মানুষ পাচ্ছেন কিনা তা খতিয়ে দেখবেন ও অ্যাপের মাধ্যমে রিপোর্ট পাঠাবেন। আর যাতে দ্রুত সমস্যার সমাধান করা যায় তার জন্য পদক্ষেপ করবেন। এভাবেই ভোটের আগে ভোটারদের মন পেতে ঝাঁপিযে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানের বুদবুদে 'দিদির সুরক্ষা কবচ্' কর্মসূচিতে যোগ দেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন পানাগড় সেনাছাউনী লাগোয়া বুদবুদের ডাঙাপাড়ায় গলসী-১ ব্লকের কর্মসূচীর সূচনা করেন। সেখানে গ্রামবাসীদের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন তিনি। দিদির দূতকে কাছে পেয়ে চরম বঞ্চনার ক্ষোভ উগরে দেন বুদবুদের ডাঙাপাড়ার বাসিন্দারা। প্রশ্ন, ক্ষোভের কারন কি?উল্লেখ্য, ভারতের একমাত্র বৃহ ও সুরক্ষিত সেনা ছাউনি পানাগ।। দ্বীতিয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরী ওই সেনাছাউনির প্রায় ৯ হাজার একর জমি রয়েছে। সম্প্রতি সেনাছাউনির বহর বাড়ানোর উদ্যোগ নেয় কর্তৃপক্ষ। যার মধ্যে সেনাছাউনির জবর দখল জমি পুনরুদ্ধারের জন্য তপরতা শুরু করে সেনাছাউনি কর্তৃপক্ষ। ২০১৭-১৮ সালে সেনাছাউনী সংলগ্ন বুদবুদ ডাঙ্গাপাড়া, দাস পাড়া, বনগ্রাম, জেকেনগর, কোটা মোড় সহ ১২ টি এলাকা জবরদখল উচ্ছেদ করা হয়। তাতে প্রায় ১ হাজারের বেশী মানুষকে উচ্ছেদ হতে হয়। পুনরবাসন না পেয়ে ডাঙাপাড়ার কিছু প্রায় ৩৫ টির মত পরিবার ওই জায়গায় থেকে যায়। বিপত্তির সুত্রপাত এখানেই। বিতর্কিত ওই জায়গার বাসিন্দারা জমির পাট্টা থেকে প্রধানমন্ত্রী আবাসযোজনার বাড়ী থেকে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হয় বাসিন্দারা। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা বলেন, বিগত ৪০ বছর ধরে বসবাস করছি। সেনারা উচ্ছেদের প্রতিনিয়ত হুমকি দিচ্ছে। বেশ কয়েকবার ঘরবাড়ী ভেঙে দিয়েছে। এক সময় পঞ্চায়েত অফিস বিল্ডিংয়ে টানা মাসখানেক আশ্রয় নিয়েছিলাম। বহুবার পুনরবাসনের দাবী জানিয়েছি। ভোট আসলেই গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়। সমস্যার কোন সুরাহা হয় না। টুম্পা বাগদী নামে এক মহিলা জানান, ভাঙা বাড়ীতে ত্রিপল টাঙিয়ে থাকতে হয়। অথচ বহু আবেদন করার পরও সরকারি বা।ির তালিকায় নাম ওঠেনি। টুম্পা বাগদীর মত সব মহিলারা তাদের বঞ্চনার ক্ষোভ উগরে দেন। যদিও গ্রামবাসীদের বক্তব্য নিজের ডায়েরিতে লিখে নেন ঋতব্রতবাবু। এমনকি গ্রামবাসীদের নিজের ফোন নং দেন। তাতে প্রয়োজনীয় নথী পাঠিয়ে দিতে বলেন। এদিন ঋতব্রতবাবু বলেন, সেনাদের জায়গায় কোনরকম হস্তক্ষেপ করা যাবে না। গ্রামবাসীদের অভিযোগ শুনেছি। কিভাবে সমস্যা মেটানো যায় ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। বুধবার বুদবুদে দলের পতাকা লাগাতে গিয়ে দলীয়কর্মী তথা দলের উপপ্রধানের হাতে আক্রান্ত হয় কিছু কর্মী। দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বড় পরিবারে ঘটি-বাটি ঠোকাঠুকি লাগতে পারে। তবে আমাদের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষ দিদির সঙ্গে আছে। দিদির সুরক্ষা কবচের আওতার বাইরে কেউ থাকবে না।

ভারতে কোভিড সংক্রমণ ২০০-র নীচেই ,সুস্থ হচ্ছে ভারত, সক্রিয় রোগীও নিম্নমুখী

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা কমল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৭৪ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে দু''জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৭৪ জন, এই সময়ে দু''জনের মৃত্যুর পর মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৭২৫-এ পৌঁছেছে।দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২ হাজার ২৫৭-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৭,৭৭৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ, বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২২৪ জন।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৪৯ হাজার ৫৯৭ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.১৬ কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,১৬, ২৫,৯৬৬। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১২ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,৯৪,৯৬৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

লোহরি, মকর সংক্রান্তি, মাঘ বিহু এবং পোঙ্গলের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার দেশবাসীকে লোহরি, মকর সংক্রান্তি, মাঘ বিহু এবং পোঙ্গলের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।রাষ্ট্রপতি মুর্মু একটি টুইট বার্তায় লিখেছেন, লোহরি, মকর সংক্রান্তি, মাঘ বিহু এবং পোঙ্গল উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতীক, এই সমস্ত উৎসব ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক। এই উৎসবগুলো সকল দেশবাসীর মধ্যে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও স্নেহের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করুক এই কামনা করি।উপ-রাষ্ট্রপতি ধনখড় একটি টুইট বার্তায় লিখেছেন, লোহরি, মকর সংক্রান্তি, মাঘ বিহু, পোঙ্গল, উত্তরায়ণ এবং পৌষ উৎসব শুভ উপলক্ষে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। উত্তরায়ণে সূর্য যখন তার উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করে, আমরা সারা দেশে আমাদের ফসল কাটার মৌসুম উদযাপন করি প্রকৃতির অনুগ্রহের জন্য উল্লাস ও গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে।তিনি আরও লিখেছেন, ভারতে বিভিন্ন নামে পরিচিত এই উৎসবগুলি আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত অপরিহার্য ঐক্যের প্রতীক। এই উৎসব ঋতু আমাদের সমস্ত নাগরিকের জন্য সমৃদ্ধি, শান্তি এবং সুখ বয়ে আনুক এবং সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে যা আমাদের আবদ্ধ করে।

প্রমোদতরী এম ভি গঙ্গা বিলাস-এর সূচনা, প্রধানমন্ত্রী বললেন যুগান্তকারী মুহূর্ত

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃবিশ্বের বৃহত্তম প্রমোদতরী এম ভি ''গঙ্গা বিলাস''-এর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এম ভি গঙ্গা বিলাস-এর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রমোদতরী ''গঙ্গা বিলাস''-এর সূচনা করার পাশাপাশি বারাণসীতে গঙ্গার তীরে একটি ''টেন্ট সিটি'' উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব প্রমুখ। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, গঙ্গা নদীতে বিশ্বের দীর্ঘতম প্রমোদতরী পরিষেবার সূচনা একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত। এর ফলে ভারতে পর্যটনের একটি নতুন যুগের সূচনা করবে। মোদী বলেছেন, একইসঙ্গে আজ ১০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের আরও কয়েকটি অভ্যন্তরীণ জলপথ প্রকল্পের শিল্যান্যাস করা হয়েছে। এর দরুণ পূর্ব ভারতে বাণিজ্য ও পর্যটন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত করবে।এই প্রমোদতরীকে নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাসের শেষ নেই, এই প্রমোদতরী উদ্বোধনের জন্য সবাই মুখিয়ে ছিলেন, অবশেষে সেই প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। এই প্রমোদতরীতে রয়েছে ফাইভস্টার হোটেলের সমস্ত সুবিধে। গঙ্গা বিলাস ক্রুজে মোট ১৮টি ঘর রযেছে। এছাড়াও ক্রুজে রয়েছে জিম, স্পা সেন্টার, লেকচার হাউস, লাইব্রেরি। গঙ্গা বিলাসে ভ্রমণ যেন বিরক্তিকর না হয়, তাই ক্রুজে গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জিম ইত্যাদির সুবিধা থাকবে। গঙ্গা বিলাস ক্রুজ হবে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।উত্তর প্রদেশের বারাণসী থেকে যাত্রা শুরু করে বক্সার, রামনগর, গাজিপুর পেরিয়ে পাটনা পৌঁছবে গঙ্গা বিলাস। সেখান থেকে ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ হয়ে কলকাতা পৌঁছবে। বাংলাদেশ থেকে গুয়াহাটি দিয়ে আবার ভারতে প্রবেশ করবে বৃহত্তম প্রমোদতরী। অসমের ডিব্রুগড়ে যাত্রা শেষ হবে। ক্রুজটি ২৭টি নদী প্রণালীর মধ্য দিয়ে যাবে। ৫১ দিনের রোমাঞ্চকর ভ্রমণে ৩,২০০ কিলোমিটার জলপথ পাড়ি দেবে প্রমোদতরী।

দৃঢ়চেতা রাজনীতিবিদ এবং অত্যন্ত সম্মানিত সহকর্মী ছিলেন শরদ যাদবঃমুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা শরদ যাদবের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সকালে একই টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দৃঢ়চেতা রাজনীতিবিদ এবং অত্যন্ত সম্মানিত সহকর্মী ছিলেন শরদ যাদব।পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইটারে লিখেছেন, 'শরদ যাদবের মৃত্যুর খবর শুনে আমি ভারাক্রান্ত। একজন দৃঢ়চেতা রাজনীতিবিদ এবং অত্যন্ত সম্মানিত সহকর্মী, তিনি এবং তাঁর কাজ সকলের মধ্যে বেঁচে থাকবে। তাঁর পরিবার এবং ভক্তদের প্রতি সমবেদনা রইল।' বৃহস্পতিবার রাতে হরিয়ানার গুরুগ্রামের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন শরদ যাদব। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

শীত কমলেও কুয়াশা থেকে রেহাই পাচ্ছে না উত্তর ভারত, দিল্লিতে কিছুটা চড়ল পারদ

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ শীত কমলেও কুয়াশা থেকে মোটেও রেহাই পাচ্ছে না দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। আর এই কুয়াশার জন্য বিপর্যস্ত হচ্ছে স্বাভাবিক জনজীবন। শুক্রবারও ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল রাজধানী দিল্লি। কুয়াশা এতটাই বেশি ছিল যে এদিনও উড়ান পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে রাজধানীতে। কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কম থাকায় বেশ কয়েকটি বিমান দেরিতে চলছে বলে জানিয়েছেন দিল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।দিল্লি-সানফ্রান্সিসকোকাঠমাণ্ডু, দিল্লি-চণ্ডীগড়-কুল্লু, দিল্লি-জয়পুর, দিল্লি-ধরমশালা-চণ্ডীগড়, দিল্লি-শিমলা-দেহরাদূন শাখায় ব্যাহত হয়েছে উড়ান পরিষেবা। দিল্লি বিমানবন্দর থেকে কমপক্ষে ৬টি বিমান উড়তে দেরি হয়েছে।তবে, শৈত্যপ্রবাহ থেকে আপাতত রেহাই পেয়েছে রাজধানী দিল্লি ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। শুক্রবার সকাল ৮.৩০ মিনিটে দিল্লির সফদরজং এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, সকাল ৬টা ১০ মিনিটে পালাম এলাকায় দৃশ্যমানতা ছিল ১০০ মিটার। সকাল ৮.৩০ মিনিটে তা বেড়ে হয় ৫০০ মিটার। এদিন ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল উত্তর প্রদেশও।

নীতি আয়োগের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর, মূল্যায়ন করলেন আর্থিক অবস্থা

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার নীতি আয়োগের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। আগামী ৩১ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে বাজেট অধিবেশন, তার আগে এদিনের নীতি আয়োগের বৈঠক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।এদিনের বৈঠকে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ানোর নানা পন্থাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় বাজেটের আগে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতামত ও পরামর্শের পাশাপাশি ভারতীয় অর্থনীতির অবস্থা ও চ্যালেঞ্জের মূল্যায়ন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

অন্য রকম অনুষ্ঠান 'বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ'

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ। গানের সম্পর্কে কেমন করে বাঁধলেন একে অপরকে? স্বামী বিবেকানন্দর জন্মতিথি উপলক্ষে শনিবার এক অভিনব আয়োজন করছে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী 'উথ্যোক্তা-গায়িকা শ্রবন্তী বসু বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ১৪ জানুয়ারি, শনিবার, বিকেল সাড়ে চারটে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্কে এই অনুষ্ঠান। প্রবেশ অবাধ। অনুষ্ঠানের অগ্র ভাগে অধ্যাপক সৈকত সিনহা রায় প্রার্থনা সংগীত পরিবেশন করবেন। থাকবে তরুণ গোস্বামীর ভাবনায় 'কবি ও সন্ন্যাসী'। বিবেকানন্দের প্রিয় রবীন্দ্রনাথের গান গাইবেন অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ পীতম সেনগুপ্ত স্বর, ধ্বনি এবং ব্রহ্ম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার দরজা খুলে দেবেন শ্রোতাদের সামনে।থাকছে কিছু তরতাজা প্রাণের সূচনা সংগীত 'দক্ষিণী' শিল্পীগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। এক নবীন মনের পরবর্তী উপস্থাপনা সরোদ বাদন। অত্রিজ ব্যানার্জি মাইহার সেনিয়া ঘরানায় সুর ছড়িয়ে দেবেন। অবশ্যই ভিন্ন মেজাজের অনুষ্ঠান।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৪জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার, ২৯পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৪জানুয়রিঃ ২০২২, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২৯ পৌষ, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৯ পৌষ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ২৯ পৌষমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, মেঘলা আকাশ। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৫.০৭ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৩.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে৯৫শতকরা এবং ৩৭শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শুক্রবার । জোয়ার- সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত-৯টা ২০মিনিট। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ২০মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজঃ ৫ টা - ১১মিনিটের মধ্যেহবে আবহাওয়া পরিবর্তন হতে পারে আজকের দিনেটিতেই হবে।

রাশিফল

মেষ রাশিঃ আপনার পিতা মাতার প্রতি অমর্যাদা আপনার ভবিষ্যত সম্ভাবনা ক্ষুণ্ণ করতে পারে।
বৃষ রাশিঃযোগব্যায়াম ও ধ্যান আপনাকে মানসিকভাবে ফিট রাখতে এবং থাকতে সাহায্য করে
মিথুন রাশিঃসন্তান হতে পারে ।সংসারে শান্তি হতে পারে।
কর্কট রাশিঃযেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।
সিংহ রাশিঃআপনার বেপরোয়া আচরণের ফলে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। ।বিবাহের যোগ।
কন্যা রাশিঃআপনার স্বামী বা স্ত্রীর বিশ্বস্ত হৃদয় এবং সাহসী মেজাজ খুশি দিতে পারে। আপনি অন্যদের উপর ব্যয় করতে পারে
তুলা রাশিঃকথা বলবার আগে দুবার ভাবুন। আপনার মতামতগুলি অজান্তেই কারোর অনুভূতিকে আহত করতে পারে।।
বৃশ্চিক রাশিঃআজ আপনার নিজের জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে, তাই আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য দীর্ঘক্ষণ হাঁটার জন্য যেতে
ধনু রাশিঃকিছু অনিবার্য পরিস্থিতি আপনাকে কিছুটা অস্বস্তি দিতে পারে। কিন্তু আপনি অবশ্যই আপনার ভারসাম্য বজায় রাখার
মকর রাশিঃআপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। আপনি অন্যদের উপর ব্যয় করতে পছন্দ করেন। শুভদিন।
কুম্ভ রাশিঃজটিল পরিস্থিতিতে ঘাব।ে যাবেন না। খাবারের স্বাদের জন্য যেমন নুন দায়ী তেমনি একটু অশান্তি না থাকলে সুখের গুরুত্ব বোঝা যায় না। অর্থ ব্যয়।
মীন রাশিঃএই সময়টি আধ্যাত্মিকতার সাহায্য নেওয়ার জন্য উপযুক্ত যেহেতু আপনার মানসির চাপ প্রতিহত করার পক্ষে এটি অন্যতম সেরা বিকল্প। উন্নত হতে পারে। আপনার মাধুর্যতা

গঙ্গাসাগর মেলায় এখনো পর্যন্ত ৩১ লাখ যাত্রী সাগরে স্নান করেছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ পৌষ সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে চলতি গঙ্গাসাগর মেলায় এখনো পর্যন্ত ৩১ লাখ তীর্থযাত্রী সাগর সঙ্গমে স্নান করেছেন বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এদিন গঙ্গাসাগরে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন গত পাঁচ তারিখ থেকে আজ বিকাল তিনটে পর্যন্ত দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা এই সংখ্যক যাত্রী এখানে স্নান পর্ব সেরেছেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিন জনকে জরুরী ভিত্তিতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মেলায় এখনও পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের আশা অশোক কোরেওয়ার নামে ৭৫ বছর বয়সী এক যাত্রীর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। আগামীকাল সন্ধ্যা ৬ টা ৫৩ মিনিট থেকে মকর সংক্রান্তির পূন্য স্নান শুরু হবে। চলবে রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত। রাতে স্নানের সময় হওয়ায় পাঁচটি ঘাটেই নিরাপত্তা ও নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে । এইজন্য ১৪ হাজার পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে বলে সরকারি ভাবে জানান হয়েছে।

একদিনের কর্মবিরতি পালন পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ জানুয়ারি ঃ একদিনের কর্মবিরতি পালন পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের। বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে শুক্রবার গোটা রাজ্য জুড়ে কর্মবিরতি পালন করছেন পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের হাওড়া ফৌজদারী আদালত শাখার তরফ থেকেও এদিন কর্মবিরতি পালন করা হয় বলে জানান সংগঠনের সম্পাদক সন্তোষ দাস। তিনি বলেন, ১৯৯৭ সালের ১৪ মার্চ ল ক্লার্কস আইন পাস হয়েছিল। কিন্তু সেখানে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে গিয়েছিল। তাই তারা দাবি তুলেছিলেন এই আইন সংশোধন এবং সংযোজন করতে হবে। এবং কার্যকর করতে হবে। অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে তা তারা পাচ্ছেন না। তাই ওয়েলফেয়ার ফান্ড চালু করার দাবি তুলেছেন তাঁরা। এর পাশাপাশি রাইট টু অ্যাক্ট কার্যকরের দাবি তুলেছেন তাঁরা। তাদের দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত যুবক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৩ জানুয়ারি ঃ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগে জয়নগর থানার হাটপাড়ার বাড়ি থেকে ধৃত এক যুবককে আজ পুনরায় জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠালো পুলিশ, কলকাতার সন্তোষপুর এলাকার এক গৃহবধূর সাথে ফোনে সূত্রে আলাপ হয় বেশ কিছু দিন আগে জয়নগর থানার হাটপাড়ার ২৮ বছরের মফিজুল সেখ (মনি) নামে এক যুবকের, সেখান থেকে প্রেমের সূত্র ধরে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের মধ্যে একাধিকবার সহবাসের ঘটনা ঘটে, আর তার পরে ওই মহিলাটিকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি গত শনিবার ঐ মহিলাটি ঐ যুবকটির নামে জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরে শনিবার রাতেই জয়নগর থানার এস আই রাজু গুপ্তা জয়নগর থানার হাটপাড়ার বাড়ি থেকে মফিজুল সেখ নামে ঐ যুবককে গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে, ধৃতকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠালো হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর সেই মতো আজ বেলা দেড়টা নাগাদ জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পুনরায় ধৃতকে পাঠানো হয়।

করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট সামনে আসায় রাজ্য সবরকম পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট সামনে আসায় সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কায় রাজ্য সরকার সবরকম পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখছে। কোভিড চিকিৎসার জন্য রাজ্যের ৯২ টি হাসপাতালকে চিহ্নিত করে প্রস্তুত করা হচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদেরও প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারের কোভিড নিয়ন্ত্রনে গঠিত বিশেষজ্ঞ দলের পরামর্শে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতাল, এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল, বিসি রায় শিশু হাসপাতালে কোভিড চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি হাওড়ার পাঁচটি, উত্তর ২৪ পরগনার সাতটি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৫ টি হাসপাতালে কোভিড রোগীদের চিকিৎসার পরিকাঠামো তৈরি রাখা হচ্ছে। হুগলির চন্দননগর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, শ্রীরামপুর ওয়াল্ড হাসপাতাল সহ পাঁচটি হাসপাতালকে প্রয়োজনে শুধুমাত্র কোভিড চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত রাখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গেও বিভিন্ন জেলার একাধিক হাসপাতালকে পরিকাঠামো প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দাসনগরে ছাত্রের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে এলো ফরেনসিক দল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ জানুয়ারি ঃ হাওড়ার দাসনগরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে এলো ফরেনসিক দল। ফরেনসিক

দলের সদস্যরা এদিন বহুতলের ছাদের উপর থেকে একাধিকবার ডামি পুতুল নিচে ফেলে পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। দলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ডঃ চিত্রাক্ষর সরকার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, এখনই তদন্তের সম্পর্কে কিছু জানানো সম্ভব নয়। কিছু বলার মতো পরিস্থিতি এখন নেই। পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। তদন্ত চলছে। সব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, হাওড়ার দাসনগরে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রের রহস্যমৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। দাসনগরের বালিটিকুরি ব্রাহ্মণপাড়া এলাকার বাসিন্দা ওই ছাত্রের নাম গণেশ ঘোষ (১৭)। সে একটি ইংরাজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্র ছিল। বুধবার সন্ধ্যায় বন্ধু বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় তাকে। এরপর স্থানীয় ভি রোড এলাকায় বন্ধুর ফ্ল্যাটে যায় সে। ওই ফ্ল্যাটের নিচেই পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। রাতেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে এলে ট্রমা কেয়ারে ভর্তি করা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে তার মৃত্যু হয়। পরিবারের লোকজন এই ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনা বলে মানতে নারাজ। মৃত্যুর পিছনে রহস্য রয়েছে বলেই তাঁরা মনে করছেন। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দাসনগর থানার পুলিশ।

ফেসবুক রিলস বানাতে বাধা, অভিমানে আত্মঘাতী মুর্শিদাবাদের কিশোরী

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৩ জানুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার পারশালিকা গ্রামে শুক্রবার এক কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম দিশা বাগদি। সূত্রের খবর, অভিমানে সে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত ফেসবুকে রিল বানানো নিয়ে। শুক্রবার সকালের শাড়ি পড়ে ফেসবুক রিল বানাবে বলে আলমারি থেকে শাড়ি বের করা নিয়ে মায়ের সঙ্গে অশান্তি বাঁধে ওই কিশোরীর। আর এর জেরেই মায়ের ওপর অভিমান করে গলায় গামছার ফাঁস দিয়ে নিজের ঘরে আত্মহত্যা করে ওই কিশোরী। দুপুরের দিকে দীপার ঘরের দরজা দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকায় তাকে ডাকা ডাকি চলে বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু এত ডাকাডাকির পরও কোনও সাড়া না মেলায় বাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশীরা ঘরের জানালা ভেঙে দিশাকে উদ্ধার করে। তড়িঘড়ি তাকে বড়ঞা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা দিশাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে বড়ঞা থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। প্রাথমিক ভাবে আত্মহত্যা অনুমান করলেও, মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখত তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ববিতার শুনানি চলাকালীনই নতুন মোড়, প্রিয়াঙ্কার চাকরিকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হাইকোর্টে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ ববিতা-প্রিয়াঙ্কার আইনি দ্বৈরথে ঢুকে পড়লেন প্রীতি। তিন কন্যার দাবি, পাল্টা দাবিতে এসএসসির শিক্ষিকা পদে নিয়োগের মামলায় তৈরি হল অন্য পরিস্থিতি। প্রিয়াঙ্কা সাউ নামে এক শিক্ষিকা মামলা করে সম্প্রতি চাকরি পেয়েছিলেন। বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসেই সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। প্রিয়াঙ্কার প্রাপ্ত নম্বরকে চ্যালেঞ্জ করে প্রীতি নারজিনারী নামে আর এক প্রার্থী মামলা করেন। এবার তাঁর দাবি, উত্তরবঙ্গের প্রীতি প্রিয়াঙ্কার থেকে বেশি নম্বর পেয়েছেন। প্রীতির দাবির সপক্ষে দাখিল করা তথ্যে সন্তুষ্ট হয়নি আদালত। শুক্রবার তাঁর আবেদন খারিজ করে দেন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, মামলাকারীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা দেওয়ারও নির্দেশ দেন। ২১ দিনের মধ্যে সেই টাকা দিতে হবে। ববিতা সরকারের মামলার শুনানি আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি। শুক্রবার এই মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে। মূলত একইসঙ্গে নিয়োগ সংক্রান্ত ৬টি মামলার

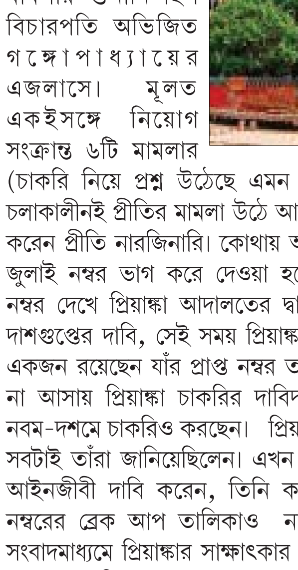

(চাকরি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এমন মামলা) শুনানি চলছিল এদিন। তা চলাকালীনই প্রীতির মামলা উঠে আসে সামনে। ১৪ নভেম্বর এই মামলা করেন প্রীতি নারজিনারী। কোথায় অসঙ্গতি আদালতে? ২০২২ সালের ১৪ জুলাই নম্বর ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল এসএসসির ওয়েবসাইটে। সেই নম্বর দেখে প্রিয়াঙ্কা আদালতের দ্বারস্থ হন। প্রিয়াঙ্কার আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্তের দাবি, সেই সময় প্রিয়াঙ্কা তাঁর আবেদনে লিখেছিলেন, এরকম একজন রয়েছেন যাঁর প্রাপ্ত নম্বর তাঁর থেকে বেশি। কিন্তু তিনি আদালতে না আসায় প্রিয়াঙ্কা চাকরির দাবিদার বলেন নিজেকে। প্রীতি সে সময় নবম-দশমে চাকরিও করছেন। প্রিয়াঙ্কার আইনজীবীর বক্তব্য, এখানেই সবটাই তাঁরা জানিয়েছিলেন। এখন এই মামলার অর্থ কী? পাল্টা প্রীতির আইনজীবী দাবি করেন, তিনি কমিশনের ওয়েবসাইট দেখেননি। তাই নম্বরের ব্রেক আপ তালিকাও নজরে আসেনি। পরে পুজোর সময় সংবাদমাধ্যমে প্রিয়াঙ্কার সাক্ষাৎকার দেখেন তিনি। সেখানে তাঁর ভাগ করা নম্বরের তালিকা দেখেন। মামলাকারীর দাবি, এরপরই তিনি দেখেন, প্রিয়াঙ্কার থেকে তাঁর বেশি নম্বর রয়েছে। আদালতের বক্তব্য, কেন এতদিন তিনি মামলা করেননি। আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত আরও একটি বিষয় আদালতে উল্লেখ করেন, প্রীতি নবম দশমে চাকরি করছেন। সেক্ষেত্রে এসএসসি কাউকে যখন সুপারিশ দেয় তখন সেই ক্লাসেই সুপারিশ নিতে পারেন। প্রীতি নবম-দশমের সুপারিশ গ্রহণ করেছিলেন। তাহলে প্রিয়াঙ্কার প্রাপ্ত একাদশ-দ্বাদশের সুপারিশ কীভাবে চ্যালেঞ্জ করছেন?

আগামী দিনে একটি হর্টিকালচার নার্সারি করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে, জায়গার খোঁজও চলছে জানালেন হাওড়া ফুলমেলা কমিটির সম্পাদক শ্যামল মিত্র

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৩ জানুয়ারি ঃ হাওড়াতেই আগামী দিনে একটি হর্টিকালচার নার্সারি করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এরজন্য জায়গার খোঁজ চলছে। জানালেন ফুলমেলা কমিটির সম্পাদক শ্যামল মিত্র। হাওড়া ফুলমেলা কমিটির তরফ থেকে হর্টিকালচার নার্সারি করার জন্য জায়গার খোঁজ চলছে। জায়গা পাওয়া গেলে এবং নার্সারি করা গেলে হাওড়া ফুলমেলার অধিকাংশ গাছে সেই নার্সারি থেকেই আসবে। হাওড়া ফুলমেলা কমিটির সম্পাদক শ্যামল মিত্র আরও বলেন, এবার চারদিনের এই ফুলমেলায় ১২২ টি নার্সারির গাছ আনা হয়েছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, নদীয়া, কলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের নার্সারি থেকে গাছ এসেছে। কলকাতা পুরসভার হর্টিকালচার নার্সারি থেকেও গাছ এসেছে। কোভিডের জন্য ফুলমেলা কয়েক বছর বন্ধ ছিল। এবছর ভাল ফুল এসেছে ও বেশি ফুল গাছ এসেছে। হর্টিকালচার ও অ্যাসেম্বলিতে যে ফুলমেলা হয় তারাই এখানে ফুল গাছ এনেছেন। তাঁরা বলছেন এই ফুলমেলা সেখানের থেকেও ভালো হয়েছে। এখানে অনেক দুষ্প্রাপ্য ফুল আছে। আছে থাইল্যান্ড অর্কিড। এই মেলায় ফুলের প্রতিযোগিতা হচ্ছে। বিচারকরা ফুল দেখে বিচার করবেন কোন ফুল পুরস্কার পাবে। তিনি বলেন কোন ফুল কতটা আন্তরিকতার সঙ্গে পরিচর্যা করা হয় সেটা বিবেচনা করেন বিচারকরাই। শ্যামলবাবু আরও জানান এই চারদিনের প্রায় লক্ষাধিক মানুষ এই মেলায় আসবেন। এই ফুলমেলা সম্পর্কে রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, এই মেলা একটা অন্যতম আকর্ষণ। প্রচুর মানুষ আসছেন এই মেলায়। বিবেকানন্দের জন্মদিনের শুভ দিনে এই ফুল মেলার উদ্বোধন হয়েছে। এটি হাওড়া শহরের একটা বড় আকর্ষণ। এই মেলা বারো, তেরো, ১৪ ও ১৫ তারিখ অবধি হবে। আছে চারদিন ধরে নানা অনুষ্ঠান। তারমধ্যে আবার তিনি সময় পেলে ফুলমেলায় আসবেন বলে জানান মন্ত্রী। প্রসঙ্গতঃ হাওড়া ফুলমেলা শুরু হয়েছে মধ্য হাওড়ার বিজয়ানন্দ পার্কে। সম্প্রতি এই মেলার শুভ সূচনা করেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য বিশিষ্টরা। উল্লেখ্য, হাওড়া ফুলমেলা - ২০২৩ এর পরিচালনায় রয়েছে হাওড়া বৃক্ষ ও পুষ্প প্রেমী সংগঠন। ১২ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি এই চার দিন মেলা চলবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই ফুলমেলার আয়োজন করা হয়েছে। থাকছে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিদিন সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন

করা হয়েছে। উপস্থিত থাকবেন সোমলতা, দোহার ব্যান্ড সহ গায়ক ও নামী শিল্পীরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী তথা হাওড়া ফুলমেলা কমিটির সভাপতি অরূপ রায় ছাড়াও হাওড়া ফুলমেলা কমিটির সম্পাদক শ্যামল মিত্র উপস্থিত ছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত জগতের দুই বিশিষ্ট শিল্পী স্বপ্না ঘোষাল এবং রঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে ফুলমেলা কমিটির তরফ থেকে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয়। এই মেলায় বিভিন্ন নার্সারি থেকে কয়েক হাজার গাছ স্থান পেয়েছে। রয়েছে নানা দুষ্প্রাপ্য গাছও।

গঙ্গাসাগরে ডুবে গেলে এবার উদ্ধার কাজে দেখা যাবে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত কুকুর লিলি ও রোমিও কে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাসাগর, ১৩ জানুয়ারি ঃ চলছে এবছরের গঙ্গা সাগর মেলা। পুলিশি নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ঘিরে ফেলা হয়েছে মেলা চত্বর। আর এবারের মেলায় বিশেষ আকর্ষণ লিলি ও রোমিও। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দলের তরফে টহল দিচ্ছে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর লিলি ও রোমিও। শনিবার সকাল থেকে গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তির স্নান শুরু হবে। সেদিন দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত শাহী স্নানের যোগ রয়েছে। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী মাহেন্দ্রক্ষণে সমুদ্রে স্নান সারবেন। এত মানুষ এক সঙ্গে জলে নামায় বিপদের ঝুঁকি থাকছেই। তাই পরিস্থিতি সামলাতে নানা ভাবে প্রস্তুতি সেরে রেখেছে প্রশাসন। সেই সূত্রেই এনডিআরএফের কলকাতার সেকেন্ড ব্যাটালিয়নের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর লিলি ও রোমিয়োকেও নামানো হয়েছে কাজে। এনডিআরএফ সূত্রের খবর, ল্যাব্র্যাডর প্রজাতির এই কুকুর দু'টি দীর্ঘক্ষণ সাঁতার কাটতে পারে। এনডিআরএফের তিনটি ব্যাটালিয়নের ৭৫ জন কর্মী এবার সাগর মেলায় বিপর্যয় মোকাবিলায় কাজ করছে। ডুবন্ত পুণ্যার্থীদের উদ্ধারে রিমোট পরিচালিত লাইফ বয়াও কাজে লাগানো হচ্ছে। কেউ বিপদে পড়লে রিমোটের সাহায্যে সৈকত থেকে ১০০ মিটার ভিতরেও 'ইউ' আকৃতির 'লাইফ বয়া' পাঠিয়ে ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধার করা যাবে। এই লাইফ বয়া ঘণ্টায় প্রায় ২০ কিলোমিটার গতিতে উত্তাল ঢেউ কাটিয়েও পৌঁছে যেতে পারবে ডুবন্ত মানুষের কাছে। এনডিআরএফের এক আধিকারিক বলেন, এ বার

গঙ্গাসাগর মেলায় প্রচুর মানুষের ভিড় হচ্ছে। সমুদ্রের জলস্তরও গত কয়েক বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। জোয়ারের সময়েও হঠাৎ প্রচুর জল বেড়ে যাওয়ার কারণে সমস্যা হতে পারে। কেউ সমস্যায় পড়লে তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করতেই এই উদ্যোগ। শুক্রবার সকাল থেকে গঙ্গাসাগরের উপকূলে এনডিআরএফের সদস্যেরা স্পিড বোটে টহল দেন। মহড়া চলে দু'টি কুকুর ও লাইফ বয়া নিয়েও। এ ব্যাপারে জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, জলে নেমে কেউ বিপদে পড়লে তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য।আর এনডিআরএফ এই কাজে কার্যকরী হবে বলে আমরা আশাবাদী। তবে যাতে কোনোরকম বিপদ না ঘটে সেটাই এখন একমাত্র লক্ষ জেলা প্রশাসনের।

উপভোগ্য হতে চলেছে যাত্রা, যাত্রীদের মনোরঞ্জনের জন্য মেট্রোয় বসছে এলইডি টিভি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ নতুন বছরে নয়া উপহার। এবার আরও বেশি উপভোগ্য হতে চলেছে মেট্রো যাত্রা। কর্তৃপক্ষের তরফে দুর্দান্ত সুখবর দেওয়া হল কলকাতার মেট্রো যাত্রীদের। এখন থেকে সফরের সময়ই টিভি দেখতে পারবেন তাঁরা। শুক্রবার মেট্রো রেলের তরফে জানানো হয়, শীঘ্রই মেট্রোর সমস্ত মেঘা এসি রেকে বসতে চলেছে এলইডি স্ক্রিন। যাতে সিনেমা থেকে গান, জনপ্রিয় গেম শো, খবর, গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা-সহ নানা অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন যাত্রীরা। অর্থাৎ টিভির পর্দায় চোখ রেখেই যাত্রীরা পৌঁছে যাবেন গন্তব্যে। দ্রুত যাত্রার সঙ্গে বিনামূল্যে হবে মনোরঞ্জনও। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রতিটি ট্রেনের কোচে দু'টি করে এলইডি বসবে। অর্থাৎ ১৬ টি মেঘা এসি রেকে মোট ৩২ টি এলইডি ইনস্টল করা হবে। আজই ক্রেসান্দা সলিউশনস লিমিটেডের সঙ্গে এই নিয়ে চুক্তি হয়েছে মেট্রোর। মেট্রো রেল ভবনে দুই পক্ষ থেকে সইসাবুদ করা হয়। যাত্রীদের বিনোদনের জন্য এক বছরের চুক্তি হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের আশা, এর ফলে টিকিট বিক্রি ছাড়াও অতিরিক্ত আয়ের মুখ দেখা সম্ভব হবে। তাছাড়া যাত্রীদের মেট্রো যাত্রাও হবে আরও সুখকর। উল্লেখ্য, এতদিন মেট্রো স্টেশনে দাঁড়িয়েই টিভি দেখা যেত। মেট্রোর নির্দিষ্ট চ্যানেলটিতে সিনেমার গান, খেলাধুলার খবর-সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হয়ে থাকে। এবার মেট্রোয় উঠে পড়লেও বিনোদনে ছেদ পড়বে না। ক্রেসান্দা সলিউশনস লিমিটেডের তরফেই প্রতিটি রেকে ৩২ ইঞ্চির এলইডি টিভি ইনস্টল করা হবে। ইতিমধ্যেই যাত্রা শুরু করেছে বহু প্রতীক্ষিত জোকা-তারাতলা মেট্রো। যদিও ঘণ্টাখানেকের ব্যবধানে মেট্রো চলায় সেই রুটে সেভাবে যাত্রীদের ভিড় চোখে পড়ছে না। কিন্তু কবি সুভাষ-দক্ষিণেশ্বর শাখায় প্রতিদিনই থাকে উপচে পড়া ভিড়। তাই এই রুটে এলইডি টিভি বসলে যাত্রীরা খুশি হবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

কলেজের মধ্যে পালিত তৃণমূল নেতার ছেলের আইবুড়ো ভাতের অনুষ্ঠান যা নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা তুঙ্গে

প্রীতম সাধুখাঁ, তারকেশ্বর, ১৩ জানুয়ারি ঃ কলেজে ফেয়ার ওয়েলের অনুষ্ঠান হয় বা নবীন বরণ বা বার্ষিক অনুষ্ঠান ছাড়াও মনিষীদের জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। কিন্তু কখনো কি দেখেছেন কলেজের মধ্যে কোনো স্টাফের আইবুড়ো ভাত খাওয়ানোর অনুষ্ঠান হতে? হ্যাঁ হয়, যদি সেটা কোনো তৃণমূল নেতা বা নেতার ছেলে হয়। কলেজের মধ্যেই হচ্ছে আইবুড়ো ভাত খাওয়ানোর অনুষ্ঠান, দিন দুয়েক হলো এরকমই একটি

ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে যা নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা একবারে তুঙ্গে। ভাত সব্জির পাশপাশি মাছ, মাংস, দই, মিষ্টি দিয়ে পরিপাটি করে সাজানো খাবারের থালা একবারে এলাহী আয়োজন করা হয় ওই অনুষ্ঠানে। ভিডিও সত্যতা যাচাই করা না গেলেও যেটা জানা যাচ্ছে ভিডিও টি তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজের। এবং যাকে আইবুড়ো ভাত খাওয়ানো হচ্ছে তিনি আর কেউ নন তারকেশ্বর পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা পৌরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার স্বপন সামন্তর ছেলে অর্ণব সামন্ত যিনি তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজে ল্যাব এটেনডেন্ট পদে কর্মরত। অনেকেই বলছেন তৃণমূল নেতা বা নেতা ঘনিষ্ট হলে এ সবই সম্ভব। যদিও এই নিয়ে তীব্র বিদ্রুপ করেছে বিজেপি। এই বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ দিয়েছেন আজব সাফাই। ভিডিও তে কলেজের অধ্যক্ষ কে দেখা গেলেও অধ্যক্ষ অমল কান্ত হাটি জানান কলেজের ক্যান্টিনে একটি অনুষ্ঠান করা হয়েছিল, কলেজ স্টাফ অর্ণব সামন্ত তার বন্ধুদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান করে। তবে কলেজের মধ্যে এই অনুষ্ঠান কেন ? অধ্যক্ষ জানান কলেজের মধ্যে হলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ কোন টাকা পয়সা খরচ করে এই অনুষ্ঠান করেনি। যদিও এবিষয়ে কলেজ স্টাফ অর্ণব সামন্তর কাছে জানতে চাওয়া হলে ক্যামেরার মুখোমুখি হতে অস্বীকার করেন তিনি। অন্যদিকে এই বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সদস্য গণেশ চক্রবর্তী বলেন তৃণমূল নেতার ছেলে বলেই এটা সম্ভব।কলেজ অধ্যক্ষ এবং অর্ণব সামন্তর বিরুদ্ধে পুলিশের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যেখানে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরণের অনুষ্ঠান করা হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে তারকেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক রামেন্দু সিংরায় জানায় ভিডিও টি আমি দেখিনি তবে এই ধরণের অনুষ্ঠান যদি হয়ে থাকে সেটা ভুল। দলের তরফ থেকে ভুল স্বীকার করছি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরকম হওয়া উচিত না।

ত্রিপুরায় অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে দশজন বাংলাদেশী যুবক ধৃত

ত্রিপুরা, ১৩ জানুয়ারি ঃ ত্রিপুরায় অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে দশজন বাংলাদেশী যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাসে চেপে যাওয়ার সময় টিকিট নিয়ে বাসের সহকারীর সাথে তাঁদের বিকবিতণ্ডায় সন্দেহ হয় যাত্রীদের। তখনই তাঁদের আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে যাত্রীবাহী বাসে চেপে সিপাহিজলা থেকে ডম্বুরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন ১০ জন বাংলাদেশী। কিন্তু বাসের সহকারীর সাথে ভাড়া নিয়ে তাঁদের বাকবিতন্ডা শুরু হলে অন্য যাত্রীদের সন্দেহ হয়। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীরা বিশ্রামগঞ্জ থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে গিয়ে ওই দশজন বাংলাদেশী যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশী জেরায় তাঁরা অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২ জন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ রাজ্যবাসীর জন্য স্বস্তির খবর। রাজ্য জুড়ে অনেকটাই কমল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা । গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২ জন । শুক্রবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে । স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২ জন । যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ২১,১৮,৬৮০ । করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে রাজ্যে নতুন করে কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি । যার জেরে রাজ্যে মৃতের সংখ্যা ২১,৫৩২ তেই থমকে আছে। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৬ । ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ২০,৯৭,০৯৬ । ফলে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.৯৮ শতাংশ । একদিনে করোনা পরীক্ষা হযেছে ২,২৬৫ জনের । যার জেরে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে ২৬,৯৯৩,০১৭ জন ।

রাতের অন্ধকারে ভাতারে শতাধিক চারাগাছ নষ্ট করল দুস্কৃতিরা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৩ জানুয়ারি ঃ রাতের অন্ধকারে শতাধিক চারাগাছ কেটে নষ্ট করে দিল অজ্ঞাত পরিচয় দুস্কৃতিরা। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার বলগোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাটাকুলে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গেছে ওই গ্রামের বাসিন্দা অসীম মন্ডল বর্তমান সরকারের গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান, বৃক্ষ-পাট্টা প্রকল্প, সবুজ উন্নয়ন এই সমস্ত প্রকল্পে উজ্জীবিত হয়ে তার দু কাটা জায়গার উপর শতাধিক বিভিন্ন প্রজাতির চারাগাছ লাগিয়েছিলেন। দিনরাত পরিশ্রম করে গাছগুলিকে সুন্দরভাবে তৈরিও করছিলেন। কাজগুলির প্রতি তার দারুন ভালোবাসার জন্মে গেছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতের অন্ধকারে সেই সমস্ত গাছ অজানা কারনে নষ্ট করে দিয়েছে অজ্ঞাত পরিচয় দুস্কৃতিরা। অসীমবাবু এই বিষয়ে শুক্রবার ভাতার থানা ও ব্লক আধিকারিক কে লিখিতভাবে অভিযোগ করেছেন। এই ঘটনায় ভাতারের ভাঁটাফুল গ্রামে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ভাতার থানার পুলিশ জানিয়েছে লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। কারা এবং কেন এই চারাগাছগুলি নষ্ট করল তা তদন্ত শুরু হয়েছে।

বাঁকুড়ায় বিজেপির সভা থেকে সুখেন অলোকদের আক্রমণ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৩ জানুয়ারি ঃ একুশে দু'শো পারের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তা বলে ভেঙে পড়েনি বঙ্গ বিজেপি। বরং পূর্ণ উদ্যমেই তেইশের পঞ্চায়েত ভোটে ঝাঁপিয়ে পড়া হবে। শুক্রবার বাঁকুড়ার বড়জোড়ার সভা থেকেই সেই বার্তায় স্পষ্ট করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জানিয়ে দিলেন, ''এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ডু অর ডাই লড়াই।'' শুভেন্দু বলেন, ''এটা চোরেদের সরকার। এদের বিরুদ্ধে লড়তে হলে সাহস নিয়ে লড়তে হবে। সকলকে একত্রিত হতে হবে এই চোরেদের বিরুদ্ধে।'' একুশের বাংলা দখলের স্বপ্ন পূরণ না হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে কর্মীদের উদ্দেশ্যে শুভেন্দুকে বলতে শোনা যায়, ''এবারে আমি আপনাদের কথা দিতে পারি, নমিনেশন ফাইল করাব। বুথ আপনারা রেডি করে দেবেন তো?'' কর্মীরা সমস্বরে সম্মতি বলেন। এরপরই বুথ গুলোকে দুর্গ বানানোর পরামর্শ দিয়ে বলেন, ''যদি চটি পরা পুলিশ গিয়ে বুথ দখলের চেষ্টা করে, তাহলে ধরবেন আর পুকুরে ব্যালট বাক্সগুলোকে ফেলে দেবেন। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার, ডু অর ডাই এর লড়াই।'' শুক্রবার বিকেলে বাঁকুড়ার বড়জোড়া ফুটবল মাঠে বিজেপির জনসভায় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ওই মঞ্চ থেকে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক থেকে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুখেন বিদকে এক হাত নেন শুভেন্দু। অভিযোগ করেন, ''এখানে সুখেন বিদরা ভাইপোর হয়ে তোলা তুলেছে।'' পাশাপাশি বড়জজোড়ার বিধায়ক অলক মুখার্জির মাধ্যমেও টাকা যাচ্ছে রাজ্যে বলে অভিযোগ তোলেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়েও শাসক দলকে এদিন বিঁধেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ''প্রকৃত উপভোক্তারা বাড়ি পায়নি। দোতলা তিনতলা বাড়ির মালিকদের সুযোগ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী সপ্তাহে এ বিরুদ্ধে আণরা জনস্বার্থ মামলা করব।''

৯ জন বিচারপতি নিয়োগ রাজস্থান হাইকোর্টে, বিজ্ঞপ্তি আইন ও বিচার মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার আইন ও বিচার মন্ত্রক রাজস্থান হাইকোর্টে নয়জন বিচারক নিয়োগ করেছে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। আইন ও বিচার মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল গণেশ রাম মীনা এবং জয়পুরের অ্যাডভোকেট অনিল কুমার উপমান এবং যোধপুরের নূপুর ভাটি বিচারকদের মধ্যে রয়েছেন। রাজেন্দ্র প্রকাশ সোনি, অশোক কুমার জৈন, যোগেন্দ্র কুমার পুরোহিত, ভুবন গয়াল, প্রবীর ভাটনগর এবং আশুতোষ কুমার সহ বিচার বিভাগীয় কর্তাদের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে হাইকোর্টের বিচারক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু টুইটারে ঘোষণা করেছেন, বম্বে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি অভয় আহুজার মেয়াদ বাড়ানোর হয়েছে। রিজিজু টুইট করে রাজস্থান হাইকোর্ট বিচারপতিদের সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৪৫ সংখ্যা, শনিবার, ২৯ পৌষ, ১৪২৯

বিদেশে নীতিতে আর রাখঢাক নয়

বিদেশ নীতিতে ভারত আর রাখঢাক রাখছে না। অস্ট্রেয়া সফর করে সেটা প্রমাণ করে দিলেন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। তিনি এবারে সরাসরি বলতে শুরু করেছেন অসময়ে ভারতের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না ইউরোপ গোষ্ঠী। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে ইউরোপ গোষ্ঠী বেশির ভাগ সময়ে পাকিস্তানের হাত ধরে ভারতকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এই রকম যখন পরিস্থিতি তখন ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রাশিয়া। রাশিয়াকে ইউরোপের গোষ্ঠীরা ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটা পারছে না বলে রাগ হচ্ছে ইউরোপ গোষ্ঠীর বলে মনে করছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন রাশিয়ার ক্ষমতায় তিনি যতদিন থাকবেন ততদিন কিন্তু ইউরোপ গোষ্ঠী বা আমেরিকা কোনও খবরদারি করা সহ্য করা হবে না। রাশিয়া এখনই ইউক্রেন নীতি থেকে সরছে না। নেটো তার নীতি প্রত্যাহা করলেই তবেই রাশিয়া তার নীতির পরিবর্তন করার কথা ভাবতে পারে। রাশিয়া পাশে আছে বলে চিন ভারতের দিকে তাক করে কোনও গর্জন তর্জন করতে পারছে না। তার ওপরে চিন দেশ বেশ কোনঠাসা করোনা সংক্রমণ আবার বৃদ্ধি পাওযাতে। এতে চিন খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েছে। বিশ্বের যখন এই রকম রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন ভারত জি-২০ সভাপতির দাযিত্ব পেয়েছে। ভারত থেকে বলা হয়েছে জি-২০ সম্মেলনের মঞ্চ থেকে বিশ্ব শান্তি বার্তা দেওয়া হবে। এবং বিশ্বের যুদ্ধে পরিবেশকে একেবারে দূর করার প্রচেষ্টা করা হবে। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ভারতের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে যাতে করে ইউক্রেন রাশিযা যুদ্ধ বন্ধ করা যেতে পারে। ভারত সে ব্যাপারে পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে তারা যুদ্ধ সময নয এখন স্পষ্ট করে রাশিয়াকে বার্তা দিলেও রাশিয়ার তার কূটনীতির কোনও পরিবর্তন করতে চাইছে না। যুদ্ধ বন্ধ করতে আমেরিকার মতো শক্তিধর রাষ্ট্রে সক্রিয় হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে বড় ভূমিকা পালন করা উচিত। এদিকে ভারতের কূটনীতিতে সুফল সাফল্য দেখাতে পারছে বিদেশ মন্ত্রক। ফলে ভারত এখন খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে। মোদি সরকার যেভাবে কূটনীতিতে সাফল্য লাভ হতে শুরু করে দিয়েছে সেটা পাকিস্তানের পক্ষে মারাত্মক। তাই এখন থেকেই পাক সরকার সতর্কভাবে পা ফেলছে। তারা এখন আর ভারতকে চটাতে চাইছে না। যদিও পাকিস্তান কাশ্মীর নীতি থেকে সরছে না। ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাটা খুবই জরুরী। কারণ পাকিস্তানের কাছ থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীর অধিকার করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আর সেখানে জল ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে পাক সরকার বিশেষ করে পাকিস্তানের আইএসআই গুপ্তচর সংস্থা। তারাই চিনকে পেছন থেকে উস্কে ভারতের বিরদ্ধে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ভারতের সীমান্ত এলাকায় শান্তি তৈরি করার মূল হোতা হচ্ছে পাক গুপ্তচর সংস্থা। লাদাখে চিনের হামলার পিছনে পাক উস্কানি ছায়া দেখতে পাচ্ছে ভারত সরকার। ভারতের কাছে পাকিস্তান এখন চিনের থেকেও বড় শত্রু। আগে পাকিস্তান আমেরিকার তাবেদারি করতো। পাকিস্তানের জঙ্গি শিবির ভেঙে দেওয়ার পরই ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করে নেবে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে কেন্দ্রীয় সরকার সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে কাশ্মীরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ভারত দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে আগ্রহী। কাশ্মীর এবং লাদাখকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হল। ফলে কাশ্মীর নিয়ে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করছিল তারা খুব মুশকিলে পড়ে গেল। কাশ্মীর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হওয়াতে পাকিস্তানের বিদেশ নীতি একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। এখন আর কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান কোনও কথা বলতে পারে না। আমেরিকাও এখন পাকিস্তানের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে ফেলেছে। ফলে পাকিস্তানের চিন ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। আফগানদের ভারতের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত পাকিস্তান। আফগানিস্তানের তালিবান সরকার বলেছিল পাকিস্তান হচ্ছে তাদের দ্বিতীয় ঘর। তার ফলে আজকে আফগানের তালিবানদের পাক আফগান সীমান্ত দখল করে নিয়েছে। সেখানে পাক প্রশাসন কোনও রকমভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। এ ব্যপারে আমেরিকার সহযোগিতা চায় পাকিস্তান। যদিও পাকিস্তান জানে যে আমেরিকা তাদেরকে এখন আর বিশ্বাস করে না। পাকিস্তানকে জঙ্গি মদতপুষ্ট রাষ্ট্র বলে আমেরিকা গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। আবার প্রয়োজনে আমেরিকা পাকিস্তানকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। সন্ত্রাসবাদীদের মদতপুষ্ট রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত হওয়ার পথে পাকিস্তান। পাকিস্তান এখনও জঙ্গি দমন করতে পারেনি। পাকিস্তানে নামেই গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু সেখানে সেনারা দেশ পরিচালনা করে থাকে। সেনা প্রধানরা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হন। ইমরান খানকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারত বন্দনা। পাকিস্তানের রাষ্ট্র প্রধানদের ভারত বিরোধী হতে হবে। না হলে তাঁর গদি চলে যাবে। সেটাই দেখতে পাওয়া গেল ইমরান খানের বেলায়। ইমরান যেই ভারত বন্দনা করতে শুরু করে দিয়েছে এমনি সেনারা তাঁর গদি কেড়ে নেওয়ার জন্য তৎপর হল। এর আগে নওয়াজ শরিফের গদি কেড়ে নিয়েছিল পাক সেনারা। পাকিস্তানের গুপ্তরচর সংস্থা আইএসআই একই পথ ধরে হাঁটে। তারাও ভারত বিরোধী গোয়েন্দা। পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইরা পাক প্রশাসনকে পরিচালনা করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির কূটনীতিতে পাকিস্তান বেশ বিপাকে। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ সরিফের সঙ্গে কূটনীতি সম্পর্ককে ভালো করতে গিয়ে পাক নেতারা তাকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। যেভাবে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ সরিফের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করছিলেন সেটা পাকিস্তান কূটনীতিকরা ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ সরিফ বেশি দিন আর প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারেননি। সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ইমরান খান।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

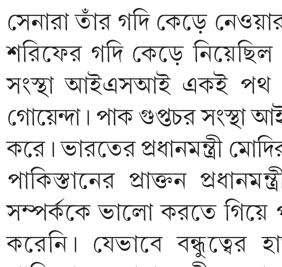

কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও। সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে নচেৎ অমানুষ সেই সন্তান।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, মানব সেবা করতে হবে। তবেই তন্ত্র সন্ন্যাস ধর্ম সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব। তিনি বলেছেন, পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। কালী বা মা তারা স্বয়ং সেই অসীম শক্তি অধিকারিনী। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। মাতৃ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হতে পারেন তিনি। মায়ের শক্তি হচ্ছে অভয় শক্তি। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে।

গঙ্গা সাগর সাজতে শুরু করে দিয়েছে মকর সংক্রান্তির পুণ্য স্নানের জন্য

ভারতীয় মহাকাব্য এবং পুরাণ গ্রন্থে গঙ্গা সাগর

রবীন্দ্রকুমার শীল

গঙ্গা সাগর সাজতে শুরু করে দিয়েছে মকর সংক্রান্তির পুণ্য স্নানের জন্য। সারা ভারতবর্ষের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই সময়ে গঙ্গা সাগরে এসে উপস্থিত হয়। তাঁরা বছরে একবার মকর সংক্রান্তির দিন পুণ্য স্থান সেরে কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দিয়ে ঘরে ফিরে যান। প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়ে থাকে। গঙ্গা সাগরের মেলা যাতে নির্বিঘ্নে হতে পারে তার জন্য প্রশাসন যথেষ্ট সতর্ক এবং যত্নবান হয়। আসলে ভারতবর্ষ দেশটা হচ্ছে আধ্যাত্মিকবাদের দেশ। আধ্যাত্মবাদকে নিয়ে এখানে চর্চা বেশি হয়ে থাকে। সেই কারণে এই ভারতে যেমন গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটেছে। আবার মহাবীরের আবির্ভাব ঘচে। গুরু নামক এই ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণ পুরুষ এই ভারতের জন্ম গ্রহণ করেন। আবার ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবক্তা রাজা রামমোহন রায় এই ভারতের জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ এই ভারতের আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং গঙ্গা সাগর মেলা হচ্ছে একটি ধর্মীয় মেলা। সেই মেলায় অংশ গ্রহণ করতে সারা ভারতের মানুষ এসে উপস্থিত হয়। আবহাওয়া প্রতিকূল থাকলে তাকে অতিক্রম করে গঙ্গা সাগর সঙ্গম শতলে এসে উপস্থিত হয়ে থাকে সর্ব ধর্মের মানুষেরা। বহু শিখসহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এসে উপস্থিত হন। তারা হিন্দু ধর্মের আচারের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে থাকে। গঙ্গার সঙ্গে ভারতের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সেই নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল আর্যদের আগমনের পর থেকে। তাদের সাহিত্যে এবং শাস্ত্রীয় গ্রন্থে গঙ্গার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গা জল এত মিষ্ট যা পান করলে শরীর একেবারে শীতলে পরিণত হতে পারে। আবার মাথায় গঙ্গার জল দিলে মাথাকে ঠাণ্ডা করে। সেই কারণে আমরা ভারতীয় পুরানে দেখতে পাই অশান্ত শিব গঙ্গাকে মাথায় রেখে দিয়ে শান্ত হয়ে রয়েছেন। শিব গঙ্গাকে ধারন করেছেন। তিনি গঙ্গার ধারক এবং বাহক। দেবাদেবীশ্বর শিব। গঙ্গার কতকখানি ভারতবাসীদের কাছে আপন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভূপেন হাজারিকার একটি গান থেকে। সেই গানটির কথা হচ্ছে- 'গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা'। মানুষের মস্তকে একেবারে নদী মাতৃক করে তোলে।

ভারতবর্ষ হচ্ছে ধর্মের দেশ। আবার ভারতবর্ষ হচ্ছে নদীমাতৃক দেশ। ভারতের বহু নদী প্রবাহিত। গঙ্গা নদীর ওপরে ভারতবাসীরা জীবন জীবিকা নির্ভর করে। গঙ্গা নদী হচ্ছে ভারতের প্রাণ এবং বলা যেতে পারে অন্নদাতা। গঙ্গা নদী আছে বলেই পদ্মা প্রবাহিত। আবার সরস্বতী নদী, কংসাবতী নদী থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যে যেসব নদ নদী রয়েছে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গঙ্গা নদীর সঙ্গে যোগ রয়েছে। গঙ্গা নদীর জল কোনও দিনই শুকায় না। সেই কারণে এই নদীর জল সব সময়ে স্রোতময়ী। গঙ্গা ভারতে কীভাবে এসে উপস্থিত হয়েছিল তা নিয়ে একটি পুরাণ কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। ভারতের প্রতিটি ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি পুরাণ কাহিনী রয়েছে। হিমালয়কে কেন্দ্র করে পুরাণ কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। ভারতের পুরানে তিব্বতে অবস্থিত কৈলাশ এবং মানব সরোবরের কাহিনীও উল্লেখিত। ভারতের দেবদেবীদের নিয়ে পুরাণ কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। গঙ্গার জলকে পূত পবিত্র বলা হয়ে থাকে। তার কারণ হচ্ছে পূরাণ কাহিনী। পুরাণে রয়েছে যে অযোধ্যার রাজা রামের পূর্ব পুরুষ ৯৯ বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করে সফল হয়েছিলেন। প্রতিবার যজ্ঞের ঘোড়াকে পৃথিবীর চারপাশে পাঠিয়ে ছিলেন। সে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যে ফিরে এসেছিল। এবারে সাগর রাজা এক হাজার তম যজ্ঞ করার আয়োজন করলেন। যজ্ঞ করে তিনি ঘোড়াকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পাঠালেন। কিন্তু ইন্দ্র যজ্ঞের ঘোড়াকে লুকিয়ে রাখলেন কপিল মুনির কাছে। তখন কপিল মুনি ধ্যান করছিলেন। তিনি ধ্যানস্থ ছিলেন। তিনি ঘোড়ার ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। ঘোড়া ফিরে আসছে না দেখে সাগর রাজা যজ্ঞের ঘোড়ার সন্ধান করতে তাঁর হাজার পুত্রকে পাঠালেন। তারা সর্বত্র ঘুরে ঘোড়া খুঁজতে শুরু করে দিল। কোথাও ঘোড়াতে দেখ তে পাচ্ছিল না। অবশেষে তারা কপিল মুনির আশ্রমে এসে যজ্ঞের ঘোড়াতে দেখতে পেল। রাগে রাজপুত্ররা কপিল মুনিকে ঘোড়া চোর বলে কুকথা বলতে শুরু করে। ঋষি যখন চোখ খুললেন তখন তাঁর চোখের আলোতে ভস্ম হয়ে গেল সাগর রাজার পুত্ররা। সাগর রাজা কুপিল মুনির কাছে হাত জোর করে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। তিনি বলেছিলেন, তাঁর পুত্ররা একেবারে নির্দোষ। তারা জানতে পারেনি আপনি ঘোড়া ধরেননি। কিন্তু তারা অপনাকে অপমানিত করে অন্যায় করেছে। আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদেরকে ভস্ম থেকে উদ্ধার করুন। কপিল মুনি তখন উপদেশ দিয়েছিলেন গঙ্গাকে এই ধরনীতে নিয়ে আসতে পারতেই তবে সাগর রাজার পুত্ররা উদ্ধার পাবে। গঙ্গার জলের স্পর্শ পেলে তারা

জীবন ফিরে পাবে। ভস্মের ওপরে গঙ্গার জল ছিটিয়ে দিলেই তারা জীবন ফিরে পাবে। কিন্তু গঙ্গাকে আনবে কে? কার সেই রকমঅং শক্তি রয়েছে? গঙ্গা এই ধরনীতে নিয়ে আসলে প্রবল স্রোত শুরু হবে। তার স্রোতে সবার জীবন বিপন্ন হতেপারে। তারপরে রাজা ভগীরথ রাজ্য ত্যাগ করে এক হাজার বছর ধরে ধ্যান করেছিলেন। কঠোর তপস্যার ফলে গঙ্গা ধরনীতে উপস্থিত হওয়ার বাসনা করলেন। ব্রহ্মা ভগীরথের ইচ্ছা পূরণ করলেন। তারপরে গঙ্গাকে ধারন করতে শিবের দ্বারস্থ হলেন গঙ্গার শক্তিশালী প্রবাহকে ধারন করার অনুরোধ নিয়ে। শিব তাতে রাজি হলেন। শিবের তপস্যা করতে শুরু করেছিলেন ভগীরথ। শিবকে সন্তুষ্ট করে তিনি তাকে রাজি করান। শিব তাঁর মাথার চুলের জটের মধ্যে গঙ্গাকে ধারন করে প্রবাহকে রুখে দিয়েছিলেন। তার ফলে গঙ্গা একেবারে শান্ত হয়ে সমতল ভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন এবং সাগর সাগর এক হাজার পুত্র জীবন ফিরে পেল।

রামায়নে গঙ্গার কথা উল্লেখ রয়েছে। গঙ্গার শোভা দেখে রামের স্ত্রী সীতা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে সীতা যখন বনবাসে ছিলেন তখনও সীতা গঙ্গার শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে জীবনের দুঃখের কথা ভুলে থাকতেন। তিনি গঙ্গাকে মা বলে ভাবতেন। তিনি মনে করতেন গঙ্গা সবার মায়ের রূপ ধারন করে এই ধরনীতে প্রবাহিত হচ্ছেন। মহাভারতে গঙ্গা পুত্র ভীষ্মের কথার উল্লেখ পাই। ভীষ্ম ছিলেন গঙ্গার পুত্র। তিনি গঙ্গা পুত্র বলেই খ্যাতি লাভ করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন হস্তিনাপুরকে রক্ষা করতে আজীবন অবিবাহিত থাকবেন। তিনি জীবন থাকতে হস্তিনাপুরের সিংহাসনকে রক্ষা করবেন। তবে উপযুক্ত রাজার হাতে তিনি হস্তিনাপুর দিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন। গঙ্গাকে নিয়ে বহু ইতিহাস রয়েছে। গঙ্গা হচ্ছে ভারতবাসীদের কাছে পূতপবিত্র জল। গঙ্গার জল না পেলে কেউ শুদ্ধ হয় না। যজ্ঞ থেকে শুরু করে ভারতের দেব দেবীর পুজায় গঙ্গার জল অতি অবশ্যই প্রয়োজন। গঙ্গার জল ছাড়া দেব দেবীর পুজা একেবারে অসমাপ্ত হয়ে থাকে। সেই কারণে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে সব দেব দেবীর পুজো হয়ে থাকে সেখানে গঙ্গার জল অতি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। গঙ্গার জল না হলে কিন্তু পুজো করা যায় না। ভারতের দুটি মেলা খুবই বিখ্যাত। এই দুটি মেলা হল কুম্ভ মেলা এবং তারপরে রয়েছে গঙ্গা সাগর মেলা। কুম্ভ মেলা বসে উত্তর ভারতে। উত্তর ভারতের প্রয়াগ বা এলাহাবাদে এই কুম্ভ মেলা বসতে দেখা যায়। আবার গঙ্গা সাগর মেলা প্রতি বছরই একবার করে গঙ্গা সাগর মিলন স্থলে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মকর সংক্রান্তির দিন গঙ্গা সাগরে পূণ্য স্নান হয়ে থাকে। সেই কারণে বলা হয়ে থাকে ভারতের দুটি জাতীয় মেলা একটি হচ্ছে কুম্ভ মেলা এবং আর একটি হচ্ছে গঙ্গা সাগর মেলা। তবে কবে থেকে এই মেলা শুরু হয়েছিল তা অবশ্যই জানা যায় না। তবে অনুমান করা হচ্ছে যে হিন্দু ধর্মের আগমনের শুরু থেকেই এই কুম্ভ মেলা এবং গঙ্গাসাগর মেলার সূচনা। তখন ছিল ভারতে মুনি ঋষিদের যুগ। তখন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার ভার এই সব মুনি ঋষিরা গ্রহণ করেছিলেন। তারা রাজার সন্তানদের শিক্ষিত করার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করতে থাকেন। কীভাবে রাজসভা পরিচালনা করতে হবে এবং প্রজা পালন করতে হবে তার শিক্ষা দান করতেন এই মুনি ঋষিরা। তার পরে রয়েছে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা এবং ধ্যান করা। ধ্যান করে ঈশ্বরের সাধনা করতেন মুনি ঋষিরা। তারা ধ্যানের মধ্যে দিয়ে দেবশক্তি অর্জন করতেন। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রকৃতি পুজো করতেন এবং যজ্ঞ করে উপাস্য দেব দেবীকে সন্তুষ্ট করতেন। সেই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল কুম্ভ মেলা এবং সাগর মেলা। আবার বলা হয়ে থাকে যে গঙ্গা হচ্ছে একজন নারী। সাগর হচ্ছে একজন পুরুষ। গঙ্গা নারী হওয়ার ফলে আর সাগর পুরুষ হওয়ার ফলে তারা মিলিত হয়ে থাকে প্রাকৃতিক নিয়মে। এটা কিন্তু একেবারে প্রাকৃতিক মিলন বলা যেতে পারে।

সাগরের সঙ্গে গঙ্গা মিলিত না হলে একটি সময়ে গঙ্গা একেবারে শুকিয়ে যেত। কিন্তু কে বা কারা গঙ্গার সঙ্গে সাগরের মিলন ঘটালেন তার কোনও সূত্র পাওয়া আজও সম্ভব হয়নি। তবে পুরাণ এই মিলনকে সমর্থন দিয়েছে। তারা বলেছে ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গা সাগরের মিলন ঘটান। নাহলে গঙ্গা চিরকালের জন্য হারিয়ে যেত। ভারতীয় সভ্যতার গঙ্গার অসীম দান রয়েছে। ভারতীয় সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে গঙ্গার যুক্ত রয়েছে। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সভ্যতা অগ্রসর হতে শুরু করেছে গঙ্গা তার অন্যতম সাক্ষী বলা যেতে পারে। সেই কারণে গঙ্গা হচ্ছে ভারতবাসীদের কাছে ঈশ্বর স্বরূপ। গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করার জন্য গঙ্গারতি এবং গঙ্গা পুজোর আয়োজন হয়ে থাকে। আজও বেনারস থেকে শুরু করে হরিদ্বার সন্ধারতির আয়োজন রয়েছে। তবে এখন কলকাতার গঙ্গার ঘাটে শুরু হয়েছে গঙ্গারতির ব্যবস্থা। গঙ্গা পুজোর রীতি রয়েছে। রামায়ণে রাবন রামের দুর্গা পুজোর পুরোহিত ছিলেন। রাবণ জানতেন রাম তাকে হত্যা করতে এসেছে। তিনি দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছেন তাকে হত্যা করতে। কিন্তু তবুও রাবণ দুর্গা পুজো করতে একবার না করেন নি। রাম তাকে পুজোর করার জন্য আবেদন পাঠিয়ে ছিলেন। রাবণ তা গ্রহণ করেন এবং রামের দুর্গা পুজো নিষ্ঠার সঙ্গে করেছিলেন। সেই পুজো করা হয়েছিল গঙ্গার জল নিয়ে। তপোবনের পাশ দিয়ে গঙ্গার পবিত্র জল বইতে ছিল। সেই জল নিয়ে এসে রাবণ দুর্গা পুজো সমাপ্ত করেছিলেন। তারপরে আমরা জানি যে রাবণকে হত্যা করেছিলেন রামচন্দ্র। সুতরাং হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে গঙ্গা একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। গঙ্গাকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ একেবারে অসম্ভব সেটা পরিস্কার। সেই কারণে বারবার আওয়াজ উঠতে শুরু করে দিয়েছে যে গঙ্গা সাগর মেলাকে জাতীয় মেলায় পরিণত করতে হবে। গঙ্গা সাগরে যেতে গেলে এখনও মুড়ি গঙ্গা পার হয়ে হয়। সেই কারণে বর্তমান প্রশাসন থেকে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে যে আগামি দিনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে মুড়ি গঙ্গার ওপরে সেতু নির্মাণ করার। সেই সেতু নির্মাণ করতে প্রায় কোটির টাকার মতো খরচ রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কেন্দ্র রাজ্য সরকার উভয় মিলে সেতু নির্মাণের ব্যয়ভার গ্রহণ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সাগরের সঙ্গে গঙ্গা মিলিত না হলে একটি সময়ে গঙ্গা একেবারে শুকিয়ে যেত। কিন্তু কে বা কারা গঙ্গার সঙ্গে সাগরের মিলন ঘটালেন তার কোনও সূত্র পাওয়া আজও সম্ভব হয়নি।

ইউক্রেনকে অস্ত্র সাহায্য পাঠিয়ে যুদ্ধ জিইয়ে রাখছে পশ্চিমি দুনিয়া

আমরা তো 'কার্যত' ন্যাটোর সদস্যই ঃ ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

১৩ জানুয়ারি ঃ ইউক্রেন কার্যত ন্যাটোর সদস্য হয়েছে, সেদেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওলেক্সি রেজনিকোভ সেই রকমই জানালেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করে বলেছেন, তাঁদের দেশের সেনার কাছে যথেষ্ট অস্ত্র মজুত আছে। কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে সেই অস্ত্র ব্যবহার করা হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও রয়েছে। ন্যাটো সদস্য দেশগুলির চেয়ে কোনও অংশে কম নয় ইউক্রেন, সেই কথা মাথায় রেখেই এহেন মন্তব্য সেদেশের বিদেশমন্ত্রীর। প্রসঙ্গত, প্রায় এক বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হল, ন্যাটোর সদস্যপদ পেতে ইউক্রেনের আগ্রহ। প্রতিবেশী দেশ ন্যাটোর সদস্য হলে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে বলে মনে করেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। প্রসঙ্গত, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই পশ্চিমি দুনিয়ার একাধিক দেশ ইউক্রেনকে সাহায্য করেছে। যুদ্ধাস্ত্র থেকে শুরু করে ত্রাণ, সমস্ত দিক থেকেই ইউক্রেনের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আমেরিকাসহ একাধিক দেশ। তারপরেই রাশিয়ার দাবি ছিল, বকলমে ন্যাটোর সঙ্গেই লড়তে হচ্ছে তাদের। পুতিনের দেশের মতে, রুশ সেনার সামরিক অভিযানকে আগ্রাসন বলে দাগিয়ে দিচ্ছে আমেরিকা। কিন্তু সেই যুদ্ধে ইউক্রেনকে অস্ত্র সাহায্য পাঠিয়ে যুদ্ধ জিইয়ে রাখছে পশ্চিমি দুনিয়া। ন্যাটোর শক্তির সঙ্গেই লড়তে হচ্ছে রাশিয়া। একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওলেক্সি রেজনিকোভ। সেখানেই জানিয়েছেন, শীতকাল শেষ হতেই ফের নয়া উদ্যমে যুদ্ধ শুরু করবে দুই পক্ষই। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর অনুমান, আগের তুলনায় এবার যুদ্ধের ভয়াবহতা আরও বাড়বে। সেই সঙ্গে বলেছেন, দেশ হিসাবে, দেশের সেনাবাহিনী হিসাবে আমরা ন্যাটোর সদস্য। কার্যত আমরা ন্যাটোর সদস্য হয়েই গিয়েছি। হ্যাঁ খাতায় কলমে সদস্যপদ পাইনি ঠিকই। তবে আমাদের পূর্ণশক্তির সেনাবাহিনী রয়েছে, এবং সঠিক

সময়ে তার ব্যবহারও করতে পারি। ন্যাটোর সদস্য দেশগুলির চেয়ে কোনও অংশে কম নই আমরা। এহেন মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি হতে পারে, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। বরং কিছুদিনের মধ্যেই নিয়মমাফিক ন্যাটোর সদস্যপদ পেয়ে যাবেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর। সাক্ষাৎকারের মধ্যেই তিনি বলেছেন, আমার কথায় বিতর্ক হবে কেন? এটাই তো সত্যি। আমি জানি অদূর ভবিষ্যতে আইন মেনে আমরা ন্যাটোর সদস্যপদ পাব। এহেন মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পরে অবশ্য রাশিয়ার তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। তবে ইউক্রেনের একাধিক অঞ্চলে হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে পুতিনের সেনাবাহিনী। ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের পরে ন্যাটোর অবস্থানে কোনও পরিবর্তন হবে কিনা, সেদিকেই তাকিয়ে ওয়াকিবহাল মহল। পুতিন সরাসরি না বললেও জানা গিয়েছে, তাঁর ঘনিষ্টদের তিনি বলেছেন, ইউক্রেন ন্যাটোর সদস্য হলেও তাদের কিছু যাবে আসবে না। এদিকে ইউক্রেনে জার্মান বিদেশমন্ত্রী অ্যানালিনা বেয়ারবোকের আকস্মিক সফরের পরই খারকভে ভয়ংকর হামলা করে রুশ বাহিনী। ইউক্রেনের শীর্ষ কূটনীতিক দিমেত্রো কুলেবা বলেছেন, জার্মানির মন্ত্রী এখানে এলেও যে ট্যাঙ্ক তাঁদের থেকে চাওয়া হয়েছিল তা মেলেনি। আর এর ফলে প্রাণ যাচ্ছে সাধারণ মানুষের। এগারো মাসে পা দিয়েছে ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ। অর্থডক্স ক্রিসমাস উপলক্ষে সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তবে তা ঝড়ের পূর্বাভাস বলেই ধারণা করা হয়েছিল। আর সেই ধারণা যে একেবারে সঠিক, তা মিলে গেল খারকভে রুশ বাহিনীর নৃশংস হামলায়। তবে এই হামলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ঠিক কত, তা এখনও জানা যায়নি। যুদ্ধের শুরুতে খারকভে প্রবল বোমাবর্ষণ করেছিল রাশিয়া। কিন্তু যত সময় গড়িয়েছে ফ্রন্টলাইন সরে গিয়েছে দেশের পূর্বদিকে। কিন্তু এবার ফের নতুন করে আক্রান্ত হল খারকভ। স্থানীয় গভর্নর ওলেগ সাইনগুবভ সকলকে সতর্ক করে জানিয়েছেন, সকলে যেন শেল্টারে আশ্রয় নেন। রুশ বাহিনী বোমাবর্ষণ করে চলেছে পুরো এলাকায়। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি জানিয়েছেন, রুশ আগ্রাসন ঠিকই রুখে দেবে তাঁর দেশের সেনা। পাশাপাশি তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, কোনওভাবেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোনও আশঙ্কা নেই। গত মঙ্গলবারই আচমকা ইউক্রেন সফরে আসেন জার্মান বিদেশমন্ত্রী। জেলেনস্কির প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে অ্যানালিনা বেয়ারবোক বলেন, খারকভ থেকে খেরসন হয়ে কিয়েভ, ইউক্রেনের সমস্ত অংশের মানুষের এটা জানা দরকার তাঁদের পাশে আমরা রয়েছি। অস্ত্র সরবরাহের বিষয়ে আশ্বাসও দেন তিনি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও খুব আশাবাদী নন জেলেনস্কিরা। কেননা জার্মান লেপার্ড ট্যাঙ্ক শুরু থেকে চেয়ে এলেও এখনও মেলেনি। ফলে আগামিদিনেও তা মিলবে কিনা সংশয় রয়েছে ইউক্রেনের।

চিঠিপত্র

আল কায়দা হুমকি দেওয়ার সাহস কোথায় পায়

২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি খুলে যাবে বহু প্রতীক্ষিত অযোধ্যার রাম মন্দির। সম্প্রতি এক জনসভায় জানিয়ে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আর তারপরই আল কায়দা হুমকি দিল তারা ওই মন্দির গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে মসজিদ গড়ে তুলবে। কি ভাবে তারা এই হুমকি দিতে পারে। বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তূপের উপরে তৈরি হয়েছিল রাম মন্দির, এমনটা তারা বললেও তা সঠিক নয়। আর এবার সেটাকে ধ্বংস করে তারা সেখানে বাবরি মসজিদ তৈরি করা হবে। গোয়েন্দাদের ধারণা, এই লেখার পিছনে এমন কেউ রয়েছে যে ভারতীয় ঘটনাবলির সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত। পাশাপাশি ভারতীয় মুসলিমদের জন্য 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটি অর্থহীন বলেও দাবি করা হয়েছে। কিন্তু তা ভুল। বলা হয়েছে, ভারতে হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে সুসম্পর্ক আসলে একটা 'প্রহসন' মাত্র। মিথ্যা কথা। সেই সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশে জেহাদের ডাকও দিয়েছে জঙ্গি গোষ্ঠীটি। উল্লেখ্য, আফগানিস্তান নতুন করে তালিবানের দখলে যাওয়ার পরে ফের 'ঘুমন্ত দৈত্য' আল কায়দা জেগে উঠতে শুরু করেছে। কেবল আমেরিকাই নয়, গোটা বিশ্বের কাছেই আসলে আল কায়দা এক অভিশাপের নাম। ৯১-র আতঙ্ক এখনও চেপে বসে রয়েছে পৃথিবীর হৃদয়ে। আমাদের সেটাকে দূর করতে হবে। আবার নতুন করে তাদের সক্রিয় হওয়ার খবরে ভয়ে নয়, সতর্ক সতর্ক হতে হবে। কি হবে তা নিয়ে ভারতীয় গোয়েন্দাদের সহায়তা করতে হবে। আমাদের দেশে যাতে কোনও রকম সন্ত্রাসী কাজকর্ম না সেই দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

দীপ রায়। হুগলি।

পঞ্চায়েতে সমিতির সভাপতির নেতৃত্বে ভাঙচুর

আবাস দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে রণক্ষেত্র দিনহাটা বিডিও অফিস

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি ঃ আবাস যোজনার তালিকায় নাম তোলার জন্য বাইরের মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ বিডিও অফিসের ব্লক ইনফরমেশন অফিসার সুকল্যাণ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বিডিও অফিস। এই অভিযোগ ঘিরে ভাঙচুর ও তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হল ব্লক ইনফরমেশন আধিকারিকের চেম্বারে। এই প্রসঙ্গে দিনহাটা এক নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সামসুল হক অভিযোগ করে বলেন, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের কোন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। যারা প্রকৃত গরীব মানুষ তাদের নাম নেই আবাস যোজনার তালিকায়। অথচ এই আধিকারিক ও অফিসের কয়েকজন বাইরে থেকে ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে অন্যান্যদের নাম তালিকাভুক্ত করছেন। এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির একই অভিযোগ। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মফিজুল হক বলেন, আমি বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কিন্তু আমাকে বলছেন গ্রামের প্রধান ও নোডাল অফিসারের স্বাক্ষর লাগবে, তাছাড়া হবে না। যেখানে প্রধান ও নোডাল অফিসারের স্বাক্ষরের কোন প্রয়োজন নেই। তাই বাধ্য হয়ে আমি বিডিও অফিসে যাই এবং সেখানে ব্লক ইনফরমেশন অফিসার সুকল্যাণ ভট্টাচার্যের আমার কথা শুনতে রাজি হন না। এই ঘটনার পরবর্তীতে অফিসে কম্পিউটার ভাঙচুর, কাগজপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া, এমনকি সেই অফিসে তালা লাগিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে বিডিও অফিস চত্বরে। বারংবার আবাস যোজনা দুর্নীতিতে জড়িয়েছে শাসক দল এবার দুর্নীতিতে নাম জড়াল বিডিও অফিসের কর্তব্যরত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। যদি এ প্রসঙ্গে দিনহাটার বিজেপি নেতা অজয় রায় বলেন, শাসক দলের সমস্ত নেতৃত্বরা এর সাথে জড়িত। পাশাপাশি গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত আধিকারিকরাও এখন টাকা নিচ্ছেন। আসলে তৃণমূলের এক পক্ষের কাছে এই আধিকারিকরা টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আরেক পক্ষ পাচ্ছে না, সে কারণেই এই ধরনের বিক্ষোভ ভাঙচুর। এরা সাধারণ মানুষের সাথে আবাস যোজনার ঘর নিয়ে ছেলে খেলা করছে, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ তার যোগ্য জবাব দেবে।

‘টিএমসি আর দুর্নীতি সমার্থক শব্দ’

মেমারিতে বিস্ফোরক অগ্নিমিত্রা

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ১৩ জানুয়ারি ঃ ‘টিএমসি সরকার মানেই দুর্নীতি। টিএমসি আর দুর্নীতি এই দুটো সমার্থক শব্দ। আগামী দিনে নতুন ডিকশনারিতে দুর্নীতি লেখা থাকবে না, তার পরিবর্তে টিএমসি লেখা থাকবে।’ শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের মেমারি ২ নং ব্লকের বিডিও দপ্তরে আবাস যোজনার ব্যাপক দুর্নীতির প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির পাশাপাশি ডেপুটেশন দিতে এসে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী তথা বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। এদিন তিনি রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ করে বলেন, রাজ্য সরকার যে জমি নীতি পরিবর্তন করার কথা বলছে এখানেও বিরাট বড় ফন্দি আছে। আশ্চর্যজনকভাবে ইস্কোর জমি বর্ধমানের বিএলআরও অফিস থেকে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ৩০-৪০ হাজার টাকায় জাল সার্টিফিকেট বার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তিনি জানান,আবাস যোজনা নিয়ে এত বলা হচ্ছে, কেন্দ্রের টিম আসছে তাও লজ্জা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছে। এদিনে পাহাড়হাটি ধুণুই মোড় থেকে একটি মিছিল করে ব্লক অফিসের সামনে হাজির হন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ববৃন্দ। এর পরই ব্লক অফিসের সামনে কালনা বর্ধমান রোড প্রায় ১ ঘণ্টা অবরোধ করে তারা রাস্তায় বসে বিক্ষোভে সামিল হন বিজেপি নেতৃত্বরা। এর পর বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল বিডিওর কাছে গিয়ে ডেপুটেশন জমা দেন। মূলত আবাস যোজনায় যাদের ঘর প্রাপ্য তাদের ঘর দিতে হবে সহ ৮ দফা দাবি রেখেছেন তারা। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা সভানেত্রী অগ্নিমিত্র পাল, জেলার মহিলা সভা নেত্রী দিপালী বিশ্বাস, বর্ধামান পূর্ব কাটোয়া জেলার সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ পোদ্দার, অবজারভার অর্থাৎ জেলা নেতৃত্ব পিন্টু ভান্ডারী সহ অন্যান্যরা।

হাম ও রুবেলা ভ্যাকসিন প্রদান

তনুজ জৈন, মালদা, ১৩ জানুয়ারি ঃ শুরু হয়ে গেছে ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া। ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সীদের দেওয়া হচ্ছে হাম এবং রুবেলার ভ্যাকসিন। প্রথমে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে এই প্রক্রিয়া। ব্যাপক সাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের। সকলে যাতে ভ্যাকসিন নিতে এগিয়ে আসেন, আবেদন করলেন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত তুলসীহাটা হাই স্কুলে ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া হয়। এলাকার অন্যান্য বিদ্যালয়েও শুরু হয়ে গেছে প্রক্রিয়া। দেওয়া হচ্ছে হাম এবং রুবেলার ভ্যাকসিন। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে। অভিভাবকরাও যথেষ্ট সচেতন। ভ্যাকসিন নেওয়ার ক্ষেত্রে অনীহা বা নেতিবাচক মানসিকতা দেখা যাচ্ছে না তেমন ভাবে। ছাত্র-ছাত্রীদের এই সাড়া পেয়ে আনন্দিত প্রশাসন। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক সমষ্টির উন্নয়ন আধিকারিক অনির্বাণ বসু সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা উৎসাহিত করেছেন ছাত্র-ছাত্রীদের। তিনি আশাবাদী যে ভাবে করোনা ভ্যাকসিন প্রক্রিয়া সফল হয়েছিল সেই ভাবে এই প্রক্রিয়াও সফল হবে। প্রত্যেকেই যাতে ভ্যাকসিন নেয় তার আবেদন জানান তিনি। স্বাস্থ্য কর্মীরা জানান প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী নিজেরা এগিয়ে এসে ভ্যাকসিন নিচ্ছে। যারা নেয় নি তারাও যাতে নেয় আবেদন করেন স্বাস্থ্য কর্মীরাও। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনির্বাণ বসু বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে ভ্যাকসিন নিচ্ছে। যা দেখে আমরাও স্বস্তি পাচ্ছি। ছাত্র-ছাত্রীদের বলব তোমরা ভ্যাকসিন নিয়ে সুরক্ষিত থাকলে দেশ সুরক্ষিত থাকবে, সমাজ সুরক্ষিত থাকবে। কোন রকম ভয়ের কিছু নেই। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক স্বাস্থ্যকর্মী অনিন্দিতা দাস বলেন, এই মুহূর্তে তুলসীহাটা হাইস্কুলে ভ্যাকসিন দেওয়া চলছে। ছাত্রছাত্রীরা এগিয়ে আসছে। অভিভাবকরাও সচেতন। যারা নেয় নি এখনও তারাও যাতে নিয়ে নেয় এটাই বলবো। প্রসঙ্গত করোনা মহামারীর প্রকোপ থেকে খানিকটা হলেওস্বস্তি পেয়েছে বিশ্ব। করোনার ভয়াবহতা এবং আতঙ্ক এখনো যায়নি মানুষের মন থেকে। তাই মানুষ এখন আরও বেশি সচেতন ভাইরাসজনিত অসুখ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে। ভ্যাকসিন নিলেই একমাত্র যেটা সম্ভব।

খুঁটিতে বাইকের ধাক্কায় মৃত ৩

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৩ জানুয়ারি ঃ বহরমপুরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। মোটরবাইকে বাড়ি ফেরার পথে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা লেগে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ইতিমধ্যেই দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। কান্নায় ভেঙে পড়েছে মৃতের পরিবারের সদস্যরা। জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার খিদিরপুর কলোনির বাসিন্দা সোমনাথ বিশ্বাস, গদাই বিশ্বাস এবং সৌভিক বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার রাতে বাইকে হরিহরপাড়া অর্থাৎ বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা দেয় বাইকটি। রাস্তায় ছিটকে পড়েন তিন যুবক। শব্দ পেয়ে স্থানীয়রা ছুটে দিয়ে দেখেন রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে তিনজন। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় পুলিশে। দ্রুতই আহতদের উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। শুক্রবার সকালে মৃত্যু হয়েছে আরও ২ জনের। দেহগুলি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

শববাহী গাড়ি প্রদান

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৩ জানুয়ারিঃ বর্ধমান পৌরসভার উদ্যোগে শুক্রবার বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আরও একটি শববাহী গাড়ি প্রদান করা হল। কিছুদিন আগেই বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয.যে বর্ধমান পৌরসভার পক্ষ থেকে একটি শবদেহ গাড়ি প্রদান করা হবে। কারণ এতদিন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যেসব মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হত তা খোলা ভ্যানে নিয়ে যাওয়া হত।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী-১

নং ঃ এস.৪/এস/ডিএসি/২০২২-২৩, তারিখ ১২.০১.২০২৩। [illegible] ২০২৩ মাসের জন্য পূর্ব রেলওয়ের ই-অকশন কর্মসূচী সম্পর্কে সংশোধনী। উপরোক্ত ই-অকশনে, মালদা ইউনিট ডিপোর সংশোধিত অকশনের তারিখ ২৬.০১.২০২৩-এর পরিবর্তে ৩১.০১.২০২৩ পড়তে হবে। অন্যান্য ডিপো ও ডিভিশনের অন্যান্য তারিখ অপরিবর্তিত থাকবে।

(STORES-83/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

E Tender Id Published on 13.01.2023

1)2023_ZPHD_445356_1
2)2023_ZPHD_445356_2
Bid submission start date-**13.01.2023 At 10.30AM.** Last date of Bid submission-**20.01.2023 at 11.00AM.** Of Ichhapur I GP, Block - Gaighata, North 24PGS. For details please visit website: **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Ichhapur I GP

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP at SSKM Hospital, Kolkata on 16th January, 2023 (Primary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/182 of 22-23]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-157/KIT/Q of 22-23).** Bid Submission Closing : **14.01.2023 up to 05.00 PM.** 2. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP at SSKM Hospital, Kolkata on 16th January, 2023 (Secondary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/183 of 22-23]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-158/KIT/Q of 22-23).** Bid Submission Closing : **14.01.2023 up to 05.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/- Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division

পাঁশকুড়ায় মিড ডে মিলের রান্নায় মিলল টিকটিকি

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৩ জানুয়ারি ঃ আইসিডিএসের রান্না করা মিড ডে মিলের খিঁচুড়িতে মিলল টিকটিকি। পাঁশকুড়ার মাইসোরা এলাকায় শ্যামপুর আইসিডিএস স্কুলের রান্না করা খিঁচুড়িতে দেখা যায় টিকটিকি। আর মুহূর্তের মধ্যে শোরগোল পড়ে গোটা এলাকায়। স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, ৯১ জন ছাত্র-ছাত্রীর রান্না যেখানে হয় সেখানে কোন বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই। অন্ধকারেই রান্না করা হয়। আজ দেখা যায় রান্না করা খিঁচুড়িতে টিকটিকি। সেই রান্না করা খাদ্য সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের খাওয়ানো হয়। গ্রামে যায় মেডিকেল টিম তবে কোন ছাত্র-ছাত্রী অসুস্থতার খবর পাওয়া যায়নি।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

[illegible]

www.ireps.gov.in

(PR-1008)

আলিপুরদুয়ার জং. ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং-এর চুক্তি

আলিপুরদুয়ার জং. ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ পার্কিং-০৬; নিলাম শুরু (সমস্ত লট)ঃ ১৯-০১-২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৩০। [illegible] ক্রম নং.ঃ এএ/১; লট নং./শ্রেণীঃ পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-টিডব্লু-২১-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকা)। বিবরণঃ আলিপুরদুয়ার জংশনে এমএফসি অফিসের সামনের অবস্থানে দু চাকার জন্য পার্কিং লট। ক্রম নং.ঃ এবি/১; লট নং./শ্রেণীঃ পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএক্স-১৬-২৩-১ (পার্কিং - মিশ্র)। বিবরণঃ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন এবং চার চাকার জন্য পার্কিং চুক্তি। ক্রম নং.ঃ এবি/২; লট নং./শ্রেণীঃ পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-এমএক্স-২২-২৩-১ (পার্কিং - মিশ্র)। বিবরণঃ আলিপুরদুয়ার জংশনে তিন চাকার এবং চার চাকার জন্য পার্কিং লট। ক্রম নং.ঃ এবি/৩; লট নং./শ্রেণীঃ পার্কিং-এপিডিজে-ডিওজি-এমএক্স-৫-২৩-১ (পার্কিং - মিশ্র)। বিবরণঃ ধূপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকার, তিন চাকার এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট। বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ১৯-০১-২০২৩ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। প্রাথমিক ক্লোজিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। টীকাঃ সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম(সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Notice Inviting Tender

Notice Inviting E-NIT-04/2022-23 (2nd Call) vide memo no. 58/BNK/BCW Dt. 11/01/2023 By Project Officer-cum-District Welfare Officer, BCW & TD, Bankura. Details may be seen at office notice board of the undersigned.

Sd/-
Project Officer-cum-District Welfare Officer
BCW & TD, Bankura.

Office of the MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT, Birshibpur, Uluberia, Howrah

NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide **NIT reference / memo no. 06/BGP-I, Dated: 10.01.2023** at the jurisdiction area of Bankra-I Gram Panchayat within Domjur Block, Howrah, W.B. Last date for the online receipt of Tender is **18/01/2023 at 16:00.** Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah

TENDER NOTICE

NIT-11/2022-23 Dated- 11/01/23 Separate E-Tender are hereby invited by Prodhan, Chandi GP, 24pgs(s). Last date & time of application for all NIT **23/01/23 up to 2 pm.** Other details will be available from the **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Chandi Gram Panchayat
Amtala, 24pgs(s)

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN : L67120WB1979PLC032376

রেজি. অফিস ঃ ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ঃ ২২৩০৯০৯৫

ই-মেল ঃ **omnikol1997@gmail.com**

বিজ্ঞপ্তি

অনুসারী ধারা ২৯ (২) সেবি (এলওআরডি), ২০১৫ এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে কোম্পানির বোর্ডের পরিচালনবর্গদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে বুধবার, ১৮ জানুয়ারি, ২০২৩ বিবেচনা এবং রেকর্ড গ্রহণ, ইন্টার-আলিয়া, নিম্নলিখিত ঃ

১. বিবেচনা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক শেষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২,

২. চেয়ারের অনুমোদন সাপেক্ষে অন্যান্য বিষয়ের ওপর আলোচনা।

আরও বিজ্ঞাপিত করা যায় **বানিজ্য জানালা** কোম্পানির সিকিউরিটিস লেনদেনের বন্ধ হয়েছে নিশ্চিতকরণ এবং ঘোষনার জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ কোম্পানির সমস্ত পরিচালক, অফিসার এবং পদাধিকারীদের জন্য, পূর্ব ঘোষনা মত খুলবে ৪৮ ঘন্টা পর সভা শেষের এবং স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ত্রৈমাসিক ফলাফল ঘোষনার পর।

ওমনি হোল্ডিংস লি.-র পক্ষে
শারদুল সিং জৈন
ডিরেক্টর
DIN: 00013732

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১০.০১.২০২৩

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible] (কামারকুণ্ডু, তারকেশ্বর - শিওড়াফুলি) এবং বর্ধমান স্টেশন থেকে শ্রীপতি শ্রীখণ্ড স্টেশন পর্যন্ত] তিন বছরের জন্য বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার। লট নং. এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিডিসি-ওএমএন-১৮-২২-১। অধিক্ষেত্রঃ হাওড়া ডিভিশনের ক্লাস্টার-II-এর অধীনে (ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে খরিকা স্টেশন এবং আদিসপ্তগ্রাম স্টেশন থেকে পালসিট স্টেশন পর্যন্ত) স্টেশনগুলির স্টেশন চত্বরে তিন বছরের জন্য বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ৩১.০১.২০২৩ বেলা ১২ টায়।

HWH-371/2022-23

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

উত্তর মধ্য রেলওয়ে G20

টেন্ডার নোটিস নং. জিইএম/ ২০২৩/ বি/ ২৯৭৬১৯৮ **তারিখ ঃ ১২.০১.২০২৩**

টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, সিনি. ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জেনারেল) এন.সি. রেলওয়ে, আগ্রা আহ্বান করছেন ''ওপেন টেন্ডার'' অনলাইনে কেবলমাত্র (ই-টেন্ডারিং) উল্লেখিত কাজের জন্য।

ক্রম	টেন্ডার নং.	কাজের নাম সঙ্গে তার স্থান ও সম্পাদনের মেয়াদ	আনুমানিক মূল্য কাজের
১.	জিইএম/ ২০২৩/ বি/ ২৯৭৬১৯৮	আগ্রা ডিভিশন-ভাড়া, প্রতিস্থাপন, সংযোগ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ডিসার্ট কুলার তিন বছরের জন্য (গরমের তিনটি মরশুম) ১৫ এপ্রিল ২০২৩-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫। **সম্পাদনের মেয়াদ ৩৬ মাস (০৫ মাস প্রতি গরমের মরশুমে)**	টাকা. ৯৪৩৫১৬৭.৫০ /-

সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং দরপত্র জমা করতে দয়াকরে দেখুন জিইএম ওয়েবসাইট। টেন্ডার জমা করা যাবে কেবলমাত্র জিইএম ওয়েব পোর্টাল মাধ্যমে ০৩.০২.২০২৩ **বেলা ১৫.০০ ঘটিকা** পর্যন্ত।

67/23 (D)

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

উত্তর মধ্য রেলওয়ে G20

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. ০১/ ২০২২-২৩ **তারিখ ঃ ১৪.০২.২০২৩**

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, সিনিয়র মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, ঝাঁসি, আহ্বান করছেন উল্লেখিত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার।

ক্রম	টেন্ডার নং.	বিস্তারিত বিবরণ	পরিমান	টেন্ডার বন্ধ / খোলার তারিখ
১.	৫৪২২৫১২৬ই	যোগান, প্রতিস্থাপন ও সংযোগ ট্রলি চালিত উচ্চচাপের গরম এবং ঠাণ্ডা জলের জেট মেশিন প্রযুক্তিগত নিশ্চিতকরণ সংযুক্ত অ্যানেক্সার-বি অনুসারে।	০১টি	১৪.০২.২০২৩
২.	৫৪২২৫৩২৩	ইলেকট্রিক ৪-চাকার ট্রাক হাইড্রোলিক সাইড ওয়াল প্ল্যাটফর্ম সহ এবং মোসেফ্ট কন্ট্রোলার সংযুক্ত অ্যানেক্সার-এ নিশ্চিতকরণ অনুসারে।	০১টি	১৪.০২.২০২৩

দ্রষ্টব্য ঃ ১. সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্যাবলী উপরোক্ত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের পাওয়া যাবে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট যা হল -**https://www.ireps.gov.in** ।

62/23 (AN)

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

রেজিস্টার অফিস ঃ গ্রেপ গার্ডেন, নং. ২৭, ৩য় ফ্লোর, ''এ'' ক্রস, ১৮ মেন, ৬ ব্লক, কোরামঙ্গলা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, কর্নাটকা।
শাখা অফিস ঃ ৪ ফ্লোর, ঋষি টেক পার্ক, প্রিমিসেস নং. ০২০৩৬০, প্লট নং. ডিএইচ ৬ / ২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউটাউন-৭০০১৬০, কলকাতা

অধিগ্রহণ নোটিস

এতদ্বারা, স্বীকৃত আধিকারিক উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক, অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ(প্রয়োগ) ধারা ২০০২ জারি করে ডিমান্ড নোটিস গ্রাহক/ সহ-গ্রাহক(দের) প্রতি গ্রাহককে জানানো যায় যে বকেয়া পরিশোধ করতে প্রতি নামের ভিত্তিতে সঙ্গে সুদ প্রযোজ্য হারে যা উল্লেখ রয়েছে উল্লেখিত নোটিসে এই নোটিস প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে, সঙ্গে পরবর্তী সুদ যা প্রযোজ্য, আনুষ্ঠানিক খরচ, মূল্য, দাবী ইত্যাদি পরিশোধ বা পুণরুদ্ধারের তারিখ পর্যন্ত।

ক্র. নং.	লোন নং.	নাম গ্রাহক / সহগ্রাহক/ জামিনদার / বন্ধকদাতা	১৩(২) নোটিস তারিখ / বকেয়া (টাকা)	অধিগ্রহণের তারিখ ও ধরণ
১.	৩৩৬৯২৩০০ ৪০০০০০০২ ৩৩৬৭২১০০ ৯০০০০০০২	**১) মন্ডল মার্বেল পয়েন্ট কো. মালিক নাসির আলি মন্ডল ২) নাসির আলি মন্ডল ৩) তানজিলা বেগম মন্ডল**	০৮.০৯.২০২২ / টাকা. ৪০,৩৬,৭১০.৭৬ ০৮.০৯.২০২২ তারিখে	০৯.০১.২০২৩ / প্রতীকী অধিগ্রহণ
	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী এবং বসবাস করার জমি যার পরিমাপ ১৫ ডেসিমেল অবস্থিত রয়েছে মৌজা-কুসুমগ্রাম, জেএল নং. ৭১, আরএস এবং এলআর প্লট নং-১৭৬২, এলআর খতিয়ান নং. ৯৭৯০, এডিএসআর-মন্তেশ্বর, থানা-মন্তেশ্বর, কুসুমগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা-পূর্ব বর্ধমান। পরিসীমা যা উল্লেখ রয়েছে ঃ উত্তরে-কৃষি জমি, দক্ষিণে-১০ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্ব-কৃষি জমি, পশ্চিম-খালি জমি।			
২.	৩৩৬৭২১০০ ৮০০০০০১২	**১) শীতল দেবনাথ ২) মনি দেবনাথ**	২৩.০৯.২০২২ / টাকা. ১০,৬৩,৪১৬.৫৫ ২২.০৯.২০২২ তারিখে	০৯.০১.২০২৩ / প্রতীকি অধিগ্রহণ
	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী সম্পত্তির যার পরিমাপ কম বা বেশি ৩০২৪ ব.ফু., অবস্থিত রয়েছে মৌজা-হাতলঙ্কা, জেএল নং.৯২, আরএস এবং এলআর প্লট নং-৬৪, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৫, এলআর খতিয়ান নং. ৩৭০০, ৩৭০১, ৩৭০২, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৪০৩০, হোল্ডিং নং ১২০, এডিএসআর কালনা, জেলা-পূর্ব বর্ধমান। মালিক শীতল দেবনাথ বিক্রয় কোবলা অনুসারে যার নং. ১-২০৫৪ সল ২০১৫, তারিখ ৮মে, ২০১৫।			
৩.	৩৫১৭৭৯৭ ০০০০০০১০	**১) রাজীব সাহা ২) জ্যোৎস্না সাহা ৩) বিশ্বনাথ সাহা ৩) বিপুল সাহা**	২৩.০৯.২০২২ টাকা. ৪,১৬,৪১৮.৩৫ ২২.০৯.২০২২ তারিখে	১০.০১.২০২৩ / প্রতীকী অধিগ্রহণ
	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি পরিমাপ ৩.২৫ ডেসিমেল, রেকর্ড রয়েছে আরএস খতিয়ান নং. ২৫৫৬, অংশীভূত এলআর খতিয়ান নং. ৬৬৬৩, আরএস প্লট নং. ১৬১৮, অংশীভূত এলআর প্লট নং. ৩৬৮৬, জেএল নং. ৫১, মৌজা দমনপুর, থানা আলিপুরদুয়ার, জেলা-জলপাইগুড়ি এখন আলিপুরদুয়ার এবং সেখানার সমস্ত উন্নয়ন সহকারে। পরিসীমা ঃ পূর্ব-টিকেন দাসের জমি, পশ্চিম-কমল সরকারের জমি, উত্তর-অমল বৈদ্যর জমি, দক্ষিণ-৬ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা। সম্পত্তির মালিক জোৎস্না সাহা, স্বামী বিশ্বনাথ সাহা নং. ২ সহকারে।			
৪.	৩৩৬৭২১০১ ২০০০০০০২	**১) সানু শেখ ওরফে সান আলি শেখ ২) মানোয়ারা বিবি শেখ**	২৩.০৯.২০২২ টাকা. ১৫,৮০,০৯৩.৬২ ২২.০৯.২০২২ তারিখে	১০.০১.২০২৩ / প্রতীকী অধিগ্রহণ
	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জেএল নং. ৫৪, এলআর খতিয়ান নং. ২৩২০, আরএস প্লট ও এলআর প্লট নং. ১১৭০, শ্রেনী-বাস্তু, এলাকা ৫.৫ শতক, অধীন বামুনপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা-বর্ধমান, থানা-মন্তেশ্বর, মৌজা-বামুনপাড়া, প.ব., পরিসীমা ঃ পূর্ব-খালি জমি শ্যামপদ কুন্ডু ও এককড়ি ঘোষের, পশ্চিম-১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতের রাস্তা, উত্তর-১২ ফুট চওড়া এস কে পাড়া রোড, দক্ষিণ- ছাপিলা বিবি ও অন্যদের সম্পত্তি যার প্লট নং. ১১৭০। সম্পত্তির মালিক শ্রী সানু শেখ ওরফে শান আলি সেখ, পিতা-কাসেম আলি শেখ নং. ১ সহকারে।			
৫.	৩৫১৭২১৮ ৮৬০০০০০০১ ৩৫১৭২১০১ ৮০০০০০০২	**১) সুজিত কুমার সাহা ২) অসপতি সাহা ৩) সুভাষ চন্দ্র সাহা**	২০.০৭.২০২২ টাকা. ১১,৫৯,৮৩৯.৪০ ১০.০৬.২০২২ তারিখে	১০.০১.২০২৩ / প্রতীকী অধিগ্রহণ
	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী বাস্তুযোগ্য জমি ও বাড়ি পরিমাপ ২ কাঠা সঙ্গে রয়েছে একটি তিনতলা বাড়ি যার গ্রাউন্ড ফ্লোর ৪৬৫.৫০ ব.ফু., প্রথম ফ্লোর পরিমাপ ৪৬৫.৫০ ব.ফু. এবং ২য় ফ্লোর পরিমাপ ২৩৩ ব.ফু. এবং অবস্থিত মৌজা-তেলেনিপাড়া, যার জেএল নং. ১০, আরএস নং. ৭৩, তৌজি নং. ৪৩৯, খতিয়ান নং. ১০১৫, আরএস খতিয়ান নং. ১০১৫ / ১, এলআর খতিয়ান নং. ১৯০৮, নতুন এলআর খতিয়ান নং. ৭০৬২, ৭০৫৭, আরএস ও এলআর দাগ নং. ৪৮৭১ থানা টিটাগড়, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, সিউলি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। পরিসীমা ঃ উত্তরে-আরএস ও এলআর দাগ নং. ৪৮৬৭ দাগের জমি, দক্ষিণ-বারাসত রোড, পূর্ব-রহিম মুদির জমি, পশ্চিম-দুখিরাম সিংহরায়ের জমি। সম্পত্তির মালিক সুভাষ চন্দ্র সাহা (নং. ৩ সহকারে) বিক্রয় কোবলা অনুসারে যার তারিখ ৭এপ্রিল, ১৯৮৬ যার বুক নং. ১, দলিল নং. ৩৯৪১, ভলিউম নং. ০৫, পাতা ১৩০ থেকে ১৩২, সাল ১৯৮৬।			

এতদ্বারা গ্রাহক / সহ-গ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতা, যা উপরিউল্লিখিত ব্যর্থ হয়েছে বকেয়া রাশি, নোটিস দেওয়া যায় উপরিউল্লিখিত গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে যে উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্কের স্বীকৃত আধিকারিক প্রতীকী অধিগ্রহণ করেছেন সম্পত্তি / সুরক্ষিত সম্পদ যা উপরে বর্নিত রয়েছে ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা ন্যস্ত অধীন ধারা ১৩(৪) উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ উল্লেখিত ধারা উল্লিখিত তারিখে। গ্রাহক এবং সহ-গ্রাহক / বন্ধকদাতাদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) ধারা ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময় পাবেন সম্পদ পুণরুদ্ধারে। উপরি উল্লিখিত গ্রাহক / সহ-গ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতা বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় লেনদেন না করতে উল্লেখিত সম্পত্তি / সুরক্ষিত সম্পদ নিয়ে এবং কোন ধরণের লেনদেন হলে উল্লেখিত সম্পত্তিতে তার ওপর দাবী করবে উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক।

স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ ঃ ০৯.০১.২০২৩ ও ১০.০১.২০২৩

স্বা /-অনুমোদিত আধিকারিক
উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক

Amgachia Gram Panchayat
Bishnupur-I Panchayat Samity
Vill-Krishnarampur, P.O.- Amgachia, Dist.-South 24 PGS, PIN-700104
Email id: amgachiagp91@gmail.com

NOTICE OF INVITING TENDER

Amgachia Gram Panchayat has invited 2 no. **N.I.eT. on 11.01.2023 vide N.I.eT No. 37/AGP/TN/2023, and N.I.eT No. 38/AGP/TN/2023 and 1no. N.I.eQ on 11.01.2023 vide N.I.eQ No. 39/AGP/QN/2022** scheduled to be opened on **02.02.2023** and last date of submission is on **30.01.2023 (up to 4.00 pm).**

For more details visit:- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Amgachia Gram Panchayat

পার্সেল স্থানের জন্য ই-নিলাম লীজিং

[illegible]

অকশন ক্যাটালগ নং. লীজ-এসএলআর-০১-২৩

[illegible]

নিলাম শুরু হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-০১-২০২৩ তারিখে ১০.০০ ঘটিকা। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-০১-২০২৩ তারিখে ১৭.০০ ঘটিকা। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The CME (SWM), KMC invites tender online item rate in two bid system for the following works:

(1) NIET No.: SWM-II/SRC/34/2022-23
Tender ID: 2023_KMC_444127_1

Name of the work: **Repairing of Cabin & Load body with other miscellaneous work for the Vehicle No. WB03C-9736 under SRC/Chingrighata Garage/SWM-II.** Estimated Cost: **₹ 1,66,181.00.** Earnest Money: **₹ 3,500.00.** Period of Completion: **10 Days.**

(2) NIET No.: SWM-II/SRC/40/2022-23
Tender ID: 2023_KMC_444135_1

Name of the work: **Repairing of Cabin & Load body with other allied work for the Vehicle No. WB03C-9735 under SRC Garage/SWM-II.** Estimated Cost: **₹ 1,66,332.00.** Earnest Money: **₹ 3,500.00.** Period of Completion: **12 Days.** Last date and time of submission of bid: **24.01.2023 upto 1:00 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **10.01.2023 (1:00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The Ex. Engineer (Elec.), Lighting, Zone-II invites E-Tender by two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/LTG/353/55/VI/Z-II/22-23

Name of the work: **Development of lighting arrangement and other allied works at Chatubabu Lane, Sambhubabu Lane and other various bustee in Ward No. 55.** Estimated Cost: **₹ 1,98,662.96.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **10 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **30.01.2023 up to 04:00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **18.01.2023 (04:00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No.: KMC/LTG/349/54/VI/Z-II/22-23

Name of the work: **Improvement of street lighting system at different places in Ward No. 55.** Estimated Cost: **₹ 1,98,781.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **12 Days.**

(3) NIT No.: KMC/LTG/350/61/VI/Z-II/22-23

Name of the work: **Renovation of Glow Sign Board at Bedford Lane in Ward No. 61.** Estimated Cost: **₹ 1,98,972.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **12 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **02.02.2023 up to 04:00 p.m. (for Sl. No. 2&3).** The bid forms and other details are available on and from **20.01.2023 (04:00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 2&3).**

The DG (S&D), KMC invites tender online percentage rate in two bid system for the following work :

(1) NIT No.: KMC/(S_D)/XIII/22-23/05

Name of the work: **Repairing of broken manhole, const of catchpit and other ancillary civil works, under BR-XIII.** Estimated Cost : **₹ 4,39,699.37.** Earnest Money: **₹ 8,800.00.** Period of Completion: **65 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **27.01.2023 at 3:00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **17.01.2023 at 3.00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS/BE/8/22-23 (1st call)

Name of the work: **Overhauling heat varnishing of stator and replacement of damage power cable with proper arrangement of hanging and binding new cable of 200 kw 415 volt motor of 40 cusec submersible pump unit no. 3 at deeper sump PS 1 under BDPS.** Estimated Cost: **Rate to be quoted.** Earnest Money: **₹ 3,700.00.** Period of Completion: **10 Days.**

(3) NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS/BE/10/22-23 (1st call)

Name of the work: **Rewinding of stator with replacement of mechanical seal with allied works of 80kw, 415v motor of 15 cusec capacity KSB pump unit no. D at MMPS under BDPS.** Estimated Cost: **Rate to be quoted.** Earnest Money: **₹ 9,600.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(4) NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS/BE/9/22-23 (1st call)

Name of the work: **Repairing of damage slip ring with replacement of worn out component of 180 kw, 6kv motor of 50 cusec capacity Batliboi-II pump at BDPS.** Estimated Cost: **Rate to be quoted.** Earnest Money: **₹ 2,500.00.** Period of Completion: **07 Days.**

(5) NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS/BE/11/22-23 (1st call)

Name of the work: **Servicing with replacement of worn out accessories of star delta starter panel of 200 Kw 415V motor unit no. 4 at Deeper Sump Pumping Station no. 1 under BDPS.** Estimated Cost: **Rate to be quoted.** Earnest Money: **₹ 9,800.00.** Period of Completion: **14 Days.** Last date and time of submission of Bid: **25.01.2023 at 12.00 noon. (for Sl. No. 2-5).** The bid forms and other details are available on and from **16.01.2023 (5:00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 2-5).**

975/22-23

গোপনীয় নথি নিয়ে অবহেলা ! বাইডেনের বিরুদ্ধে তদন্ত করবে পাঁচ সদস্যের কমিটি

ওয়াশিংটন, ১৩ জানুয়ারি ঃ বেজায় অস্বস্তিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। নিজের বাসভবন এবং পুরোনো কার্যালয়ে ঠিকভাবে গোপনীয় নথি না রাখার অভিযোগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে তদন্ত করবে পাঁচ সদস্যের কমিটি। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি সবরকমভাবে সহযোগিতা করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে গোপনীয় নথি 'মিসহ্যান্ডলিং' করার অভিযোগ উঠেছে। বাইডেনের পূর্বসূরী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই ধরনের আরও বড়সড় মাপের একটি অভিযোগের তদন্ত চলছে। সেই অভিযোগের তদন্ত চলাকালীনই বাইডেনের ব্যক্তিগত বাসভবন থেকে এই গোপনীয় নথি খুঁজে পাওয়ার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। বাইডেনের ডেলাওয়্যারের বাসভবন থেকে যে নথিগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি ওবামা আমলের। সেই সময় উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন জো বাইডেন। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে হোয়াইট হাউজ ছাড়ার পর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফ্লোরিডার বাসভবন থেকে খোঁজ মিলেছিল বেশ কিছু সরকারি নথি। গত বছরের অগস্টে এফবিআই-এর গোয়েন্দারা সার্চ ওয়ারেন্ট জারি করে সেখান থেকে প্রায় ১১ হাজার নথি উদ্ধার করেছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ব্যক্তিগত বাসভবন থেকেও খোঁজ মিলল গোপনীয় নথির। তাঁর ব্যক্তিগত বাসভবন হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়েছে, বাইডেনের বাড়ির তালাবন্ধ থাকা গ্যারেজ এবং সংলগ্ন গাড়ি থেকে কয়েকটি নথি মিলেছে। নিজের বাসভবন এবং পুরোনো কার্যালয়ে সঠিকভাবে গোপনীয় নথি না রাখার অভিযোগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে তদন্ত করবে পাঁচ সদস্যের কমিটি। নৈতিক বিচারবোধের জন্য জো বাইডেনের যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। কিন্তু তাঁর বাড়ি থেকেই এইভাবে সরকারি গোপন নথির সন্ধান পাওয়া মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য যথেষ্ট বিড়ম্বনার হতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। পাশাপাশি প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যে তদন্ত চলছে, সেটিকেও জটিল করে তুলতে পারে বলে মনে করছেন কূটনৈতিক মহল।

প্রসঙ্গত, জো বাইডেন যদিও বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সামনে নিজের ভাবমূর্তি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, লোকে জানে আমি গোপনীয় নথি এবং গোপনীয় তথ্য কতটা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করি। বিচার বিভাগের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছি। সেই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে আমার আইনজীবীরা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জায়গা ঘুরে দেখেছেন, যেখানে আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সরকারি নথি রাখা হয়ে থাকতে পারে। তাঁরা আমার বাড়ি থেকে ও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে অল্প কিছু ক্লাসিফায়েড নথি পেয়েছেন। বিচার বিভাগকে ইতিমধ্যে সেই বিষয়টি জানানো হয়েছে।

নাসিক-শিরডি হাইওয়েতে দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ নাসিক-শিরডি হাইওয়েতে দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদী মৃতদের পরিবারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে এক্সগ্রেশিয়াও ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় টুইট করেছে, নাসিক-শিরডি হাইওয়েতে দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যুতে আমি দুঃখিত। আমার ভাবনা শোকাহত পরিবারের সাথে। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। টুইটে আরও বলা হয়েছে যে প্রত্যেক মৃতের নিকটতম আত্মীয়কে সরকারের পক্ষ থেকে দুই লক্ষ টাকা এক্সগ্রেশিয়া দেওয়া হবে। আহতদের ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

মতবিরোধ সত্ত্বেও শরদ যাদব ছিলেন বড় ভাইঃ লালু প্রসাদ যাদব

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শরদ যাদবের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদব। শরদ যাদবকে নিজের বড় ভাই আখ্যা দিয়েছেন লালু। তিনি জানিয়েছেন, বিভেদ সত্ত্বেও শরদ যাদব ছিলেন আমার বড় ভাই। শুক্রবার সিঙ্গাপুরের হাসপাতাল থেকে ভিডিও বার্তায় লালু জানিয়েছেন, মুলায়ম সিং যাদব ছাড়াও তার কাছ থেকে সমাজতন্ত্রের রাজনীতি শিখেছি আমি ও নীতীশ কুমার। লালু আরও জানান, শরদ যাদব ও আমি একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। অনেক মতবিরোধ কখনই তিক্ততায় পরিণত হয়নি। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাতে হরিয়ানার গুরুগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শরদ যাদব।

উত্তরপূর্বাঞ্চলে উগ্রপন্থার ঘটনা ৮৯ শতাংশ কমেছে ঃ অনুরাগ ঠাকুর

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর নীতিতে উত্তরপূর্বাঞ্চলে উগ্রপন্থার ঘটনা ৮৯ শতাংশ কমেছে। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের হত্যার ঘটনাও কমেছে বলেই নথিভুক্ত হয়েছে। শুক্রবার আগরতলায় নেহেরু যুব কেন্দ্র সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত যুব সংবাদ২০৪৭ শীর্ষক অনুষ্ঠানে এই দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। সাথে তিনি যোগ করেন, স্বাধীনতার পূর্বে দেশ গঠনে ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ এবং বীর সাভারকর জীবনের বলিদান দিয়েছিলেন। কিন্তু, আজ দেশ গঠনে যুবদের দেশ গঠনে বলিদানের প্রয়োজন নেই। তাঁরা জাতি গঠনে যেভাবে সম্ভব অবদান রাখুক।এদিন তিনি বলেন, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে উত্তরপূর্বাঞ্চলে উগ্রপন্থার ঘটনায় ৮৯ শতাংশ কমেছে। তেমনি, সশস্ত্র হামলায় সাধারণ মানুষের হত্যার ঘটনা প্রায় ৯০ শতাংশ কমেছে। তাঁর দাবি, সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন আফস্পা বৃহত্তর স্বার্থে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি বলেন, ত্রিপুরাতেও শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।আজ তিনি স্বাধীনতা অর্জনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বলিদান স্মরণ করে যুবদের দেশ গঠনে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ব্রিটিশ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ এবং বীর সাভারকর জীবনের বলিদান দিয়েছিলেন। কিন্তু, আজ যুবদের দেশ গঠনে জীবনের বলিদানের প্রয়োজন নেই। শুধু তাঁরা জাতি গঠনে যেভাবে সম্ভব অবদান রাখুক। তাঁর দাবি, অধিকার সম্পর্কে সচেতন হোন, কিন্তু, দেশের প্রতি দায়িত্ব সচেতনভাবে পালন করুণ।তাঁর আবেদন, কাকে ভোট দিচ্ছেন সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন। কারণ, ব্যালট বুলেটের থেকেও শক্তিশালী। তাঁর দাবি, আজকের যুবসমাজকে সামাজিক কুসংস্কার, অপরাধ, মৌলবাদ, দূষণ এবং ভারতের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে এমন অন্যান্য মূল বিষয়গুলির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে। তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় ত্রিপুরা কমিউনিস্টদের দ্বারা শাসিত হয়েছে এবং তাঁদের সরকারের অধীনে এই রাজ্য সমস্ত উন্নয়নের মাপকাঠিতে পিছিয়ে ছিল।তাঁর দাবি, প্রথম পাঁচ বছরে বিজেপি ত্রিপুরার উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করেছে। দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হলে এই রাজ্য আলাদা উদ্দীপনা এবং উন্মাদনার সাথে উন্নয়নের নতুন উচ্চতা অতিক্রম করবে।

ভারতীয় কম্পোজিট ইন্ডাস্ট্রি ২০২৭ সালে ইউএস ২.০১ বিলিয়ন স্পর্শ করবে

১৩ জানুয়ারীঃ ১.২৬ বিলিয়ন ভারতীয় কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালস ইন্ডাস্ট্রি, যা রিইনফোর্সড প্লাস্টিক নামে বেশি পরিচিত, আগামী পাঁচ বছরে ৬.৯ সিএজিআর এ বৃদ্ধির পরিকল্পনা করছে যা ২০২৭ সালে ইউএস ২.০১ বিলিয়নে পৌঁছবে।ভারতীয় কম্পোজিট ইন্ডাস্ট্রির শীর্ষ বাণিজ্য সংস্থা, এফআরপি ইনস্টিটিউটের 'ইন্ডিয়ান কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালস মার্কেট-বর্তমান অবস্থা এবং পূর্বাভাস-২০২৭' বলে একটি রিপোর্টে অনুযায়ী, এটি বলা হয়েছে যে বিশ্বব্যাপী ভলিউম বৃদ্ধির সাথে, কোম্পানিটি আগামী পাঁচ বছরে ৪.৭ এর বৈশ্বিক গড় ছাড়িয়ে যাবে এবং ৬.১ এর অঙ্ক অতিক্রম করবে। রিপোর্ট অনুসারে, ইন্ডিয়ান কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালস ইন্ডাস্ট্রি ২০২১ সালে ৫১১৯০০ টন যৌগিক সামগ্রীর ব্যবহার ২০২৭ সালে ৭৬৮২০০ টনে পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুত।

এফআরপি ইনস্টিটিউট দ্য ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অ্যান্ড এক্সিবিশন অন রিইনফোর্সড প্লাস্টিক-এর সাইডলাইনে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে, যা ভারতীয় কম্পোজিট ইন্ডাস্ট্রির সমস্ত স্টেকহোল্ডারকে এক প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করবে। ICERP ২০২৩ ১৮ থেকে ২০ জানুয়ারী, ২০২৩ পর্যন্ত মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান খরচের অবস্থা- রিপোর্টে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে যে ২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী ভারতে কম্পোজিটের মাথাপিছু খরচ মাত্র ০.৩৭ কেজি, যেখানে পরিণত বাজারের সাথে তুলনা করলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু খরচ ১১.৫ কেজি, যা সর্বোচ্চ। এর পর জার্মানির মাথাপিছু খরচ ৭.৭ কেজি।এমনকি যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি এবং স্পেনের মতো দেশগুলিতে এবং তাইওয়ান এবং জাপানের মতো এশিয়ান দেশগুলিতে, কম্পোজিটের মাথাপিছু খরচ ৪ থেকে ৯ কেজির মধ্যে। এই অনুসারে, যৌগিক খরচের ক্ষেত্রে ভারতে সবচেয়ে বেশি সুযোগ রয়েছে। ভারতের মোট কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল মার্কেটের মধ্যে (যা ২০২১ সালে উপাদানের ধরণ অনুসারে ৫১১৯০০ টন) ম্যাট্রিস এবং রিইনফোর্সমেন্ট একসাথে ২০২১ সালে ৮৬.৭ শেয়ারের প্রতিনিধিত্ব করেছিল এবং ফিলার ও অন্যান্য কম্পোজিট বাকি অংশ দখল করেছিল। গ্লাস ফাইবার, পলিয়েস্টার এবং ইপোক্সিগুলি ২০২১ সালে সম্মিলিতভাবে ৭৭.৭ ভাগের প্রতিনিধিত্ব করে প্রভাবশালী উপকরণ হিসাবে অব্যাহত ছিল।সরকার বিশেষভাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও লজিস্টিকসের দিকে নজর দিয়েছে। এর সাথে, গ্রাউন্ড ট্রান্সপোর্টেশন, বিল্ডিং এবং কনস্ট্রাকশন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের মতো সেক্টরগুলি সম্মিলিতভাবে ২০২১ সালে আয়তনের দিক থেকে প্রায় ৫০.৮ শেয়ার প্রতিনিধিত্ব করে। গ্রাউন্ড ট্রান্সপোর্টেশন, কনস্ট্রাকশন এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ২০২৭ সাল নাগাদ কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালের মূল বাজার হয়ে থাকবে। ২০২২ থেকে ২০২৭ পর্যন্ত, ভলিউমের দিক থেকে, রিনিউএবল এনার্জির মতো সেক্টরগুলি সর্বোচ্চ ৮.৬ CAGR দেখতে পাবে, এরোস্পেস এবং প্রতিরক্ষা ৮.২ এর CAGR দেখতে পাবে, কনস্ট্রাকশন এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ৬.৫ এর CAGR এবং অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন টেলিকম (৫.৮), ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স (৫.৫), গ্রাউন্ড ট্রান্সপোর্টেশন (৫.৪), পাইপ এবং ট্যাঙ্ক (৫) এবং অন্যান্য সেক্টর ৪.৭ এর CAGR স্পর্শ করবে। স্মার্ট সিটি উন্নয়ন, পরিবেশ বান্ধব শক্তি উৎপাদন, হাইড্রোকার্বন সুযোগ, স্বাদু জল পরিবহন, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, জল এবং নিকাশী পাইপলাইন পুনর্বাসনের মতো সরকারি প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক, বায়ু শক্তি, এবং পাইপ এবং ট্যাঙ্ক অ্যাপ্লিকেশনের চাহিদা বৃদ্ধির প্রধান চালক হবে। আত্মনির্ভর ভারত উদ্যোগ বৈশ্বিক স্তরে সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়ে দেবে। ইন্ডাস্ট্রিটি কোভিড মহামারীকে কাটিয়ে উঠেছে, কাজগুলিকে দ্রুত পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং বৈশ্বিক গড় অতিক্রম করার এবং অব্যবহৃত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর গতিকে ত্বরান্বিত করার আশা করছে। পরিপক্ক বাজারের তুলনায় কম খরচের মাত্রা সহ, ইন্ডাস্ট্রির অংশগ্রহণকারীরা সরকারের কাছ থেকে প্রবৃদ্ধি জোরদার করতে এবং ব্যবধান পূরণের জন্য আরও অনুপ্রেরণা চায়। চীন থেকে মালবাহী বর্ধিত খরচ সোর্সিং ডেস্টিনেশন হিসেবে ভারতের দিকে মনোযোগ করেছে। রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধের ফলে ইউরোপে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে ভারতকে উৎপাদনের জন্য একটি আকর্ষণীয় বিকল্প হিসেবে গড়ে তুলেছে। যুদ্ধের কারণে প্রতিরক্ষা খাতেও গতিশীল প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

মুক্তি পেতে চলেছে তপন দত্ত পরিচালিত টিনেজ লাভ স্টোরি

১৩ জানুয়ারি ঃ আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে ফাইভ স্টার কমিউনিকেশন নিবেদিত ,অপর্না দত্ত প্রযোজিত, তপন দত্ত পরিচালিত এক অসাধারণ টিনেজ লাভ স্টোরি The Rose Day. ৭ ই ফেব্রুয়ারি Rose Day তাই এবছর তপন দত্তের নতুন মিস্টি প্রেমের ছবি দেখবার জন্য সব প্রেমিক প্রেমিকা দের ভিড় করতেই হবে বিভিন্ন সিনেমা হলে। অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, দেবিকা মিত্র, মৃত্যুন হাজরা, পার্থ মুখার্জি, রিন সাহা, প্রসূন চক্রবর্তী, চিত্রা চ্যাটার্জি, তপন দত্ত, শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য,স্বস্তীক দত্ত, সবিতা চক্রবর্তী, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, মেঘমিতা মিত্র, মধুমিতা লাহা, তন্ময় রায়,সুপর্না সরকার মনু সিংহ,মন্টু দাস ও সমৃদ্ধ পাল এবং নবাগতা শুরশ্রী। গীতিকার ও সুরকার ধৃতীমান দত্ত ও পার্থ পাল চৌধুরী। আবহ সঙ্গীতে অতনু মণ্ডল। কন্ঠে কুমার শানু ,মৌসুমি সরকার, মুনমুন মিত্র, শুক্লা দাস ও প্রসূন চক্রবর্তী। কার্জ নির্বাহী প্রযোজক সোনাই দত্ত, DOP রুপ ভান্ডারী। সম্পাদনা নারায়ণ বিশ্বাস।

ব্রেনওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেলের উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দের ১৬০ তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে জাতীয় যুব দিবস পালিত হল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী পুরুষেশানন্দ মহারাজ (রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত)। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

ডঃ সঞ্জয় মুখার্জি (ব্রেনওয়্যার ইউনিভার্সিটি'র গভর্নিং বোর্ডের ট্রাস্ট মনোনীত সদস্য) এবং ডঃ সুদীপ্ত নারায়ণ রায় (অ্যাসোচেম এর চেয়ারম্যান, আয়ুষ ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স এবং পাওয়েল গ্রুপ এর এমডি)। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় চ্যান্সেলর ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় এবং ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে স্বামীজির মানবিক দিক অন্বেষণের বিষয়ে ডঃ সঞ্জয় মুখার্জির লেখা এবং ব্রেইনওয়্যার ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত স্বামীজির উপর একটি গ্রন্থ, 'চিঠিপত্রের আলোকে স্বামীজি' প্রকাশ করা হয়। স্বামীজি'র ১৬০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, ব্রেনওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মর্যাদাপূর্ণ বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল এর উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে ডঃ সুদীপ্ত নারায়ণ রায় বলেন, বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা দিনে দিনে বাড়ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে বিবেকানন্দের বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন যুবকদের ব্যক্তিগত বিকাশে উৎসাহিত করবে, তাদের সমাজের প্রতি আরও দায়িত্বশীল করে তুলবে এবং অমৃতকালের জাতীয় লক্ষ্য, আত্মনির্ভর ভারত থেকে শুরু করে বিশ্বগুরু ভারত যাত্রার জন্য তাদের প্রস্তুত করবে।

উত্তর পূর্ব রেলের ফিরোজপুর ডিভিশনে সিগন্যালিং কাজের কারণে ট্রেন বাতিল

গোরখপুর, ১৩ জানুয়ারী ঃ ১৬ থেকে ৩০ জানুয়ারী, ২০২৩ পর্যন্ত উত্তর পূর্ব রেলের ফিরোজপুর ডিভিশনে অবস্থিত সানেহওয়াল-আম্বালা-সাহারানপুর রেলওয়ে সেকশনে সিগন্যালিং কাজের কারণে এবং নন ইন্টারলক কাজ, ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং এবং সানেহওয়াল স্টেশনে ইয়ার্ড রিমডেলিং কাজ, ট্রেনগুলি বাতিলকরণ এবং রুট পরিবর্তন নিম্নরূপ করা হবে.বাতিলকরণ-০৪৬৫১ জয়নগর-অমৃতসর স্পেশাল ট্রেন জয়নগর থেকে ১৭, ২০, ২২ এবং ২৪ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে।০৪৬৫২ অমৃতসর-জয়নগর বিশেষ ট্রেনটি ১৫, ১৮, ২০, ২২ এবং ২৫ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে অমৃতসর থেকে চলার জন্য নির্ধারিত থাকবে।০৪৬৫৩ নিউ জলপাইগুড়ি-অমৃতসর বিশেষ ট্রেনটি ২০ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত থাকবে।০৪৬৫৪ অমৃতসর-নিউ জলপাইগুড়ি বিশেষ ট্রেন যা ১৮ জানয়ারী, ২০২৩ তারিখে অমৃতসর থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত থাকবে তা বাতিল থাকবে। রুট পরিবর্তন১৪৬৪৯ জয়নগর-অমৃতসর এক্সপ্রেস ১৫, ১৭ এবং ২৪ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে জয়নগর ছেড়ে আম্বালা-চণ্ডীগড়-সানেহওয়াল-লুধিয়ানা হয়ে চলাচলের জন্য ডাইভার্ট করা হবে। এই ট্রেনটি রাজপুরা, সিরহিন্দ, গোবিন্দগড় এবং খান্না স্টেশনে থামবে না।১৪৬৪৯ জয়নগর-অমৃতসর এক্সপ্রেস যা ২২শে জানুয়ারী, ২০২৩-এ জয়নগর ছেড়ে যাচ্ছে, তা আম্বালা-রাজপুরা ধুরি জং-লুধিয়ানা হয়ে চালানো হবে। এই ট্রেনটি সিরহিন্দ, গোবিন্দগড় এবং খান্না স্টেশনে থামবে না।১২৪০৭ নিউ জলপাইগুড়ি-অমৃতসর এক্সপ্রেস ১৮ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ছেড়ে আসা আম্বালা-চণ্ডীগড়-সানেহওয়াল-লুধিয়ানা হয়ে চলাচলের জন্য ডাইভার্ট করা হবে।১৫৭০৮ অমৃতসর-কাটিহার এক্সপ্রেস যা ২৪ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে অমৃতসর থেকে ছেড়ে যাচ্ছে তা লুধিয়ানা ধুরি জং-রাজপুরা হয়ে চালানো হবে। এই ট্রেন খান্না এবং সিরহিন্দ স্টেশনে থামবে না।

মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর

ভাড়া ছাড়া রাজস্ব বাড়ানোর জন্য আরেকটি অনন্য উদ্যোগ

১৩ জানুয়ারী ঃ মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর! এখন তারা চলমান মেট্রোর ভিতরে খবর, সিনেমা, গান, জনপ্রিয় টক শো, গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ইত্যাদি দেখতে পারবে। মেধা এসি রেকের সমস্ত কোচের ভিতরে এলইডি স্ক্রিন বসানোর মাধ্যমে মেট্রো রেলওয়ে তার যাত্রীদের ইনফোটেইনমেন্টের মাধ্যমে বিনোদন দেওয়ার জন্য আরেকটি অনন্য উদ্যোগ নিয়েছে যা তার অভাড়া

রাজস্ব বৃদ্ধি করবে। উত্তরদক্ষিণ করিডোরের (ব্লু লাইন) ১৬টি মেধা এসি রেকের প্রতিটি কোচে দুটি এলইডি স্ক্রিন বসানো হবে। এই বিষয়ে মেট্রো রেলওয়ে এবং মেসার্স ক্রেসান্ডা সলিউশন লিমিটেডের মধ্যে আজ অর্থাৎ ১৩.০১.২০২৩ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। শ্রী কৌশিক মিত্র, Dy.COMবাণিজ্যিক, মেট্রো রেল এবং শ্রী মনোহর আইয়ার, মেসার্স ক্রেসান্ডা সলিউশন লিমিটেডের সিইও আজ মেট্রো রেল ভবনে এই এক বছরের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। সংস্থাটি সমস্ত মেধা রেকের ভিতরে ৩২ ইঞ্চি এলইডি টিভি ইনস্টল করবে। ডিসপ্লেতে থাকা সমস্ত কন্টেন্ট প্রি লোড করা হবে। শ্রী অরুণ অরোরা, মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়েতে এই ধরনের অনন্য উদ্যোগের জন্য তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং আশা করেছেন যে যাত্রীরা এই এলইডি টিভিগুলিতে কলকাতা মেট্রো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে সক্ষম হবেন যেখানে বিজ্ঞাপনদাতারা তাদের বিজ্ঞাপনগুলি প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন।

পরিকাঠামোগত চ্যালেঞ্জগুলিকে মোকাবেলা করতে সক্ষম এডটেক

১৩ জানুয়ারী ঃ অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ড সকাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এএসসিআই)এডুকেশনটেকনোলজি সেক্টরে (এডটেক) বিজ্ঞাপন এবং পিতামাতা এবং শিক্ষার্থীদের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনটির লক্ষ্য এডটেকসেক্টরে বিজ্ঞাপনের জন্য চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলিকে ডিকোড করা। প্রতিবেদনে এমন উপায় গুলিও চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে সেক্টরটি আরও দায়িত্বশীল বর্ণনার রূপ দিতে পারে এবং সুবিধাবাদী বিজ্ঞাপন থেকে দূরে সরে যেতে পারে যাঅনেকেই সমস্যা বহুল বলে মনে করেন।

গৃহকোণ

নতুন বছর, তাই সুন্দর করে ঘর সাজাতে কার না ভালে লাগে

২০২৩ নতুন বছর, তাই সুন্দর করে ঘর সাজাতে কার না ভালে লাগে। তবে সাজানোর এই কাজটি কিন্তু মোটেও সহজ কাজ নয় বলেই অনেকে মানেন। এর জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন। কোন জায়গায় কোন জিনিসটি রাখলে নিজদের ঘরকে আরও সুন্দর দেখাবে, তা বোঝার ক্ষমতা থাকা চাই। আর এক্ষেত্রেও কয়েকটি ভুল এড়ানো প্রয়োজন। সেই কারণে কিছু টিপস দেওয়া প্রয়াজন। ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে এমন জিনিস কিনবেন যা দেখতেও সুন্দর আবার একাধিক কাজে ব্যবহার করা যায়। মাল্টিফাংশনাল জিনিসে জায়গাও বেশ কম লাগে। আলমারি, টেবিল, চেয়ারের মতো আসবাবপত্র কেনার ক্ষেত্রে কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ একদম করবেন না। প্রথমে দেখতে সুন্দর লাগলেও পরে তার খেসারত দিতে হতে পারে। ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে একটি ভুল অনেকেই করে থাকেন। ঘরের প্রচুর ছবি লাগিয়ে ফেলেন। এমনটা একদম করবেন না। তা দেখতে ভাল লাগে না। শো কেস ঘরে রাখতেই পারেন, তবে এমন কিছু স্টোরেজও রাখবেন যাতে জিনিস রাখলে বাইরে থেকে দেখা যাবে না। এতে আপনার গেরস্থালির গোপনীয়তা বজায় থাকবে। গেরস্থালির তারবিন্যাস থাকে সুরক্ষিতভাবে করা হয়, সেদিকে সবার আগে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। খোলা তার ঘরে একেবারেই রাখবেন না। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ঘর সাজানোর জিনিস কিনতে গিয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না। একটু ধৈর্য ধরে জিনিস কিনলে সঠিক দামে সঠিক জিনিসটি ঠিক পেয়ে যাবেন। ঘরের রং বাছার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন তা যেন আপনার জিনিসপত্রের সঙ্গে ম্যাচ করে। আবার সেটি যেন আপনার ব্যক্তিত্বকেও প্রতিফলিত করে। এই বিষয়গুলি খেয়াল রাখলেই সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে পারবেন নিজের ঘর। দিনান্তের নিশ্চিন্তের আশ্রয় স্হল হল এই ঘর। তাই মনের মতো সেটিকে সাজিয়ে তুলতে যা যা করনীয় তাই করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আবার রং-র দিকে বিশেষ খেয়াল করা ভালো। না হলেই সবটা জল যবে. নভেম্বর থেকে জুন-দেওয়াল রং করার প্রকৃত সময়। কারণ, এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে। আবার বৃষ্টিও একেবারে হয় না বললেই চলে। ফলে দেওয়াল থাকে শুস্ক আর আর্দ্রতামুক্ত। তাই দেওয়াল রং করাতে চাইলে বর্ষা মৌসুমের আগেই উদ্যোগ নিতে পারেন।তবে মনে রাখবেন, রং একবার করা হয়ে গেলে সহজে তা পরিবর্তন করা যাবে না। তাই রং করার আগে কিছু বিষয় মাথায় রাখা উচিত। ঘরের ভেতরে বা বাইরে, যেখানেই রং করেন না কেন, সেটা বেশ ব্যয়বহুল। তাই হুট করে রং নির্বাচন না করে, সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত। দোকানে যে রং ভালো লাগবে, সেটা আপনার দেওয়ালে নাও ভালো লাগতে পারে। তাই রং করার আগে দেওয়ালের ছোট একটি অংশে রং করে যাচাই করে নিতে পারেন। এভাবে পরীক্ষা করে নিলে রং নির্বাচনটা যথাসম্ভব নিখুঁত হবে। বিশেষ কোনো থিমে রং করবেন কি না, তাও ভাবতে হবে। ঘরের আকার, রোদের আসাযাওয়া, ঘরের ব্যক্তি আর কাজ এসব বিবেচনা করে রং বেছে নেওয়া প্রয়োজন। আবার ঘরের আসবাবের কথা মাথায় না রেখেই অনেক সময় আমরা ঘরের জন্য রং নির্বাচন করতে হয়। ঘরের আসবাবের সঙ্গে যায় এমন রং বেছে নেওয়া উচিত। প্রতিটা ঘরের আলাদা আবহ থাকে। একই ঘরে একাধিক রং ব্যবহার করতে চাইলে, সেটাও খুব সাবধানতার সঙ্গে করতে হবে। কেননা একাধিক রঙের ব্যবহারে ঘর দেখতে বড় বা ছোট লাগতে পারে। ঘরের সিলিংয়ের রং নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। সিলিংয়ে সাদা বা দেয়ালের রং থেকে হালকা রং ব্যবহার করলে ঘর উজ্জ্বল দেখায়। ঘরে যদি যথেষ্ট আলোবাতাস প্রবেশ করে, তাহলে হালকা বা গাঢ় রং বেছে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঘরের অবস্থান যদি এমন হয় যে খুব বেশি দিনের আলো ঢুকতে পারে না, সে ক্ষেত্রে উজ্জ্বল রং ব্যবহার করা দরকার।

Name Change

I, MUNSAD SEKH is wrongly recorded in my Son's Passport No-S1106305. S/o- SATTAR SK. Residing at Vill - Surkhali, Post-Sankarpur, Ps- Khargram, Dist-Murshidabad, Pin- 742159, West Bengal. Shall henceforth be known as MURSAD SK. That my name MURSAD SK and MUNSAD SEKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore-Murshidabad.

Name Change

I, BADRI AGARWAL is wrongly recorded in my Son,s School Certificate and Voter Card. S/o- LATE CHUNI LAL AGARWAL. Residing at Vill - SamundaiColony(NH34), Post-Mangalbari, Ps- Malda, Dist- Malda, Pin- 732142, West Bengal. Shall henceforth be known as BADRI NARAYAN AGARWAL. That my name BADRI NARAYAN AGARWAL and BADRI AGARWAL is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at BerhamporeMurshidabad.

Name Change

I, SAFIKUR SK is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o-AJMAT SEIKH. Residing at Vill - Dayanagar, Post- Sujapur, Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin-742134, West Bengal. Shall henceforth be known as MD SAFIKUL ISLAM. That my name MD SAFIKUL ISLAM and SAFIKUR SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore-Murshidabad.

Name Change

I, ISLAM MALLICK is wrongly recorded in my Son's Passport No-N1124660. S/o- BANAI MALLIK. Residing at Vill - Majlishpur, Post-Tarapur, Ps- Burwan, Dist- Murshidabad, Pin- 742132, West Bengal. Shall henceforth be known as NURUL ISLAM. That my name NURUL ISLAM and ISLAM MALLICK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at BerhamporeMurshidabad.

Name Change

I, SULEKHA MANDAL is wrongly recorded in my Voter Card No-NHW1601954. W/o- ASHRAF MANDAL. Residing at Vill - Teinpur Das Para, Post- DighalKandi, Ps-Murutia, Dist- Nadia, Pin- 741152, West Bengal. Shall henceforth be known as SULEKHA BIBI. That my name SULEKHA BIBI and SULEKHA MANDAL is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at BerhamporeMurshidabad.

Name Change

I ,JahanaraBegam D/O-Kibria Mohammad resident of Kamalsayar, P.O.-Rajbati, P.S.-BurdwanDist-PurbaBardhaman, W.B.-713104, shall henceforth be known as 'MOSAMMAT JAHANARA KHATUN' vide an affidavit before the notary public at PurbaBardhaman on 10/01/2023

Name Change

I ,AnjanaAich D/O- Radhapada Roy resident of DVC Road, Kanainatshal, Damodarpally, P.O.-Sripally, P.S.-Burdwan-Dist- PurbaBardhaman, W.B.-713103, my husband name wrongly recorded in my passport No.K1504110 in place of father name, my husband name is ASOKE AICH and my father name is RADHAPADA ROY Vide an affidavit sworn before the notary public at PurbaBardhaman on 10/01/2023

Name Change

I ,Manjit Singh Jaswal D/O-ParmarMangal Singh resident of S.P. Mukherjee Road, Murgasol, Asansol, Dist- PaschimBardhaman, W.B.-713303, shall henceforth be known as 'MANJIT KAUR' vide an affidavit before the notary public at PurbaBardhaman on 10/01/2023

Name Change

I ,KajalMondal D/O- BamaPadaMondal resident of GalsiGanjerPaschimBhag ,P.O.+P.S.-Galsi, Dist-PurbaBardhaman, W.B.-713406, shall henceforth be known as 'KAJAL KUMAR MONDAL' vide an affidavit before the notary public at PurbaBardhaman on 10/01/2023

Name Change

I ,NiveditaMondal D/O-Saroj Kumar Sain resident of Vill- Galsi P.O.+P.S.-Galsi, Dist- PurbaBardhaman, W.B.-713406, shall henceforth be known as 'NIBEDITA MONDAL' vide an affidavit before the notary public at PurbaBardhaman on 10/01/2023

Name Change

I ,Jinnal Shaikh S/O- HarunRasidSekh @ HarunRasidSk resident of Vill-Barandala, P.O.-Kanpur, P.S.-Monteswar, Dist-PurbaBardhaman, W.B.-713422, shall henceforth be known as 'JINNAL SEKH' vide an affidavit before the Executive Magistrate, PurbaBardhaman on 05/12/2022

Name Change

I ,Bapi Bain S/O- Ballav Bain resident of Jadunathpally, Barsul, Dist-PurbaBardhaman, W.B.-713124, shall henceforth be known as 'RAHUL BAIN' vide an affidavit before the notary public at PurbaBardhaman on 10/01/2023

Name Change

I, SERFUL SEIKH is wrongly recorded in my Son,s Passport V6717214. S/o- LUTFAL SK. Residing at Vill - Mederdhar, Post-Jalalpur, Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742189, West Bengal. Shall henceforth be known as SERFUL ISLAM SK. That my name SERFUL ISLAM SK and SERFUL SEIKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at BerhamporeMurshidabad.

বাঁকুড়ায় কল আছে জল নেই দিদির সুরক্ষাকবচে ক্ষোভের মুখে সায়ন্তিকা

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ১৩ জানুয়ারি ঃ কল আছে, কিন্তু জল নেই! পঞ্চায়েত ভোটের আগে ফের জলসঙ্কট ইস্যু বাঁকুড়ায়। আর সেই জল সংকটের ক্ষোভ পড়ল সায়ন্তিকাকে ঘিরে। ক্ষোভের পরিস্থিতি সামাল দিতে নিজের উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগান সায়ন্তিকা। ব্যাগ থেকে নোটবুক বের করে মনযোগ দিয়ে বাসিন্দাদের অভিযোগগুলি লিখে নেন। দিদির সুরক্ষাকবচ কর্মসূচিতে গিয়ে বাঁকুড়ার জুনবেদিয়া অঞ্চলের বাগদী পাড়ার এলাকাবাসীর প্রশ্নের মুখে পড়লেন তৃণমূলের তারকা নেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন জেলার বলিষ্ঠ নেতা তথা তালডাংরা বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তীর পাশাপাশি বাঁকুড়া পৌরসভার চেয়ারপারসন অলকা সেন মজুমদার। জানা যায় দিদির দূত হিসেবে শুক্রবার বাঁকুড়া দুনম্বর ব্লকের জুনবেদিয়া অঞ্চলে একদিন কর্মসূচিতে জনসংযোগ বাড়াতে গ্রামে যান সায়ন্তিকা। শাসকদলের মিছিল থেকে পানীয় জল প্রকল্পের সাফল্য দাবি করে স্লোগানও ওঠে। 'ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দিল কে? মমতা ব্যানার্জি আবার কে' । কিন্তু তাল কাটল জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে। রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের ঘরে ঘরে পানীয় জল পরিষেবা কেমন মিলছে, তৃণমূল নেতানেত্রীরা এই প্রশ্ন করতেই উত্তর এল, এক বছর ধরে জলই পাচ্ছেন না তাঁরা। জল সমস্যার পাশাপাশি আবাস প্রকল্পে বাড়ি না পাওয়ার অভিযোগও শুনতে হয় তৃণমূল নেতানেত্রীদের। আবাস প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তুলে, জল সমস্যার জন্য ভূমির ঢালকে দায়ী করেন তৃণমূলের তারকানেত্রী। সায়ন্তিকাদের হাতের কাছে পেয়ে জমে থাকা নালিশ উগরে দেন মহিলারা।

তাঁদের দাবি, বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গত এক বছর ধরে 'কল আছে জল নেই'। পরিস্থিতি সামাল দিতে নিজের উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগান সায়ন্তিকা। ব্যাগ থেকে নোটবুক বের করে মনযোগ দিয়ে বাসিন্দাদের অভিযোগগুলি লিখে নেন। বস্তুত, দিদির সুরক্ষাকবচ নিয়ে গ্রামে গিয়ে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে সাময়িক বিব্রত দেখায় সায়ন্তিকা তথা তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বকে। তবে দ্রুত পরিস্থিতি সামলে চিত্রাভিনেত্রী তথা রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদিকা সায়ন্তিকা বলেন, ''জলের মতো একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এমন সমস্যা তৈরি হলে মানুষের ক্ষোভ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই এলাকায় পাইপ লাইনে টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা রয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করব। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিজেপি। দলের নেতা সুপ্রভাত পাত্র বলেন, ''এরা দিদির দূত নয়, দিদির ভূত! কলকাতা থেকে বাঁকুড়ায় এসে জঙ্গলমহলের সব কিছু লুটে পুটে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। তাই মানুষ শক্তহাতে ওদেরকে সুরক্ষাকবচের নমুনা বুঝিয়ে দিয়েছে। বস্তুত, দেখতে দেখতে পালা বদলের বাংলায় অতিক্রান্ত এক দশক। এখনও উন্নয়নের প্রশ্নে মানুষের মনে রয়েছে হাজারও প্রশ্ন। ক্ষোভ রয়েছে শাসকদলের স্থানীয় নেতাদের কাজকর্মেও। বিষয়টি অজানা নয় শীর্ষ নেতৃত্বেরও। সেই কারণেই পঞ্চায়েত ভোটের আগে সরাসরি মানুষের কাছে তৃণমূল কর্মীদের পৌঁছে দিতে সুরক্ষাকবচের কৌশল নিয়েছেন দুঁদে রাজনীতিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আদতে নেত্রীর এই কৌশল কতখানি কাজে এল, সময়েই মিলবে তার সদুত্তর।

বাগডোগরায় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি মহকুমার বাগডোগরায় সকালে পথের ধারে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। মৃত ওই ব্যক্তির নাম কন্দু হাজরা। বয়স ৫৬ বছর। শুক্রবার সকালে বাগডোগরার হালালজোতে এলাকার ওই ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন পথচারীরা। দেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে দেখেই স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন বাগডোগরা থানার পুলিশকে। এরপর স্থানীয়রা খবর দেন মৃতের পরিবারকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের বাগডোগরা থানার পুলিশ এবং মৃতের পরিবারের লোকজন। পুলিশ এবং স্থানীয়দের সন্দেহ গাড়ির ধাক্কায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় বাগডোগরার হালালজোত এলাকায়। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে শুক্রবার সকালে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছিলেন কন্দু হাজরা। বাড়ি থেকে বেরোনোর কিছুক্ষণ বাদেই স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে পথে পড়ে থাকতে দেখে পরিবারকে খবর দেন। খবর পেয়েই পরিবারের লোকজন এসে দেখেন পথে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন

তিনি। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃতের পরিবারের লোকজন গোটা ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়েছেন এবং কি কারণে কন্দু হাজরার মৃত্যু হল তা পরিষ্কারভাবে জানাক পুলিশ এমনটাই দাবি করেছেন।

FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Under regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulation, 2016]

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF KUNDAN SUPPLIERS PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1	Name of Corporate Debtor	Kundan Suppliers Private Limited
2	Date of Incorporation of Corporate Debtor	26/05/2010
3	Authority under which Corporate Debtor is incorporated /registered	Registrar of Companies, Kolkata
4	Corporate Identity Number /Limited Liability Identification Number of Corporate Debtor	U51909WB2010PTC149444
5	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	1, Hindusthan Park, Ground Floor, Kolkata, WB - 700029
6	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	11/01/2023
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	10/07/2023
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Ajay Kumar Agrawal Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P-02339/2021-2022/13540
9	Address and E-mail of the interim resolution professional, as registered with the board	12/1 Satyendra Nath Majumdar Sarani, Manohar Pukur Road, Kolkata - 700026 E-mail: cirp.kundansuppliers@gmail.com
10	Address and E-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	12/1 Satyendra Nath Majumdar Sarani, Manohar Pukur Road, Kolkata - 700026 E-mail: cirp.kundansuppliers@gmail.com Akassociates1988@gmail.com
11	Last date for submission of claims	25/01/2023
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of Section 21, ascertained by the interim resolution professional	NA
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names of each Class)	1.NA 2.NA 3.NA
14	(a)Relevant Forms and (b) Details of Authorised Representatives are available at:	Relevant forms can be obtained from: Ajay Kumar Agrawal, IRP in the matter of Kundan Suppliers Private Limited, 12/1, Satyendra Nath Majumdar Sarani, Manohar Pukur Road, Kolkata - 700 026. Ph: +91-33-35474453/46037234 E-mail: cirp.kundansuppliers@gmail.com

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a incorporate insolvency resolution process of the Kundan Suppliers Private Limited on 11th day of January, 2023.

The creditors of Kundan Suppliers Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 25.01.2023 to the interim resolution professional at the 12/1 Satyendra Nath Majumdar Sarani, Manohar Pukur Road, Kolkata - 700026.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proof of claim shall attract penalties.

Name and Signature of Interim Resolution Professional:

Ajay Kumar Agrawal

Date And Place:

14/01/2023,

12/1 Satyendra Nath Majumdar Sarani,

Manohar pukur Road, Kolkata - 700026

দামে বৃদ্ধি পেলেও কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধিতে তেমন লাভের দেখা নেই পিঠে তৈরির ছাঁচে, দাবি মৃৎশিল্পীদের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৩ জানুয়ারি ঃ কথায় বলে কাহারো পৌষ মাস তো কাহারো সর্বনাশ। বাংলা তথা বাঙালির বারো মাসে তেরোও পার্বণ। আসন্ন মকর সংক্রান্তির দিনেই পালিত হয় এই উৎসব পৌষ পার্বন উৎসব। আর এই পৌষ মাস হচ্ছে বাঙ্গালীদের কাছে একটা বিশেষ মিষ্টি পূর্ণ উৎসব। মকর সংক্রান্তি মানেই পিঠেপুলি। সারা বছর এই দিনটার অপেক্ষায় থাকে যেমন বাড়ির ছোট থেকে বড় সকলেই, তেমনি অপেক্ষায় থাকে মৃৎশিল্পীরা। মৃৎ মানে মাটি, আর শিল্প মানে সুন্দর সৃষ্টিশীল পদার্থ। মাটি দিয়ে তৈরি এই শিল্পকর্মের মধ্যে রয়েছে এখন পিঠে তৈরির ছাঁচ। আর এই ছাঁচ তৈরীর প্রধান শিল্পী হলো আমাদের কুমোর সম্প্রদায়। প্রাচীনকাল থেকেই মৃৎশিল্প বিভিন্ন সভ্যতায় অনেক মর্যাদা লাভ করেছে। এদিন দেখা গেলো নদীয়ার নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন এলাকায় কারিগরদের হাতের নৈপুণ্য জ্ঞানে মাটি দিয়ে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পিঠে তৈরির ছাঁচ। মাটির এসব তৈরিতে দরকার হয় এঁটেল মাটি। তবে এবছর ছাঁচের চাহিদা যথেষ্ট বেড়েছে বলে দাবী করেন নবদ্বীপের এক মৃৎশিল্পী গৌরী রানী পাল। তিনি আরও বলেন, এই লকডাউনের পর থেকে এ বছর চাহিদা বেড়েছে ছাঁচের। দামও ভালোই বেড়েছে। তবে কাঠ, মাটির সহ বিভিন্ন কাঁচামালের মূল্য অতিরিক্ত বাড়ায় ছাঁচের তেমন লাভ বাড়েনি। এবছর কমবেশি জোড়া ৪০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে এই ছাঁচ। তবে এখানেই সমাপ্তি নয়, কারন এই পিঠে পুলি তৈরী করতে যেসব উপাদান প্রয়োজন হয়, যেমন- চালের গুঁড়ি, খেজুর গুঁড় । আর এসব জিনিসের দাম এখন খুব বেশি। তাই ইচ্ছা থাকলেও গৃহস্থের পক্ষ এখন বেশি করে এইসব জিনিস তৈরি সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু নিয়ম রক্ষা করতে গিয়েও তাদের অনেক অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। যেমন- খেজুরের গুড়ের দাম এবছর খুব বেশি তার কারন সময় মতো ঠান্ডা না পড়লে রস হয় না, এবছর প্রথম দিকে সেরকম শীত না পড়ায় গুড়ের জোগান কম থাকায় বাজারে গুড়ের দাম বেশি। এবিষয়ে একজন বিক্রেতার থেকে জানা গেল বাজারে চাহিদা থাকলেও জোগান কম থাকায় এবছর গুড়ের দাম একটু বেশি। তবু ও পারিবারিক রীতি মেনে সকলের মনকে খুশি করতে পরিবারের কর্তাকে এইসব জোগাড় করতে নাজেহাল হতে হচ্ছে সকলকে। সব মিলিয়ে মজর সংক্রান্তির নিয়ম রক্ষাকরতে পকপট খালির জোগাড় মধ্যবৃত্তের।

একদিনের কোচবিহার সফরে বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি ঃ একদিনের কোচবিহার সফরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। আজ কোচবিহারে সুকান্ত মঞ্চে ওবিসি মোর্চার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহের নাম না করে তাকে বাঁদর গুহ বলে কটাক্ষ করেন তিনি। তিনি বলেন সীমান্তে গরু

পাচারকারীদের বিএসএফ গুলি করলে অনেকে আছে লাফাতে লাফাতে চলে আসে। কোচবিহারে একজন বাঁদর গুহ রয়েছে তিনি এর আগে লুঙ্গি পড়েও মিছিল করেছিলেন। লুঙ্গি পরে তিনি যেন বাড়িতে থাকেন। লুঙ্গি পরে রাস্তায় বেরোলে বিজেপির হাওয়ায় লুঙ্গি খুলে যাবে। এছাড়াও এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোচবিহারে পঞ্চায়েত সমিতির জেলা পরিষদ আমরা জিতে রয়েছি। এবং পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন পুলিশ যেন রেফারি এবং লাইনম্যানের মতো যেন সাইডে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারা যদি খেলার মাঝখানে চলে আসে তাহলে পদকৃষ্ট হলে আমাদের দোষ দিতে পারবেন না।

আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে মৎস্য ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুঃসাহসিক ডাকাতি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ জানুয়ারি ঃ আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লুঠ গভীর রাতে মৎস্য ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদার চাঁচলের আশ্বিনপুর এলাকায়। আলমারি ও লকারভেঙে প্রায় তিন লক্ষ টাকা সোনার গয়না লুঠ করে পালায় দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চাঁচল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় ওই এলাকায়। গোটা ঘটনা নিয়ে মৎস্য ব্যবসায়ী মনোয়ারুল আলী চাঁচল থানায় ডাকাতির লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। মৎস্য ব্যবসায়ী মনোয়ারুল আলী জানান সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে ছাদের দরজা ভেঙে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে লুটপাট করে।

সারাবছর সামজিক কাজে নিয়োজিত মহলন্দী নাগরিক মঞ্চ, বিনামূল্যে পরিষেবায় সাড়া মানুষের

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ১৩ জানুয়ারি ঃ এন আর সি বিরোধী আন্দোলন থেকে জন্ম নিয়েছিল মহলন্দী নাগরিক মঞ্চ। তবে কেবলমাত্র আন্দোলন মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি সারাবছর ধরে মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং রক্তদান শিবিরের মহতী সামাজিক কাজ করে চলেছেন মহলন্দী নাগরিক মঞ্চ। শুক্রবার কান্দি থানার অন্তর্গত মহলন্দী বাজার ডাঙ্গা মাঠে মহলন্দী নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির এবং বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুভ উদ্বোধনের আগে রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এমনকি বিনামূল্যে ঔষধের ব্যবস্থা করা হয় নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে। শুক্রবার সকাল থেকেই বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চক্ষু পরীক্ষা করার জন্য কান্দির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের ভিড়ের লাইন ছিল চোখে পড়ার মতো। এই প্রসঙ্গে পাঁচ কিমি দূর লক্ষীনারায়ণ পুর গ্রাম থেকে আসিয়া বেওয়া বলেন বাবারে! চোখে ভালো দেখতে পারছি না। ডাক্তার দেখানোর পয়সা নাই। বহরমপুর যেতে পারি না, শুনলাম এখানে পয়সা লাগবে না তাই দেখাতে এসেছি। তাছাড়াও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের ক্ষেত্রে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা ব্লাড ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে ব্লাড মোবাইল মাধ্যমে খুব সহজে এবং আরামদায়ক পরিবেশে রক্তদাতাদের কাছ থেকে রক্তগ্রহন করা হয়। রক্তদাতাদের উৎসাহ প্রদান করতে নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট এবং মোমেন্ট দিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই সামজিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কান্দির বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। নাগরিক মঞ্চের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে আগামী তিনদিন ধরে। বাউল, নাটক ছাড়াও কবিতা গানের মতো একাধিক প্রতিযোগিতা রয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোগতা মীর রাকেশ রোশন, আইনুদ্দিন সেখ প্রমুখরা।

মহিলা হস্টেলে দুষ্কৃতী হানা, বিক্ষোভে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, কল্যাণী, ১৩ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার মাঝরাতে মহিলা হস্টেলে দুষ্কৃতী হামলাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে। নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান ছাত্রীরা। পরে উপাচার্যের আশ্বাসে আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি। জানা গিয়েছে, অন্যান্যদিনের মতোই বৃহস্পতিবার রাতেও নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধ হয়ে যায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা হস্টেলের মূল দ্বার। গভীর রাতে ছাত্রীরা টের পান এক দুষ্কৃতী হস্টেলে ঢুকে পড়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাতেই শোরগোল পড়ে যায় হস্টেলে। এসবের মাঝেই কোনওক্রমে হস্টেল থেকে চম্পট দেয় দুষ্কৃতী। এই ঘটনার জেরেই শুক্রবার সকালে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল চত্বর। এদিন নিরাপত্তার দাবিতে হস্টেলে দীর্ঘদিন বিক্ষোভ দেখান ছাত্রীরা। বাধ্য হয়ে উপাচার্যকে নামতে হয় ময়দানে। হস্টেলের সামনে এসে বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন উপাচার্য মানসকুমার সান্যাল। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার আশ্বাস দেন। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। উপাচার্যের সঙ্গে কথার পর রেজিস্ট্রারের ঘর ঘেরাও করেন ছাত্রীরা। প্রসঙ্গত, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা হস্টেলের বাইরে থেকে ছাত্রীদের উত্যক্ত করার ঘটনা আগেও প্রকাশ্যে এসেছে। এভাবে হস্টেলে ঢুকে পড়ার ঘটনাও আগে ঘটেছে। পরপর এহেন ঘটনায় প্রবল নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন পড়ুয়ারা।

কেন্দ্র নতুন জবকার্ড দিচ্ছে না, তাই আবাসে বাড়ি হচ্ছে না, দিদির দূত কর্মসূচিতে বললেন সাংসদ শতাব্দী রায়

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৩ জানুয়ারি ঃ দিদির দূত হয়ে জনসংযোগে গিয়ে কেন্দ্রকে জবকার্ডের জন্য বিঁধে বললেন, কেন্দ্রের জন্য আবাস যোজনায় নতুন করে মানুষ বাড়ি পাচ্ছে না। কারণ কেন্দ্র নতুন করে জবকার্ড দিচ্ছে না বলে জানালেন বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়। শুক্রবার সকালে প্রথমে হাঁসন বিধানসভার বিষ্ণুপুর অঞ্চলের মেলেডাঙা গ্রামে যান শতাব্দী রায়। সেখানে তিনি গাড়ি থেকে নামতেই রাস্তার সমস্যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা সাংসদকে ঘিরে বলতে থাকেন একাধিকবার রাস্তার সমস্যা নিয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। এই ব্যাপারে শতাব্দী রায় বলেন, জল জীবন মিশন প্রকল্পে মানুষকে জলের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। এরফলে রাস্তা কাটা হচ্ছে। কিন্তু সারানো হচ্ছে না। সেটা দেখতে হবে। মেলেডাঙ্গা গ্রাম থেকে শতাব্দী যান একই অঞ্চলের তেঁতুলিয়া গ্রামে। সেখানে তৃণমূল কর্মী সুজিত সরকারের বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই কর্মীর বাড়ির উঠোনে বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায় সহ কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে একাসনে খেতে বসেন শতাব্দী রায়। সাংবাদিকরা ছবি তোলার পরেই উঠে যান তিনি। এনিয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের শতাব্দী বলেন, আমি বাড়ির ভিতর খেয়েছি। উপোস করিনি। ভাত, ডাল, পাঁচতরকারি, বেগুন ভাজা, মাছ ভাজা, মাংস দিয়ে ভাত খেয়েছি। একই বক্তব্য গৃহকর্তা সুজিত সরকারের। তিনি বলেন, সাংসদ খেয়েছেন। ওখানে বসেই খেয়েছেন। একটা ফোন এসেছিল। তাই উঠে গিয়েছিলেন। পরে ওখানে বসেই খেয়েছেন। উনি না খেয়ে যাননি।

টুসু পরবের আনন্দে মশগুল আট থেকে আশি সকলেই

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৩ জানুয়ারি ঃ আর মাত্র হাতে গোনা একটি দিন। তার পরেই মকর সংক্রান্তিতে রাঢ় বঙ্গ সহ বাঁকুড়া জেলা জুড়ে আনন্দোৎসবে মেতে উঠবেন সকলেই। তার আগে চলছে ঐতিহ্যবাহী টুসু জাগরণের প্রস্তুতি। নিরবিচ্ছিন্ন একমাসের টুসু আরাধনা শেষে এখন পৌষ সংক্রান্তির জাগরণ শেষে উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা। তার আগে বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন জুনবেদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিয়ালগাড়া গ্রামে গিয়ে দেখা গেল টুসু পরবের আনন্দে মশগুল আট থেকে আশি সকলেই। তবে এতো সবের মধ্যেও আধুনিক নগর সভ্যতার চাপে কমছে টুসুকে নিয়ে উন্মাদনা। মানছেন বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই। টুসু উৎসবে মেতে ওঠা গৃহবধূরা বলেন , টুসু উৎসব মূলতঃ আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান। নিজেদের সুখ, দুঃখ, অভাব, অভিযোগের কথা এই গানের মধ্যে তুলে ধরা হয়। তবে আধুনিক 'ডিজিট্যাল যুগে' টুসুকে নিয়ে মানুষের উন্মাদনা কমে আসছে।

দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচী, বিজেপিকে কটাক্ষ জয়প্রকাশের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৩ জানুয়ারি ঃ দলের নির্দেশ অনুযায়ী গতকাল থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন কর্মসূচী দিদির সুরক্ষা কবচ। জানা যায় রাজ্য তথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে ৩২০ জনের একটি টিম তৈরী জরা হয়েছে এই দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচীর জন্য। শুক্রবার নদীয়ার ভীমপুর থানার আসাননগর অঞ্চলের, আসাননগর মাঠপাড়ায় এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচী। এদিনের এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। ব্লক সভাপতি জেলার যুব সভাপতি, সহ-সাধারণ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের নিয়ে আসাননগর মাঠপাড়ার প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তাদের সুবিধা - অসুবিধার কথা শুনলেন। দিদির সুরক্ষা কবচের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের ভেতর সমস্ত সুবিধা পেয়েছেন কিনা দলীয় লোকজন যোগাযোগ রাখেন কিনা কেমন কাজ করেন এই বিষয়ে আলোচনা করলেন। পাশাপাশি এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গেও কথা বলেন জয়প্রকাশ মজুমদার। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই কর্মসূচীর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন, একদা বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার, পরে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে কাঠমানি দিতে হচ্ছে সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন বিরোধী বলতে সিপিএম, কংগ্রেসের তো চিহ্ন নেই, যেটুকু বিজেপি এসেছিল, তাও এখন শেষের মুখে। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, ২০২১ সালের শোচনীয় পরাজয়টা এখনো হজম হয়নি বিজেপির। বদহজম হলে চোয়া ঢেকুর ওঠে, সেই চোয়া ঢেকুর থেকে ভুলভাল বকছে বিজেপি।

পানীয় জলের অফিসের সামনে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ জানুয়ারি ঃ জলের দাবিতে পানীয় জলের অফিসের সামনে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর। পানীয় জলের দাবিতে অপরিশোধিত পানীয় জল উত্তোলন কেন্দ্রে বিক্ষোভে সামিল মানিকচকের মথুরাপুর পাঠানপাড়া এবং শংকরটোলা এলাকায় বাসিন্দারা। ওই এলাকবাসীর অভিযোগ দীর্ঘ তিনমাস ধরে পাঠানপাড়া শংকরটোলা এলাকার আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। ফলে বিপাকে পড়েছেন ওই এলাকায় বাসিন্দারা। বাধ্য হয়ে নলকূপের জল পান করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বারবার বিভিন্ন দপ্তরে দরবার করেও হচ্ছে না কোন সুরাহা বলে অভিযোগ। সমাধান নাহলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The E.E. (Civil) Br-IX, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/IX/073/040/2022-2023/R (2nd call)
Name of work : **Development of bustee privy at 2/1C, 37 B.B Ghat Road, 16 R.C.M Lane, 49 K.G Road in ward no. 73.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,99,675.93**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00.**
2. NIT No. : KMC/IX/078/044/2022-2023 (2nd call)
Name of work : **Supplying & fitting road indication reflective boards in ward no. 78.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,97,899.31**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00.**
3. NIT No. : KMC/IX/078/049/2022-2023 (2nd call)
Name of work : **Renovation of bustee I.P.S Passage at 5/2, 6, 7, B.K. Road in ward no. 78.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,49,646.77**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **30 Days** (for Sl. No. 1 to 3). Last date and time of submission of bid: **24.01.2023** at **11.00 a.m.** (for sl. no. 1 to 3). Tender will be opened on: **27.01.2023** at **11.00 a.m.** (for sl. no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from: **14.01.2023** at **05.00 p.m.** (for sl. no. 1 to 3) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

The Executive Engineer (Civil)/Br-XII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/137/22-23
Name of work : **Improvement of C.C Road at New Bantala near H/O-S, Das in ward no. 108.** Estimated cost: **Rs. 4,91,731.61**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **60 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/138/22-23
Name of work : **Painting on grill's along median strip & footpath from Mukundapur Bye Pass to R.N. Tagore Hospital in ward no. 109, Br-XII.** Estimated cost: **Rs. 4,09,326.86**. Earnest Money: **Rs. 8,500.00.** Period of Completion: **50 Days**. Last date and time of submission of bid: **21.01.2023** at **11.00 a.m.** (for sl. no. 1 & 2). Date and time of opening of bid: **24.01.2023** at **11.00 a.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from: **13.01.2023** at **05.00 p.m.** (for sl. no. 1 & 2) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The Executive Engineer (Civil)/Br-XI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/104/084/2022-23/D
Name of work : **Restoration of road by providing hot mix at Garfa Main Road & surrounding areas disturbed by different PU Agency, in WD no. 104**. Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,01,106.23**. Earnest Money: **Rs. 4,100.00.** Period of Completion: **60 Days** Last date and time of submission of bid: **30.01.2023** at **12.00 noon.** The tender will be opened on: **01.02.2023**. The bid forms and other details are available on and from: **17.01.2023** at **05.00 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**.

The Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XVI/144/072/22-23 (2nd call)
Name of work : **Const. of U/G sewer at Babur Bagan near Pre. No. 3 in ward no. 144**. Estimated cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,92,256.31**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **30 Days** Last date and time of submission of bid: **27.01.2023** at **12.00 noon**. Tender will be opened on: **30.01.2023 at 12.00 noon**. The bid forms and other details are available on and from: **19.01.2023** at **05.00 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**.

The Executive Engineer (C)/Br.VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : EE(C)/Br-VII/066/37B/2022-2023/R
Name of work : **Improvement of sewer system at 10 Sapgachi 1st Lane and surrounding in ward no. 66.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 3,88,978.42**. Earnest Money: **Rs. 7,781.00.** Period of Completion: **45 Days.**
2. NIT No. : EE(C)/Br-VII/066/46/2022-2023/R
Name of work : **Maintenance of passage at Sapgachi 1st Lane, G.J Khan Road, Topsia 1st and 2nd Lane and surrounding in ward no. 66.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,98,853.99**. Earnest Money: **Rs. 5,978.00.**
3. NIT No. : EE(C)/Br-VII/066/44/2022-2023/R
Name of work : **Improvement of sewer system at 38 C N Roy Road and etc in ward no. 66.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,59,044.47**. Earnest Money: **Rs. 5,182.00.**
4. NIT No. : EE(C)/Br-VII/057/49/2022-2023/D
Name of work : **Repairs to road by re laying kerb & channel at South Sealdah and its surrounding in ward no. 57.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,78,723.98**. Earnest Money: **Rs. 5,576.00.**
5. NIT No. : EE(C)/Br-VII/066/45/2022-2023/R
Name of work : **Maintenance of drainage system at P G Road, C N Roy Road, Topsia Road, Chowbagha Road and surrounding in ward no. 66.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 1,42,272.90**. Earnest Money: **Rs. 2,846.00.** Period of Completion: **30 Days** (for sl. no. 2 to 5). Last date and time of submission of bid: **21.01.2023** up to **12.00 noon** (for sl. no. 1 to 5). Date and time of opening of bid: **24.01.2023 at 11.00 a.m.** (for sl. no. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from: **13.01.2023** at **11.00 a.m.** (for sl. no. 1 to 5). from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 5).
6. NIT No. : EE(C)/Br-VII/056/045/2022-2023/R
Name of work : **Arrangement for holding flower show (2022-2023) in ward no. 56, Br-VII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **Quotation invited**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **7 Days.** Last date and time of submission of bid: **21.01.2023** up to **11.00 a.m.** Tender will be opened on: **24.01.2023** up to **11.00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from: **13.01.2023** at **05.00 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**.
7. NIT No. : VII/067/058/2022-2023/D (1st call)
Name of work : **Patch repairing of passage at 12 Dharmatala Road, 87C Dr G.S. Bose Road, 7C/1, 23 B.D.M. Bari Bye Lane and it's surrounding in w/67.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,85,148.05**. Earnest Money: **Rs. 5,750.00.** Period of Completion: **60 Days.**
8. NIT No. : VII/067/057/2022-2023/D (1st call)
Name of work : **Repairing of footpath at 63, R.K. Chatterjee Road, 49, 29IB, Bose Pukur Road & its surrounding areas in w/67.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 1,87,103.98**. Earnest Money: **Rs. 3,750.00.** Period of Completion: **45 Days.**
9. NIT No. : VII/058/58/2022-2023/BUSTEE (1st call)
Name of work : **Construction of sanitary latrine at 4 Iswar Mondal Lane and different places in ward no. 58.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,99,154.17**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.** Last date and time of submission of bid: **24.01.2023** at **11.00 a.m.** (for sl. no. 7 to 9). Tender will be opened on: **28.01.2023** at **12.00 noon** (for sl. no. 7 to 9). The bid forms and other details are available on and from: **14.01.2023** at **04.00 p.m.** (for sl. no. 7 to 9) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 7 to 9).

977/22-23

ধোনির ক্যাপ্টেন্সি ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন বিরাট!

ফোনে ধমক রবি শাস্ত্রীর

মুম্বই, ১৩ জানুয়ারিঃ মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে বিরাট কোহলির সু সম্পর্কের কথা অজানা নয় ক্রিকেটপ্রেমীদের। সময়ে, সুযোগে বিরাটের মুখ থেকে মাহি সম্পর্কে প্রশংসাই শোনা গিয়েছে। ধোনিকে নিজের বড় ভাই, মেন্টর বলে মনে করেন। মাহির কাছেও প্রিয় চিকু বরাবরই স্নেহের। কিন্তু এই সম্পর্ক একদিনে তৈরি হয়নি। বরং ২০১৬ সালেই ভেঙে যেতে

পারত বিরাট-ধোনির মধুর সম্পর্ক। ততদিনে লাল বলের ক্যাপ্টেন্সি কোহলির হাতে তুলে দিয়েছেন এমএস। কিন্তু সাদা বলের ফরম্যাটে তখনও কায়েম রয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। কেরিয়ারের সায়াহ্নে তিনি। ধোনির অবসর নিয়ে তখন থেকেই ঘুরছে বিভিন্ন জল্পনা। কিন্তু তর সইছিল না বিরাটের। একবার নেতৃত্বের স্বাদ চেখে ফেলা কোহলি, ধোনিকে সরিয়ে সাদা বলের ফরম্যাটেও ক্যাপ্টেন্সির জন্য মুখিয়ে ছিলেন। সরাসরি না বললেও, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা কথায় তা টিমের অন্যদের বুঝিয়েও দেন। বিরাটের মনোবাসনা জানতে পেরে ভীষণ অবাক হন কোচ রবি শাস্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে ফোন এবং ধমক। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে টেস্ট ফরম্যাট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নেন এমএস ধোনি। অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝপথেই ধোনির থেকে নেতৃত্ব গিয়েছিল বিরাটের হাতে। তবে টি-২০ ও ওডিআই ফরম্যাটে ধোনিই ছিলেন ক্যাপ্টেন, কোহলি ভাইস ক্যাপ্টেন। কোহলির হাতে নেতৃত্বভার তুলে দেওয়ার আগে ২০০৭ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রায় এক দশক ধরে সাদা বলের ফরম্যাটে নেতৃত্ব দেন ধোনি। সীমিত ওভারে ধোনির ক্যাপ্টেন্সি ছাড়ার বছর খানেক আগে থেকেই তিনটি ফরম্যাটেই নেতা হওয়ার জন্য মরিয়া ছিলেন বিরাট। এমনই বিস্ফোরক দাবি করেছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধর। Coaching Beyond- My days with the Indian cricket team নামক নিজের বইতে পুরো ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীধর। ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে বিরাট ও তৎকালীন কোচ রবি শাস্ত্রীর ফোনে কথোপকথনের পুরোটাই তুলে ধরেছেন তিনি। ফোন মারফত বিরাটকে ধমকে শাস্ত্রী বলেছিলেন, ‘দেখো বিরাট, এমএস তোমাকে লাল বলের ফরম্যাটে নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছে। ওকে তোমার সম্মান করা উচিত। যখন সময় আসবে, সীমিত ওভারের ফরম্যাটেও ক্যাপ্টেন্সি ছেড়ে দেবে তোমাকে। হয় তুমি এখন ওকে সম্মান করো, নয়তো ভবিষ্যতে তুমি যখন ক্যাপ্টেন হবে তোমাকেও দলের কেউ সম্মান দেবে না। যাই ঘটুক, মানুষটাকে অসম্মান করো না। নেতৃত্ব নিজের থেকেই তোমার কাছে আসবে। তোমাকে এর পিছনে দৌড়তে হবে না।’ শাস্ত্রীর কড়া কথায় লম্ফঝম্প বন্ধ হয় বিরাটের। এরপর ২০১৭ সালে তিন ফরম্যাটেই ক্যাপ্টেন হন তিনি। ২০২১ সালে টি-২০ ক্যাপ্টেন্সি ছাড়ার পর ২০২২ সালে বিতর্কিতভাবে ওডিআই নেতৃত্ব হাতছাড়া হয় বিরাটের। এরপর ২০২২ সালের শুরুতেই টেস্ট ফরম্যাটেও নেতৃত্বভার মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেন কোহলি।

কয়েক দিন পরে পন্থ হাঁটতে শুরু করবেন

মুম্বই, ১৩ জানুয়ারিঃ ঋষভ পন্থ কত দিনে সুস্থ হবেন এখনও নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না চিকিৎসকরা। তাঁর ডান পায়ের হাঁটুর লিগামেন্টে অস্ত্রোপচার সফল। অস্ত্রোপচার হয়েছে ডান পায়ের গোড়ালিতেও। তা-ও এখনই পন্থের মাঠে ফেরা নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি নন মুম্বইয়ের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। চিকিৎসকরা তাঁকে কয়েক দিন পর হাঁটানোর চেষ্টা করবেন। তা পারলে শুরু হবে পন্থের সুস্থ হওয়ার প্রক্রিয়া। মুম্বইয়ের হাসপাতালের পক্ষে জানানো হয়েছে, ‘‘হাঁটতে পারলে চিকিৎসকরা পন্থের সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু করবেন। প্রথমে ওয়াকারের সাহায্যে হাঁটতে হবে তাঁকে। তার পর কোনও অবলম্বন ছাড়া হাঁটতে পারবেন। তাঁর সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়া প্রয়োজন।’’ পন্থের হাঁটুর দু’টি লিগামেন্টই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কিছুটা চিন্তিত চিকিৎসকরা। অস্ত্রোপচার সফল হলেও কত দিনে তিনি স্বাভাবিক হাঁটা চলা করতে পারবেন, তা নিয়ে এখনই নিশ্চয়তা দিতে রাজি নন চিকিৎসকরা। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, ‘‘পন্থ যতটা যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবেন, তার উপর নির্ভর করবে তাঁর সুস্থতা। এক জন উইকেটরক্ষকের দু’টি লিগামেন্টই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া খুবই উদ্বেগজনক। এসিএল হাঁটুর মাঝখানে থাকে। এই লিগমেন্ট থাই বোন এবং সিন বোনকে জুড়ে রাখে। হাঁটুর সংযোগস্থলের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে এই লিগামেন্ট। দু’টি লিগামেন্টই ছিঁড়ে যাওয়ার অর্থ আঘাতের মাত্রা অনেক বেশি। সুস্থ হতে যথেষ্ট সময় লাগবে।’’ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ক্রীড়া অস্থি বিশেষজ্ঞ দিনেশ পরদিওয়ালার নেতৃত্বে অস্ত্রোপচার হয়েছে পন্থের। এখন তরুণ ক্রিকেটার এখন কোকিলাবেন ধীরুভাই অম্বানি হাসপাতালের ক্রীড়া বিজ্ঞান এবং সুস্থতা বিভাগের প্রধান বৈভব দাগার চিকিৎসাধীন। তিনি বলেছেন, ‘‘এসিএল ক্ষতিগ্রস্ত হলে সাধারণ ভাবে ছয় থেকে ন’মাস লাগে সুস্থ হতে। তার পর আমরা পরিস্থিতি বিবেচনা করে মাঠে ফেরার অনুমতি দিয়ে থাকি। এমসিএল ক্ষতিগ্রস্ত হলে সুস্থ হতে তিন থেকে চার মাস লাগে। অনেকটাই নির্ভর করে অস্ত্রোপচার কেমন হয়েছে, তার উপর। শল্য চিকিৎসকের দক্ষতা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।’’ আগামী সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপ পর্যন্ত খেলার সম্ভাবনা নেই পন্থের। অক্টোবর-নভেম্বরে এক দিনের বিশ্বকাপ খেলাও অনিশ্চিত তাঁর।

একেই বলে প্রত্যাবর্তন

মনোজের বাংলার ঘরে ৬ পয়েন্ট

দুরন্ত বার্তা, কল্যাণী, ১৩ জানুয়ারিঃ একেই বলে প্রত্যাবর্তন। রঞ্জি ট্রফিতে কল্যানীর মাঠে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতল বাংলা। প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে গিয়েও শেষ অবধি ৬ পয়েন্ট নিয়ে হাসিমুখে মাঠে ছেড়েছেন মনোজ তিওয়ারিরা। প্রথম ইনিংসে বরোদা ২৬৯ রান তুলেছিল। সেখানে ব্যাট করতে নেমে ১৯১ রানে গুটিয়ে যায় বাংলা। যার ফলে, প্রথম ইনিংসে ৭৮ রানে পিছিয়ে থেকে শেষ করেছিলেন অনুষ্টুপরা। অনুষ্টুপ মজুমদার (৯০) ছাড়া আর কারও ব্যাটে রান আসেনি। প্রথম ইনিংসে অনুষ্টুপ ছাড়া অভিমন্যু ঈশ্বরণ ও অভিষেক পোড়েলের ব্যাটে দু’অঙ্কের রান এসেছিল। ব্যাটারদের প্রথম ইনিংসের ব্যর্থতা ঢেকে দেন মুকেশরা। দ্বিতীয় ইনিংসে বরোদাকে ৯৮ রানে অল আউট করে দেয় বাংলা। মুকেশ কুমার বাংলার হয়ে সর্বাধিক ৪টি উইকেট নেন। ঈশান পোড়েল নেন ৩টি উইকেট। একটি উইকেট নেন আকাশ দীপ। আর বাংলা। ১৮ রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেট হারায় মনোজের দল। দুই ওপেনার অভিষেক দাস ও অভিমন্যু ঈশ্বরণ করে যান ৭ ও ৯। প্রথম ইনিংসে ৯০ রান করা অনুষ্টুপ মজুমদার দ্বিতীয় ইনিংসে করেন মাত্র ৯ রান। একটা সময় ৫৩ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপ তৈরি করেছিল বরোদা। এর পর ম্যাচের হাল ধরেন অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি এবং তাঁর সঙ্গে অপর প্রান্তে সুদীপ ঘরামি। শেষ অবধি

ফলে দ্বিতীয় ইনিংসে বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল বাংলার সামনে। সেই চ্যালেঞ্জ দারুণ ভাবে প্রথমে উতরে দেন মুকেশ কুমার-ঈশান পোড়েলরা। আর পরে ব্যাট হাতে বাকি কাজটা করে গেলেন সুদীপ ঘরামি-মনোজ তিওয়ারিরা। ৩ উইকেট হারিয়েই লক্ষ্যপূরণ করে ফেলেছে বাংলা। বরোদার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে বাকি দু’টি রান আউট হয়েছে। বাংলার বোলাররা যেভাবে বরোদার দ্বিতীয় ইনিংসে দাপট দেখান, ঠিক তেমন ভাবেই ব্যাট হাতে মনোজ তিওয়ারি-সুদীপ ঘরামিরাও দলকে জেতানোর মতো ইনিংস খেলেন। বরোদা বাংলার সামনে জয়ের জন্য ১৭৭ রানের টার্গেট দেয়। ১৪ রানের মাথায় প্রথম উইকেট হারায় সুদীপ ৭৬ রানে অপরাজিত এবং মনোজ ৬০ রানে অপরাজিত থেকে ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। বাংলা পরের দু’টি ম্যাচ রয়েছে হরিয়ানা এবং ওড়িশার বিরুদ্ধে। ১৭ জানুয়ারি থেকে হরিয়ানার বিরুদ্ধে খেলবে বাংলা। তারপর ওড়িশার বিরুদ্ধে ম্যাচ ২৪ জানুয়ারি থেকে মাঠে নামবেন মনোজরা।

মরু ‘ইউরো’ ঝড়, মেসির বাবার সঙ্গে আলোচনায় আল হিলাল!

রিয়াধ, ১৩ জানুয়ারিঃ তেইশে কি আরও বড় চমক পেতে চলেছেন ফুটবল প্রেমীরা? সৌদি প্রো লিগে কি এ বার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পাশাপাশি খেলতে দেখা যাবে লিওনেল মেসিকে? পরিস্থিতি এমন, যে ফুটবল প্রেমীরা এমনটা ভাবতেই পারেন। ফুটবল বিপ্লবের ইঙ্গিত দেওয়া শুরু করে দিয়েছে সৌদি আরবের জনপ্রিয় ক্লাব আল নাসের। এ বার সৌদির অপর এক জনপ্রিয় ক্লাবের চোখ গিয়েছে লিওনেল মেসিকে দলে টানার দিকে। ফুটবল মহলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, সৌদির ক্লাব আল হিলাল মেসিকে সই করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সৌদিতে যদি মেসিকে খেলতে দেখা যায়, তা হলে সে দেশের ফুটবলের পাশাপাশি এশিয়ান ফুটবলেও তার ব্যাপক প্রভাব পড়বে। ফলে সৌদির ধনকুবেররা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে লা পুলগাকে তাদের দেশে খেলানোর জন্য। সম্প্রতি মেসির বাবা

জর্জকে দেখা গিয়েছে সৌদির রাজধানী রিয়াধে। তারপর থেকে মেসির সৌদির ক্লাবে খেলার জল্পনা আরও বেড়েছে। আল নাসেরের অন্যতম প্রতিপক্ষ আল হিলাল। কাতার বিশ্বকাপের পর সৌদির ক্লাব আল নাসের রেকর্ড অর্থে (বাৎসরিক ১৭৩ মিলিয়ন ইউরো) চুক্তি করে রোনাল্ডোর সঙ্গে। সূত্রের খবর, আল নাসের রোনাল্ডোর সঙ্গে যে চুক্তি করেছে, তার থেকে আল হিলাল অনেক বেশি অর্থের প্রস্তাব দিতে চলেছে মেসিকে। সৌদির স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, আল হিলাল মেসিকে বাৎসরিক ২৪৫ মিলিয়ন ইউরোর প্রস্তাব দিতে চলেছে। সেদিক থেকে দেখতে হলে, পর্তুগিজ সুপারস্টার রোনাল্ডোর থেকে ৭২ মিলিয়ন ইউরো বেশি অর্থ পাবেন মেসি। প্রসঙ্গত, চলতি মরসুমের শেষে মেসির সঙ্গে প্যারিসের ক্লাবের চুক্তি শেষ হওয়ার কথা। যদিও জানা গিয়েছে, আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক পিএসজির সঙ্গে আরও চুক্তি বাড়ানোর জন্য মৌখিক সম্মতি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, সৌদি প্রো লিগের পয়েন্ট টেবলে এই মুহূর্তে তিন নম্বরে রয়েছে আল হিলাল। লিগ টেবলের শীর্ষে থাকা আল নাসেরের থেকে ৩ পয়েন্ট কম রয়েছে আল হিলালের।

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন রশিদ খান!

কাবুল, ১৩ জানুয়ারিঃ নারী স্বাধীনতা নিয়ে জোরালো সওয়াল হচ্ছে। উঠে এসেছে তালিবান শাসন নিয়ে প্রশ্ন। আর এই জোড়া যুক্তি তুলে আবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওয়ান সিরিজ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তালিবান জমানা শুরু হতেই অজিরা সরে দাঁড়িয়েছিল এর আগের ক্রিকেট সিরিজ থেকে। এ বারও তার অন্যথা হল না। কিন্তু বারবার আফগানদের কেন অবহেলার মুখে পড়তে হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন রশিদ খান। ক্রিকেট দুনিয়ায় আফগানিস্তান উঠতি শক্তি। টেস্ট বা ওয়ান ডে তেমন ভালো খেলতে না পারলেও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তারা ভালো পারফর্মই করে বারবার। সারা বিশ্বের নানা টি-টোয়েন্টি লিগগুলোতে খেলতেও দেখা যায় আফগান ক্রিকেটারদের। সেই আফগানিস্তান টিমের বিরুদ্ধে একই যুক্তি ও ধারণা থেকে অস্ট্রেলিয়ার সিরিজ বয়কট মেনে নিতে পারছেন না সে দেশের কোনও

ক্রিকেটারই। কোনও রাখঢাক না করে রশিদ হুমকি দিয়েছেন। আইপিএল থেকে বিগ ব্যাশ লিগ, সর্বত্রই রশিদ খান যথেষ্ট সফল। কুড়ি-বিশের ফর্ম্যাটে তিনি সেরা বোলার। তাঁর লেগস্পিন সামলে ঝড় তুলতে দেখা যায়নি কোনও প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারকেই। বিবিএলের রশিদ নিয়মিত খেলেন। যে কারণে আফগান স্পিনার বলেই দিয়েছেন, ‘‘দেশের কাছে ক্রিকেটই একমাত্র আশার আলো। এর সঙ্গে দয়া করে রাজনীতিকে মেশাবেন না।’’ টুইটারে একই সঙ্গে একটি বিবৃতিও জারি করেছেন। যেখানে কার্যত হুমকি দিয়েছেন রশিদ। বিগ ব্যাশ থেকে নাম তুলে নিতে পারেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘‘মার্চ মাসে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ওয়ান ডে সিরিজ হওয়ার কথা ছিল, সেটা ওরা বয়কট করেছে। দেশের হয়ে খেলা সব সময় আমার কাছে সম্মানের। বিশ্ব ক্রিকেটে কিন্তু আফগানিস্তান টিম যথেষ্ট উন্নতি করেছে। অস্ট্রেলিয়ার নাম তুলে নেওয়া যে আমাদের কাছে একটা বড় ধাক্কা, সন্দেহ নেই। যদি আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলা ওদের কাছে খুব অস্বস্তির হয়, তা হলে বিবিএলে আমি খেলে অন্যদের অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না। ভবিষ্যতে ওই দেশের লিগে খেলব কিনা, তা ভেবে দেখব।’’ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া সব দিক খতিয়ে দেখে তবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পৌলমীকে চাকরির সন্ধান দিল আইএফএ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারিঃ একটা ভাইরাল ভিডিয়ো। আর তাতেই লাইমলাইটে পৌলমী অধিকারী। ২০১৩ সালে অনূর্ধ্ব-১৬ এশিয়ান কাপের কোয়ালিফায়ারে জাতীয় দলের হয়ে খেলেছিলেন তিনি। এর পর ২০১৬ সালে তিনি খেলেন হোমলেস ওয়ার্ল্ড কাপ। অনলাইনে খাবার সরবরাহকারী এক সংস্থার হয়ে এখন কাজ করেন পৌলমী। এক বাড়িতে খাবার সরবরাহ করতে গিয়েই ভাইরাল হয়ে যান তিনি। সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেন অনেকে। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল আইএফএ-ও। শুক্রবার দুপুরে আইএফএ অফিসে এসে সচিব অনির্বাণ দত্ত আর প্রেসিডেন্ট অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন পৌলমী অধিকারী। আদিত্য গ্রুপের চেয়ারম্যান অনির্বাণ আদিত্য এসেছিলেন আইএফএ অফিসে। আদিত্য স্কুল অব স্পোর্টসে পৌলমীকে কোচ কাম ফুটবলারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অ্যাডমিনের চাকরির প্রস্তাবও আছে। আরও কয়েকটি সংস্থার চাকরির প্রস্তাবও আছে পৌলমীর কাছে। প্রশ্ন উঠছে পৌলমী ভাইরাল হয়েছেন বলেই কী তাঁর জন্য সবাই এগিয়ে আসছে? আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত এর উত্তরে বলেন, ‘‘আইএফএ অফিসের দরজা সবার জন্যই খোলা। এ রকম অনেক ফুটবলার দুরাবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। আইএফএ-র তরফ থেকে তাদের খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। তবে তারা আইএফএ-তে এসে তাদের সমস্যার কথা জানাতে পারেন। আইএফএ সবসময় চাইবে তাদের পাশে দাঁড়াতে।’’

টাইব্রেকারে জিতে রিয়ালের সামনে বার্সা

রিয়াধ, ১৩ জানুয়ারিঃ রুদ্ধশ্বাস লড়াই শেষে যখন টাইব্রেকারের সময় এলো, রিয়াল বেতিসের সবাইকে দেখা গেল হাসিখুশি, নির্ভার। বার্সেলোনার সবার মুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু দুর্দান্ত নৈপুণ্যে চিত্রটা পাল্টে দিলেন মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন। টাইব্রেকারে দুটি শট ঠেকিয়ে গড়ে দিলেন ব্যবধান। বার্সেলোনাকে ফাইনালে নিয়ে গেলেন জার্মান গোলরক্ষক। কিং ফাহাদ ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে স্প্যানিশ সুপার কাপের দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে নির্ধারিত সময়ে ১-১ ও অতিরিক্ত সময় ২-২ সমতায় শেষ হয়। টাইব্রেকারে টের স্টেগেনের বীরত্বে ৪-২ গোলে জিতে ফাইনালে যায় বার্সেলোনা। আগামী রবিবার শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে তারা মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদের। আগের দিন ভালেন্সিয়াকে তারাও হারিয়েছে টাইব্রেকারে। কোপা দেল রের গত আসরের চ্যাম্পিয়ন বেতিসের প্রথম দুটি শটে গোল করেন উইলিয়ান জোসে ও লরেন মোরন। হুয়ানমি ও উইলিয়াম কারভালিয়োর শট দুটি ঠিক দিকে ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন টের স্টেগেন। বার্সেলোনার হয়ে প্রথম তিন শটে গোল করেন রবের্ত লেভানডফস্কি, ফঁক কেসিয়ে ও আনসু ফাতি। পরের শটে পেদ্রি জালের দেখা পেতেই নিশ্চিত হয়ে ফাইনাল। শেষটার মতো বার্সেলোনার শুরুটাও ছিল ঝলমলে। দ্বিতীয় মিনিটেই প্রথম সুযোগ তৈরি করেন রাফিনিয়া। তবে তার চমৎকার ক্রসে পা ছোঁয়াতে পারেননি কোনো সতীর্থ। দশম মিনিটে ডান দিক থেকে রাফিনিয়ার কাট ব্যাক ছেড়ে দেন গাভি, ডি বক্সে সুযোগ পেয়ে যান লেভানডেফস্কি। কিন্তু ঠিক মতো শট করতে পারেননি পোলিশ স্ট্রাইকার। পরের মিনিটে একই জায়গায় বাঁ দিক থেকে তাকে খুঁজে নেন উসমান দেম্বেল। এবারও বল নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেননি লেভানডফস্কি। খেলার ধারার বিপরীতে ২২তম মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত বেতিস। জুল কুন্দের দুর্বল ব্যাক পাস ডি বক্সের কাছাকাছি জায়গায় পেয়ে যান নাবিল ফেকির। ছুটে এসে বিপদমুক্ত করার চেষ্টায়

বলের নাগাল পাননি মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন। ফাঁকা জালে ফেকির শট নেওয়ার আগে দুর্দান্ত এক ট্যাকলে দলকে রক্ষা করেন রোনালদ আরাউহো। দুই মিনিট পর রাফিনিয়ার কাছ থেকে বল পেয়ে জালে খুঁজে নেন পেদ্রি। তবে তিনি নিজেই অফসাইডে থাকায় মেলেনি গোল। লম্বা সময় ধরে রক্ষণ সামলাতে ব্যস্ত থাকা বেতিস ৩২তম মিনিটে পায় দারুণ সুযোগ। ফেকিরের কর্নারে আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার হেরমান পেস্সেইয়ার হেড কোনোমতে ঠেকান টের স্টেগেন। তিন মিনিট পর দুর্দান্ত স্লাইডে বেতিসের নিশ্চিত গোলের সুযোগ ব্যর্থ করে দেন সের্হিও রবের্তো। ৪০তম মিনিটে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। বাঁদিক থেকে রবের্তোর উঁচু করা বাড়ানো দল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আইতর রুইবালকে কাটিয়ে এগিয়ে যান দেম্বেলে। আরেকটু এগিয়ে ডি বক্সে খুঁজে নেন লেভানডফস্কিকে। তার প্রথম শট স্লাইড করে ঠেকান লুইস ফেলিপে। ফিরতি শটে জাল খুঁজে নেন পোল্যান্ড অধিনায়ক। ৪৫তম মিনিটে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দুটি শট ঠেকিয়ে বার্সেলোনাকে এগিয়ে রাখেন গোলরক্ষক টের স্টেগেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ হাতছাড়া করে বার্সেলোনা। জর্দি আলবার ক্রসে ঠিক মতো শট নিতে পারেননি লেভানডফস্কি। অন্য দুই সতীর্থও একটুর জন্য ছোঁয়াতে পারেননি পা। আক্রমণাত্মক ফুটবলে বার্সেলোনাকে চেপে ধরার চেষ্টা করে বেতিস। জমে ওঠে ম্যাচ। প্রতি আক্রমণে ৫৮তম মিনিটে গোল হজম করতে বসেছিল বেতিস। ডি বক্সের বাইরে ছুটে এসে ক্লিয়ার করেন ব্রাভো। চার মিনিট পর দেম্বেলের বুলেট গতির শট যায় কাছের পোস্ট ঘেঁষে। ৭৫তম মিনিটে আবার বেতিসের ত্রাতা ব্রাভো। রাফিনিয়ার ক্রস যাচ্ছিল অরক্ষিত ফেররান তরেসের দিকে। কোনোমতে হাত ছুঁয়ে দিক পাল্টে দেন অভিজ্ঞ গোলরক্ষক। দুই মিনিট পর সমতা ফেরায় বেতিস। লুইস হেনরিকের কাছ থেকে বল পেয়ে টের স্টেগেনকে পরাস্ত করে জাল খুঁজে নেন ফেকির। ৮১তম মিনিটে জালে বল পাঠান লেভানডফস্কি। তবে তাকে বল দেওয়া তরেস অফসাইডে থাকায় মেলেনি গোল। তিন মিনিট পর দুর্দান্ত সেভে বার্সেলোনাকে পিছিয়ে যেতে দেননি টের স্টেগেন। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন ফাতি। কিন্তু আরেকটি অসাধারণ সেভে বার্সেলোনাকে হতাশায় ডোবান কাতালান ক্লাবটির প্রাক্তন গোলরক্ষক ব্রাভো। ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। ৯৩তম মিনিটে বার্সেলোনাকে এগিয়ে নেন ফাতি। মার্কোস আলোনসোর ফ্রি কিকে বেতিসের একজনের হেডে ডি বক্সের কোণায় বল পেয়ে যান তরুণ ফরোয়ার্ড। বুলেট গতির ভলিতে জটলার মধ্য দিয়ে জাল খুঁজে নেন তিনি। ১০১তম মিনিটে সমতা ফেরায় বেতিস। হেনরিকের কাছ থেকে বল পেয়ে দুর্দান্ত ব্যাক হিলে দর্শনীয় গোল করেন লরেন মোরন। ১১৭তম মিনিটে তরেসের বাড়ানো বলে জালের দেখা প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলেন ফাতি। ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন ব্রাভো। পরের মিনিটে আন্দ্রেয়াস গুয়ারদাদো দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখলে ১০ জনের পরিণত হয় বেতিস। বাকি সময়ে এই সুবিধা নিতে পারেনি বার্সেলোনা। ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে দারুণ বীরত্ব দেখিয়ে নায়ক টের স্টেগেন। তার দৃঢ়তায় রবিবার মাঠে গড়াবে ‘এল ক্লাসিকো।’

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501